নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

নীল প্রেমিক

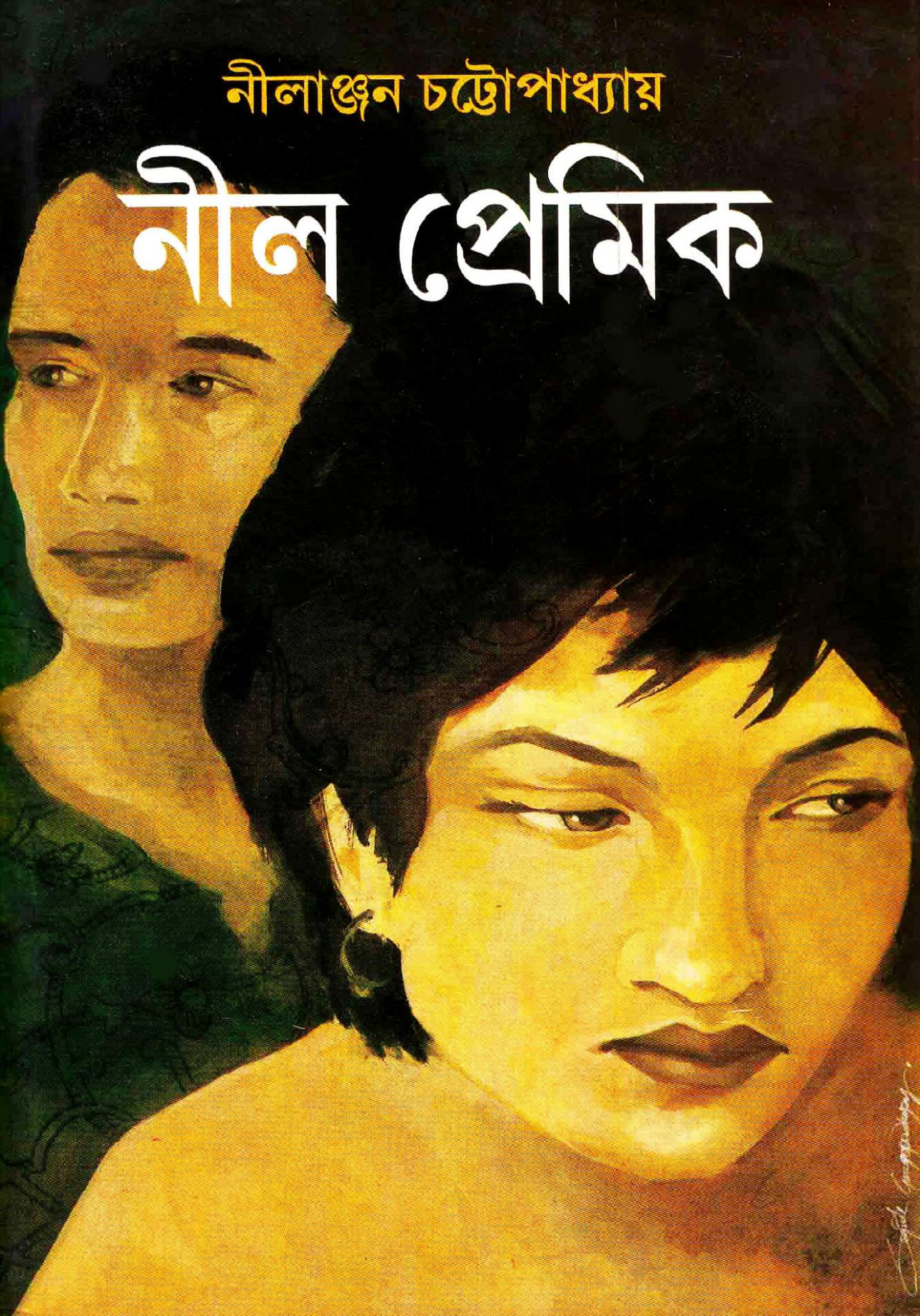

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

নীল প্রেমিক

পত্র ভারতী
৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

বাসটা এবার ছেড়ে দেবে। ঘন-ঘন হর্ন দিচ্ছে। সৃঞ্জয়ী হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সে এখন প্রায় নিশ্চিত যে তার পাশের সিটটা ফাঁকাই যাবে। হাতঘড়ি দেখল। রাত দশটা বেজে চুয়াল্লিশ। তার মানে ঠিক আর-এক মিনিট আছে বাস ছাড়ার। বাসের সব সিটেই যাত্রীরা বসে আছে। শুধু যা সৃঞ্জয়ীর পাশে একটা সিট ফাঁকা। সে এখন প্রায় নিশ্চিত যে ওটা ফাঁকাই যাবে। তার মানে সারারাত হাত-পা ছড়িয়ে ইচ্ছেমতো বেঁকেচুরে বসে জার্নি করা যাবে। বাসটা আবারও ঘন-ঘন হর্ন দিচ্ছে। এইসময় সৃঞ্জয়ীর মোবাইল বেজে উঠল। ফোনের পরদায় নম্বরটা ভেসে উঠেছে। বাবার ফোন নম্বর। সৃঞ্জয়ী বলল—হ্যাঁ বলো...?—ঠিকমতো বাসে জায়গা পেয়েছিস তো মা?—হ্যাঁ। সব ঠিক আছে—একবার মায়ের সঙ্গে কথা বল...। মায়ের গলা পেল সৃঞ্জয়ী—সাবধানে যাস মা।—হ্যাঁ- হ্যাঁ ঠিক আছে। সাবধানে যাওয়ার আর কী আছে? ড্রাইভার যেমন বাস চালাবে। সারাদিন যা ধকল গেছে, বাস চলতে আরম্ভ করলে একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ব—ঘুমোলেও সতর্ক হয়ে ঘুমোস মা। আজকাল রাতের বাসে চোর ডাকাতের বড় উপদ্রব...।—তুমি শুধু খুঁজে-খুঁজে বিপদের কথা কেন বলো মা? কিচ্ছু চিন্তা কোরো না। ঠিক পৌঁছে যাব।—কাল সকালে পৌঁছেই একটা ফোন করে দিস। আমি আর তোর বাবা কিন্তু চিন্তায় থাকব।—ও.কে. মা...গুড নাইট।

বাস ছেড়ে দিয়েছে। এখনও স্পিড নেয়নি। মৃদু গতিতে

ধর্মতলার বাস-গুমটি থেকে মোড় ঘুরে রাজভবনের দিকে এগোচ্ছে; ঠিক সেই সময়ে বাসের বন্ধ দরজাতে কার হাতের চাপড় আর সেইসঙ্গে উঁচু স্বরে-রোখকে! রোখকে! থেমে গেল বাস। কনডাক্টর দরজা খুলে দিল আর হুড়মুড় করে একজন যাত্রী উঠে এল বাসের ভেতর। এক মুহূর্তে যাত্রীর আগাগোড়া দেখে নিয়েছে সৃঞ্জয়ী। জিনস ট্রাউজার, রাউন্ড-নেক কালো গেঞ্জি, মাঝবয়সি, মাথার চুল পাতলা, বিসদৃশ ভুঁড়ি, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা, গোল মুখ, হাতে একটা সুটকেস। বাসে একটা মাত্র সিট ফাঁকা। এবং সেটা সৃঞ্জয়ীর পাশের সিট। সৃঞ্জয়ী বসেছে জানলা ঘেঁষে। ওই সিটটাতেই যে লোকটা বসবে এটা বলাই বাহুল্য। হাতের সুটকেসটা মাথার ওপরে লাগেজ-স্পেসে চালান করে দিয়ে লোকটা ধপ্ করে বসে পড়ল। তাতে বেশ কেঁপে উঠল সিটটা। সৃঞ্জয়ীর মৃদু ঝাঁকুনি লাগল। লোকটা সৃঞ্জয়ীর দিকে চকিতে একবার তাকাল। বলল-গুড ইভনিং মাডাম। বলার সঙ্গে -সঙ্গে নিকোটিনের ছোপ-লাগা দাঁতগুলোও দেখা গেল লোকটার। সৃঞ্জয়ীর নাকে ভক্ করে অ্যালকোহলের গন্ধ ভেসে এল। মদ খেয়ে বাসে উঠেছে লোকটা। সে কারণেই ওর 'গুড ইভনিং'-এর বিনিময়ে ভদ্রতাবশত 'ওয়েলকাম' বলার ইচ্ছে হলেও ইচ্ছেটা দমন করল সৃঞ্জয়ী। বরং দুজনের সিটের মাঝখানে যে 'কমন' হাতলটা থাকে সেখান থেকে নিজের হাত সরিয়ে নিয়ে জানলার দিকে আরও ঘেঁষে জড়োসড়ো হয়ে বসল। তার মনটা বিরক্তিতে ভরে গেল। যা ভেবেছিল তা আর হল না। ভেবেছিল একা এই সিটটার দখল নিয়ে বাসে রাত-জার্নি করবে। পাশে কেউ থাকবে না। ফলে কোনও অস্বস্তির কারণও ঘটবে না। কিন্তু এখন মনটা দমে গেল। সারারাত

BanglaBook.org

জার্নি করতে হবে এই বাসে। ভোর সাতটার আগে গন্তব্যে পৌঁছবে না। সৃঞ্জয়ীর মতো একজন যুবতীর পক্ষে পাশে একজন অচেনা পুরুষ নিয়ে সারারাত বাসে ভ্রমণ করা কতটা নিরাপদ সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। কারণ ২৫ বছর বয়সে পুরুষ অনেক দেখেছে সৃঞ্জয়ী। এটা তার ব্যক্তিগত বিশ্বাস যে অধিকাংশ পুরুষই মেয়েদের সহজ-পণ্য ভাবে এবং একটু সুযোগ পেলেই শরীরের দিকে লোভী হাত বাড়াতে চায়। এই লোকটা, অর্থাৎ পাশের এই যাত্রী আবার মদ খেয়েই বাসে উঠেছে। অতএব সৃঞ্জয়ীর দুর্ভাগ্য যে, তাকে প্রায় সারারাতই, এমনকী তন্দ্রাচ্ছন্নতার মধ্যেও, সতর্ক থাকতে হবে। কোনওভাবেই পুরুষটিকে অসভ্যতা করতে দেওয়া চলবে না। সৃঞ্জয়ীকে লোকটা চেনে না, চেনার কথাও নয়। যখন চিনবে তখন বুঝবে কার পাল্লায় পড়েছে। এখন বাসে রাত-জার্নির জন্যে সৃঞ্জয়ীর পরনে আছে জিনস ট্রাউজার আর ফুল হাতা শার্ট, সাদা শার্ট। জিনসের পকেটে আছে মানিব্যাগ আর শার্টের পকেটে আছে আইডেনটিটি কার্ড। লাল-রং আইডেনটিটি কার্ড। এই কার্ড কিংবা পরিচয়পত্র তাকে পশ্চিমবঙ্গের যে-কোনও জায়গায় বিশেষ সম্মান দেবে। পুলিশ এই পরিচয়পত্র দেখলে তাকে বিশেষভাবে 'প্রোটেকশান' দিতে বাধ্য। অতএব ঘাবড়ানোর কিছু নেই। বাস বেশ জোরেই ছুটতে শুরু করেছে। এখন ইস্টার্ন বাইপাস দিয়ে যাচ্ছে। রাতের বাইপাসে দ্রুতগামী গাড়ির পর গাড়ি, বিশাল বিশাল বিজ্ঞাপনের আলো, ঠান্ডা হাওয়া, ধাপা থেকে উঠে আসা দুর্গন্ধ। এখন জুন। বাসের সব জানলা খোলা। কখন যেন বাসের মধ্যেকার উজ্জ্বল আলোগুলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্বল্প পাওয়ারের আলো জ্বলছে। আলো-আঁধারি

BanglaBook.org

পরিবেশ। যাত্রীরা যাতে ঘুমোতে পারে তার জন্যে এই ব্যবস্থা। আশেপাশের যাত্রীরা এতক্ষণ নিজেদের মধ্যে টুকটাক কথা বলছিল, ক্রমে তাও কমে এল, সবাই বোধহয় ঘুমিয়ে পড়তে চাইছে। পাশের যাত্রীর দিকে একবার আড়চোখে লক্ষ করল সৃঞ্জয়ী। এই স্বল্প আলোতেও সে চোখের সামনে একটা ইংরেজি পেপারব্যাক খুলে ধরে আছে। কতটা পড়তে পারছে কে জানে। সৃঞ্জয়ীর সঙ্গে দুটো লাগেজ আছে। একটা বড় সুটকেস আছে। মাথার ঠিক ওপরে লাগেজ স্পেস-এ। আর একটা মাঝারি সাইজের ব্যাগ সে তার দু-পায়ের ফাঁকে নামিয়ে রেখেছে। ওই ব্যাগে অনেক টুকিটাকি জিনিসপত্র আছে। সৃঞ্জয়ী ব্যাগটা কোলের ওপর তুলল। চেন টেনে বের করে নিল বাটিক প্রিন্টের একটা ছোট চাদর। তারপর সেই চাদরটা জড়িয়ে নিল নিজের গায়ে। আরও একটু জড়োসড়ো হয়ে জানলা ঘেঁষে বসল। চোখ বুজিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু ঘুম কি অত সহজে আসে? মনের মধ্যে কতরকম চিন্তা একরাশ সমুদ্রের ঢেউ হয়ে যেন ধেয়ে এল...।

BanglaBook.org

॥ ২ ॥

কলকাতা থেকে অনেক দূরে পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলের একটা ব্লকে ৫ বছর ৭ মাস ২০ দিন বিডিও-র চাকরি করার পর অবশেষে বদলির অর্ডার এসেছিল সৃঞ্জয়ীর। এইসব প্রশাসনিক চাকরিতে নানা ঝামেলা লেগেই থাকে। চাকরিটা ঝামেলার সেটা তো সবাই জানে।

কিন্তু বদলির আদেশ হাতে পাওয়ার পরও যে একজন তাড়াতাড়ি পুরোনো জায়গা থেকে মুক্তি পায় এমন নয়। কেন না তার পরিবর্তে যে কাজ করতে আসবে সেই ব্যক্তি অনেকসময় তাড়াতাড়ি জয়েন করতে আসে না। ফলে বদলির কাগজ-হাতে পুরোনো অফিসারকে শুধু অপেক্ষাই করে যেতে হয়। সৃঞ্জয়ীর ক্ষেত্রে অবশ্য তা হয়নি। তার বদলির আদেশ বের হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মহাকরণের কর্তারা তার জায়গায় যে বিডিও হয়ে কাজ করতে আসবে তার আদেশও দয়া করে বের করে দিয়েছিলেন। ফলে মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে সেই যুবক এসে সৃঞ্জয়ীর থেকে ব্লকের চার্জ নিয়ে তাকে মুক্তি দিয়ে দিল। সৃঞ্জয়ীকে এবার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে জয়েন করতে হবে নতুন কর্মস্থলে। কিন্তু নতুন কর্মস্থল সৃঞ্জয়ীর একেবারেই পছন্দের হয়নি। এতদিন সে কলকাতা থেকে প্রায় ৩৫০ কিলোমিটার দূরে এক আদিবাসী-অধ্যুষিত ব্লকে কাজ করল। তার আশা ছিল সে কলকাতার কাছাকাছি কোনও জেলা-অফিসে বা মহকুমা অফিসে পোস্টিং পাবে। কিন্তু এবার সে বদলি হয়েছে এক মহকুমা অফিসে। বর্ডার-সংলগ্ন এলাকা। তার মানে ঝামেলার জায়গা। কলকাতা থেকে মোটেও কাছে নয়। বেশ দূর। অন্তত আড়াইশো কিলোমিটার দূরে। তার মানে আবার সৃঞ্জয়ীকে বাবা-মাকে ছেড়ে কয়েক বছর বাইরে কাটাতে হবে। এটা সে আশা করেনি। সে সরকারের থেকে অন্তত কিছুটা বদান্যতা আশা করেছিল। চাকরির শুরুতেই সে কলকাতা থেকে, নিজের বাড়ি থেকে অনেক অনেক দূরে প্রায় ছ-বছর কাটিয়ে দিল। তারপর কি তার পোস্টিং একটু কাছাকাছি হতে পারত না? যাতে সে অন্তত বাড়ি থেকে অফিস যাতায়াত করতে পারে? কিন্তু

BanglaBook.org

তা তো হল না। বরং উলটোটাই হল। এর কারণ একটা হতে পারে। মহাকরণে একজন ডেপুটি সেক্রেটারির সঙ্গে সৃঞ্জয়ীর ঝগড়া হয়েছিল। তার ধারণা, এই ঝগড়ারই ফল তার এই এতদূরে পোস্টিং। এমন একটা পোস্টিং যেখানে সরাসরি ট্রেন-লাইন নেই। এক্সপ্রেস বাসই ভরসা। ট্রেনে যাওয়া যায় না তা নয়। তবে একেবারে মহকুমা শহর পর্যন্ত ট্রেন যায় না। বেশ কিছুদূর গিয়ে আবার বাসে যেতে হয়। সেরকম ব্রেক-জার্নিতে একেবারেই সায় নেই সৃঞ্জয়ীর। তাই সে বাসেই যাচ্ছে। সরকারি বাস। এরকম বাস কলকাতা থেকে ওই মহকুমা শহর পর্যন্ত দিনে মাত্র দুটো যায়। একটা সকাল আটটা নাগাদ। আরেকটা এই রাতে। মাঝখানে অবশ্য দুপুর এবং বিকেলের দিকে দুটো এক্সপ্রেস বাস যায়। তবে সেই বাসদুটো বেসরকারি। ব্যবসায়ীদের প্রচুর ভিড় হয়। আর সার্ভিসও বিশ্বাসযোগ্য নয়। প্রায়ই টায়ার ফেঁসে বাস রাস্তায় পড়ে থাকে এরকম শোনা যায়। নতুন জায়গায় জয়েন করতে যাওয়ার আগে অনেক ছোটখাটো কাজকর্ম ছিল। টুকিটাকি জিনিসপত্র কেনাকাটার ছিল। তাছাড়া সৃঞ্জয়ী বরাবরের লেট রাইজার। তাই সকালের বাসে যাওয়ার প্রশ্ন ছিল না। তার বাবা অবনীমোহন গতকাল ধর্মতলার গুমটি থেকে অগ্রিম টিকিট কেটে এনেছিলেন।

BanglaBook.org

পাঁচ বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরও যখন বিডিওর চাকরি শেষ হচ্ছিল না, তখন অধৈর্য হয়েই একদিন ছুটি নিয়ে সৃঞ্জয়ী মহাকরণে এসেছিল তাদের দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলতে। ওই অফিসারের সঙ্গে যে তার খুব আলাপ ছিল একথা বলা যাবে না। পাঁচ বছরের চাকরি-জীবনে মাত্র একবারই সৃঞ্জয়ী ওই অফিসারের

সঙ্গে দেখা করেছিল অন্য কী একটা কারণে। তখনই লোকটার সঙ্গে কথা বলে তার ভালো লাগেনি। গড়পড়তা আমলাসুলভ চেহারা। মাঝারি উচ্চতা, মোটাসোটা, গোলগাল চেহারা, মাথায় পাতলা চুল; এমন এক ভঙ্গিতে কথা বলেন যেন পৃথিবীর সব বিষয়ে তিনি জ্ঞান আহরণ করে বসে আছেন।

যাই হোক, দ্বিতীয়বার সৃঞ্জয়ী সরাসরি তাঁর চেম্বারে ঢুকেছিল। ভাগ্য ভালো, তখন তিনি চেম্বারে একাই ছিলেন। কী একটা ফাইল মন দিয়ে পড়ছিলেন। ফুটবলারের যেমন ফুটবল, ক্রিকেটারের যেমন ক্রিকেট ব্যাট, জাদুকরের যেমন জাদুদণ্ড; তেমনই আমলাদের নিত্যসঙ্গী হল ফাইল। সৃঞ্জয়ী টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে দেখেও অফিসার কিন্তু তাকে বসতে বলেননি। বাধ্য হয়ে সৃঞ্জয়ী বলেছিল—বসতে পারি স্যার? যেন এই প্রথম তার উপস্থিতি বিষয়ে অফিসার সচেতন হলেন এভাবে তাকিয়ে ছিলেন তিনি। তারপর ঘাড় নেড়েছিলেন। বসেছিল সৃঞ্জয়ী। বসে নিজের ব্লকের নাম বলেছিল।

—তা নিজের অফিস ছেড়ে হঠাৎ রাইটার্সে আমার কাছে?

—স্যার...

—দাঁড়াও।—হাত নেড়ে সৃঞ্জয়ীকে থামিয়ে দিয়েছিলেন অফিসার।—এই যে আমার কাছে এসেছ, জেলার ডি.এম.-এর পারমিশান নিয়ে এসেছ?

—আমি এস.ডি.ও.-র পারমিশান নিয়ে এসেছি। এস.ডি.ও. আমার ইমিডিয়েট বস। ছুটি নিয়ে এসেছি আমি। তার প্রমাণও আছে আমার কাছে। দেখাব?

—না থাক। বুঝেছি। এখন বলো কীসের দরকার?

BanglaBook.org

—স্যার আমি তো পাঁচ বছরের বেশি হয়ে গেল বিডিও-র চাকরি করছি। এবার কি আমার উইথড্রয়াল হবে না?

—কত বছর বিডিও-র চাকরি করছ বললে?

—পাঁচ বছরেরও বেশি।

—আমি কতদিন বিডিও-র চাকরি করেছি জানো?

—না জানি না।...কী করে জানব?

—সাত বছরেরও বেশি। তোমরা আজকালকার ছেলেমেয়েরা এত ইমপেশেন্ট কেন?

—তাহলে এখনও আমাকে বিডিও-র চাকরি করতে হবে? —সৃঞ্জয়ী যেন আঁতকে উঠেছিল।

—হয়তো তা নয়। তোমাদের উইথড্রয়ালের কথা ভাবা হচ্ছে।

—ভাবা হচ্ছে? শুনে এনকারেজড্ হলাম স্যার। শুধু একটা রিকোয়েস্ট স্যার?

—কী রিকোয়েস্ট?

—আমি তো এতদিন অনেক দূরে চাকরি করলাম। আমাকে কলকাতার একটু কাছাকাছি পোস্টিং দেবেন স্যার। আমি বাবা-মা এর একমাত্র সন্তান। বাবা রিটায়ার্ড, মা অসুস্থ। আমি ওঁদের কাছাকাছি থাকলে ওঁদের একটু সুবিধে হয়।

এবার যেন ডেপুটি সেক্রেটারি বেশ বিরক্ত হলেন। তাঁর কপালে ভাঁজ পড়ল।

—এসব রিকোয়েস্ট আমার কাছে করবে না। ডোন্ট কিল মাই টাইম। ও. কে? প্রত্যেকেরই অসুবিধে থাকে। আর প্রত্যেকেই

BanglaBook.org

কলকাতার কাছাকাছি চাকরি করতে চায়। সবাই যদি কাছে চাকরি করে তাহলে দূরে যাবে কে? এবার সৃঞ্জয়ীরও রাগ হয়ে গেল।

সে বলল—স্যার আমার কাছে অনেক উদাহরণ আছে...

—কীসের উদাহরণ?

—আমাদের সার্ভিসের অনেক অফিসার অনেক বছর কলকাতার আশেপাশে চাকরি করছে। কোনওদিনই দূরে পোস্টিং হয় না তাদের। কেন জানেন? তার কারণ তাদের পেছনে বড় সাপোর্ট আছে। হয় পলিটিক্যাল সাপোর্ট। নয়তো ব্যুরোক্র্যাটিক সাপোর্ট। সেই কারণেই আপনারা কোনওদিনই তাদের দূরের জেলায় পাঠাতে পারেন না। আপনারা আপনাদের ক্ষমতা-প্রতিপত্তি দেখান শুধু আমাদের মতো অফিসারদের ওপর যাদের পেছনে না আছে রাজনৈতিক নেতাদের মদত; না আছে বড়-বড় অফিসারদের কৃপাদৃষ্টি...। সৃঞ্জয়ীর এই ধরনের কথাবার্তায় অফিসারের কালো মুখ বেগুনি হয়ে গেল। তিনি চেঁচিয়ে বললেন—তোমার সাহস তো কম নয়? একজন সামান্য বিডিও হয়ে সিনিয়র অফিসারের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় এখনও শেখোনি? ইউ গেট আউট ফ্রম মাই চেম্বার।...আই উইল কিপ ইওর নেম ইন মাই মাইন্ড...আই উইল সি ইউ...

সৃঞ্জয়ী রাগে কাঁপতে-কাঁপতে বলেছিল—সে আমি জানি। ইউ উইল টেক ইওর রিভেঞ্জ। ওই একটা কাজই আপনারা ভালো পারেন। ঠিক আছে। আপনিও জেনে রাখুন—যেখানে পোস্টিং হোক সেখানেই আমি যাব। একবারও রিকোয়েস্ট করতে আসব না। আমি মাথানত করতে শিখিনি। আই শ্যাল কিপ মাই হেড স্ট্রেট...।

BanglaBook.org

এই কথাগুলো ছুড়ে দিয়ে সৃঞ্জয়ী সেদিন বেরিয়ে এসেছিল ডেপুটি সেক্রেটারির ঘর থেকে। সৃঞ্জয়ী এরকমই। ভীষণ মাথা গরম তার। মাথা গরম হয়ে গেলে সে বোধহয় ঈশ্বরকেও দু-কথা বলতে ছাড়বে না। সৃঞ্জয়ীর ন্যায়-অন্যায় বোধ অতি স্পষ্ট। যদি সে কোনও কিছুকে অন্যায় বলে ভাবে তাহলে সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্যে সে কোনও কিছুর তোয়াক্কা করে না। বিডিও-র চাকরি করার বছরগুলিতে সে তিনজন গ্রাম-পঞ্চায়েত প্রধানকে দুর্নীতির দায়ে জেলে পাঠিয়েছে; কোনও রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে তার রেয়াত ছিল না। তাদের কাউকে সে অতিরিক্ত সমীহ করেনি কোনওদিন। এর ফলে তাকে প্রায়ই ঘন্টার পর ঘণ্টা ঘেরাও হয়ে থাকতে হত। কিন্তু তাতে সৃঞ্জয়ীর স্পিরিট এতটুকু কমেনি। তাকে সবাই আড়ালে বলত—'আয়রন লেডি'।

বদলির আদেশ পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ডেপুটি সেক্রেটারির সঙ্গে ঝগড়ার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল সৃঞ্জয়ীর। ভদ্রলোক 'রিভেঞ্জ' নিতে ছাড়েননি। এমন এক মহকুমায় তাঁকে পোস্টিং করেছেন যেটা সীমান্ত এলাকা, কলকাতা থেকে বেশ দূর, প্রচুর প্রশাসনিক সমস্যা সেখানে এবং অবশ্যই কলকাতার বাড়িতে বাবা ও মাকে রেখে তাকে একাই থাকতে হবে কর্মস্থলে। কিন্তু সৃঞ্জয়ীর তাতে পিছপা হয়নি। তার জায়গায় নতুন বিডিও জয়েন করার সঙ্গে-সঙ্গে সে তাকে অফিসের চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে সাতদিনের ছুটি নিয়ে কলকাতার বাড়িতে চলে এসেছিল। এই সাতদিনের ছুটি তার পাওনাই ছিল। ছুটি শেষ হল আজ। আর আজ সে রাতের বাসে চলেছে। আগামীকাল সকালে মহকুমা অফিসে জয়েন করবে।

BanglaBook.org

গত সাতদিনে অনেকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে নিল সৃঞ্জয়ী। সে যাদের সঙ্গে কলেজে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছে তাদের কেউই তার মতো সিভিল-সার্ভিসে ঢোকেনি। কেউ কলেজে পড়ায়, কেউ স্কুলে পড়ায়, কেউ ব্যাংকে চাকরি করে। তাদের সঙ্গে তো বেশ কয়েকদিন জমিয়ে আড্ডা দেওয়া হলই। কিন্তু এরই মধ্যে বাবা এবং মা-এর উৎসাহে হীরকের বাড়িতেও একদিন যেতে হল সৃঞ্জয়ীকে। একদিন রাতে খাওয়ার টেবিলে বাবা কথাটা তুললেন।

—শিবেনবাবু আজ ফোন করেছিলেন।—বাবা জানিয়েছিলেন।

—শিবেনবাবু? উৎসাহিত হয়েছিলেন মা;—কখনগো?

—এই তো সন্ধের দিকে। তখন তুমি কিচেনে আর মেয়ে বাড়ি ফেরেনি।

—তো কী বললেন শিবেনবাবু?—মা জিগ্যেস করলেন।

—আগামীকাল শনিবার। ওঁদের বাড়িতে সন্ধেবেলা আমাদের তিনজনের নেমন্তন্ন।

—আগামীকাল? কীরে ঝুম্পা যাবি তো? মা জিগ্যেস করেছিলেন। সৃঞ্জয়ীকে তার বাবা এবং মা দুজনেই ঝুম্পা বলে ডাকেন।

—আগামীকাল?—সৃঞ্জয়ী খেতে-খেতে একটু থমকেছিল। কী যেন ভাবছিল।

—কেন? আগামীকাল কি তোমার অন্য কোথাও অ্যাপয়ন্টমেন্ট আছে?—বাবা জিগ্যেস করেছিলেন।

—এক বন্ধুর সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল।

—সিনেমা তো পরেও দেখতে পারবি। ছুটিতে তো পরেও

BanglaBook.org

আসবি। কিন্তু শিবেনবাবুদের ইনভিটেশন অ্যাকসেপ্ট করা উচিত। —রুমা বলেছিলেন।

—ওই একই যুক্তি তো এ ক্ষেত্রেও খাটে মা।—সৃঞ্জয়ী বলেছিল;—শিবেনবাবুদের বাড়ি তো পরেও ছুটিতে এসে যাওয়া যেতে পারে। ওঁরা বললেই যেতে হবে? আমারও তো সুবিধে-অসুবিধে থাকতে পারে।

—ব্যাপারটা একটু বোঝ ঝুম্পা। অবনীমোহন বলেছিলেন, —আগামীকাল রাত আটটা নাগাদ হীরক লস-অ্যাঞ্জেলস থেকে ফোন করবে। তোর সঙ্গে কথা বলতে চায়।

এতক্ষণে বেড়াল তার ঝুলি থেকে বেরিয়েছিল। শিবেনবাবুর ছেলে হীরক লস অ্যাঞ্জেলসে গত দশ বছর আছে। প্রথমে কমপিউটার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে একটা বড় অফিসে চাকরি করত। এখন নিজেই নাকি একটা ফার্ম খুলে বসেছে। মাসে লক্ষ-লক্ষ ডলার আয়। শিবেন এবং অবনীমোহন একই ব্যাংকে সহকর্মী ছিলেন। অবনীমোহন একবছর হল অবসর নিয়েছেন। শিবেন তাঁর থেকে বয়সে একটু ছোট। তিনি নাকি আগামীবছর অবসর নেবেন। সৃঞ্জয়ী জানে না, কবে যেন দুই সহকর্মীর মধ্যে ভদ্রলোকের চুক্তি হয়েছিল যে, হীরকের সঙ্গে সৃঞ্জয়ীর বিয়ে হবে। পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সৃঞ্জয়ী উত্তীর্ণ হওয়ার পর শিবেনবাবুর উৎসাহ তার সম্বন্ধে আরও বেড়ে যায়। হীরককে তিনি সৃঞ্জয়ীর ফোটো দেখান। হীরকের সৃঞ্জয়ীকে পছন্দ হয়। সে সৃঞ্জয়ীকে বিয়ে করে লস-অ্যাঞ্জেলসে নিয়ে যেতে চায়। অবনীমোহনের প্রস্তাব একদিন শুনে রুমা অতি আনন্দ পেয়েছিলেন। সৃঞ্জয়ীরও প্রথমে খারাপ লাগেনি। তখন সবে সে ছ-

BanglaBook.org

মাস হল বিডিও-র চাকরি করছে। মনে হয়েছিল, কী হবে আর এ চাকরি করে, এই পোড়া দেশে থেকেই বা কী হবে। সারা জীবন ধনী দেশ আমেরিকায় থাকবে, লস অ্যাঞ্জেলসে কাটাবে এটা ভাবতেই কীরকম রোমাঞ্চ জেগেছিল মনে। তার ওপর শিবেনবাবুর পাঠানো হীরকের ফোটোগ্রাফ দেখেও ভালো লেগেছিল। খুবই হ্যান্ডসাম চেহারা। দেখে মনে হয়েছিল সৃঞ্জয়ীর। পৌরুষ যেন ঝরে পড়ছে চোখ-মুখ থেকে। কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় অনেক ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল সৃঞ্জয়ীর। যেমন হয়ে থাকে। কিন্তু প্রেম হয়নি কারও সঙ্গে। কেন হয়নি বলতে পারবে না। মাঝে-মাঝে আক্ষেপ হয়েছে নিজের মনেই। প্রেমে পড়ার স্বাদ কেন সে এখনও এই ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত জানল না। যাই হোক, হীরকের চেহারা দেখে বেশ পছন্দ হয়েছিল সৃঞ্জয়ীর এবং সে ভেবেছিল বিদেশে যাওয়ার এবং বিদেশে লাগাতার থাকবার এই সুবর্ণ সুযোগ সে হাতছাড়া করবে না। আর বাবা মা? হ্যাঁ তাঁদের নিয়েও কিছুটা ভেবেছিল সৃঞ্জয়ী। ভাবেনি তা নয়। লস অ্যাঞ্জেলসে দুজনে সেটল করার পর সৃঞ্জয়ী তার বাবা-মাকে ওখানে নিয়ে গিয়ে রাখবে কিছুদিন। তারপর একইসময় শিবেনবাবু এবং হীরকের মা আরতিও যেতে পারেন। তাহলে বিদেশে বাঙালিদের সে এক ভালো মজলিশ হবে। যদিও বাবাকে ভালোই চেনে সৃঞ্জয়ী। তিনি বেশিদিন কলকাতা ছেড়ে বিদেশে থাকতে পারবেন না। সে যত বিলাসিতার মধ্যেই থাকুন না কেন। কয়েকমাস থেকেই হয়তো কলকাতার জন্যে প্রাণ কেঁদে উঠবে তাঁর। আর রুমা হচ্ছেন পুরোপুরি স্বামী-অনুসারী। স্বামী যেখানে থাকবেন রুমাও সেখানে থাকবেন। এত সব কল্পনা করে

BanglaBook.org

নিয়েছিল সৃঞ্জয়ী নিজের মনে। শুধুমাত্র হীরকের ছবি দেখে এবং তার গুণপনার কাহিনি শুনে। ফোনে কথা হয়েছিল। মুখোমুখি আলাপ হয়নি। সুদূর লস-অ্যাঞ্জেলস থেকে হীরক একদিন ফোনে সৃঞ্জয়ীকে বলেছিল—ইওর ভয়েস সাউন্ডস হাসকি। আই লাইক ওমেন উইথ হাসকি ভয়েস। সৃঞ্জয়ীর একটু চটুল হওয়ার ইচ্ছে হয়েছিল। সে বলেছিল—মেয়েদের শুধু গলার স্বরই আপনার ভালো লাগে? তাদের আর কিছু ভালো লাগে না? উত্তরে হীরক বলেছিল—হ্যাঁ তাদের আরও অনেক কিছুই ভালো লাগে। তবে আপনাকে সামনা-সামনি না দেখে বলতে পারব না আর কী কী ভালো লাগার আছে। বাট আই হ্যাভ সিন ইওর ফোটোগ্রাফ। ইউ আর প্রেটি অ্যান্ড কিউট।...

তারপর একদিন হীরক বেশ কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে এল কলকাতায়। প্রধান উদ্দেশ্য—সৃঞ্জয়ীর সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ করা। সৃঞ্জয়ীকেও অফিস থেকে ছুটি নিয়ে আসতে হল কলকাতায়। অবনীমোহন একদিন নিমন্ত্রণ করলেন হীরককে তাঁদের বাড়িতে। যথাসাধ্য আয়োজন করেছিলেন। হীরক বেশ মন দিয়ে খেল প্রায় সব পদই। পাবদা মাছ খেয়ে বলল, একসেলেন্ট। একেবারে সার্ডিন মাছের টেস্ট। সৃঞ্জয়ী লক্ষ করেছিল হীরককে। সত্যিই সুন্দর চেহারা। অনেক হাইট। পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি। সৃঞ্জয়ীরও বাঙালি মেয়েদের তুলনায় হাইট যথেষ্ট ভালো। পাঁচ ফুট ছয়...। হীরকের পরনে একটা আকাশ-নীল জিনস্-ট্রাউজার, আর ফুল-স্লিভ ডোরাকাটা গেঞ্জি। লম্বা ঘাড়। মেদহীন শরীর। তীক্ষ্ণ চোখ-মুখ। গলায় একটা সোনার হার চিকচিক করছে। একমাথা ঘন কোঁকড়া চুল। মেয়ে-পটানো চেহারা

BanglaBook.org

এক নজর দেখেই বলে দেওয়া যায়। সেদিন খাওয়া-দাওয়ার পর হীরক প্রস্তাব রেখেছিল সৃঞ্জয়ীকে নিয়ে বেড়াতে যাবে। অবনীমোহন এবং রুমা সাগ্রহে সায় দিয়েছিলেন। কী ড্রেস করবে এটা নিয়ে সৃঞ্জয়ীকে কিছুটা ভাবতে হয়েছিল। প্রথমে ভেবেছিল সেও জিনস ট্রাউজার আর খাটো টপ পরবে। তারপর মনে হয়েছিল সালোয়ার কামিজ। তারপর ভেবেছিল, বিদেশে ওইসব পোশাকে মেয়েদের দেখতে অভ্যস্ত হীরক। সুতরাং পুরোপুরি বাঙালি মেয়ের সাজে তাকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করবে। তবে তাই বলে যে খুব উদ্ভট সাজ তা নয়। আসলে সৃঞ্জয়ী নিজের সাজ-পোশাক সম্বন্ধে খুবই সচেতন। এম. এ. পাশ করার পর সে ছ'মাস বিউটিসিয়ানের কোর্সও করে নিয়েছিল নিতান্ত খেয়ালের বশে। অতএব সে খুব ভালোই জানে কোন পরিবেশে কিংবা কোন উপলক্ষে কী সাজ সাজতে হয়। অনেক ভেবে সে সেদিন সেজেছিল এরকম—চকোলেট রং-এর স্লিভলেস ব্লাউজ, চকোলেট এবং হলুদ রং-এর মিশ্রণে দামি বাটিক সিল্কের শাড়ি, গলায় একটা সরু সোনার চেন, কানের লতিতে দুটো মুক্তো, বাঁ-হাতে কোনও আভরণ নেই; ডান হাতে শুধু বড় চৌকো ডায়ালের ঘড়ি, পায়ে হাই-হিল জুতো, মাথায় বয়-কাট চুল শ্যাম্পু করার ফলে ঝরঝরে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে হীরক বলেছিল—সুইটি...ইউ আর লুকিং লাইক নিকোলে কিডম্যান।

—থ্যাংকস ফর দ্য কমপ্লিমেন্টস!—হেসে বলেছিল সৃঞ্জয়ী। রাস্তার মোড়ে এসে হীরক বলেছিল—কোথায় যাওয়া যায় বলুন তো? আমি তো অনেকদিন কলকাতা ছেড়েছি। শুনেছি এখানে

BanglaBook.org

অনেক ডেভলপমেন্ট হয়েছে। ফ্লাই ওভার, শপিং মল, বিগ বাজার...কিন্তু সেগুলো কোনওটাই তো বেড়াবার জায়গা নয়। হোয়াট ডু ইউ সাজেস্ট?

—আমিও বুঝতে পারছি না কোথায় যাওয়া যায়।...সায়েন্স সিটি যাবেন?

—সায়েন্স সিটি?—হীরক কীরকম তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে; —আই ডোন্ট থিংক এনি ওয়ানডারস আর ওয়েটিং ফর মি দেয়ার? ওসব সায়েন্স সিটি-ফিটি তো এরা আমেরিকানদের থেকেই শিখে এসেছে। আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না?

—কী?

—শুনেছি এখানে নলবন বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে নাকি বোটিং করা যায়। চলুন সেখানে যাই। আপনি গেছেন কোনওদিন সেখানে?

—নাহ।...তবে সেটাও সল্টলেকে।

—আই নো। ট্যাক্সিকে বললেই নিয়ে যাবে। একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসেছিল ওরা।

নলবন জায়গাটা সত্যিই সুন্দর। শুধু যে বোটিং করার সুবিধে আছে তা নয়, ছোট-ছোট ছাতার নীচে টেবিল-চেয়ার রাখা আছে। সেখানে বসে কফি কিংবা ড্রিংকস এবং স্ন্যাকস নিয়ে কিছুক্ষণ সময় কাটানো যায়। এরকম দুপুরেও জায়গাটা মানুষে-মানুষে গিজগিজ করছে, প্রচুর সুন্দরী মেয়ে, তাদের সঙ্গে সুন্দর পুরুষ। এখানে না এলে সৃঞ্জয়ী বুঝতে পারত না এত মানুষ এরকম অসময়ে এখানে ফুর্তি করতে আসে। বোটিং-এ আগ্রহ দেখাল হীরক। সৃঞ্জয়ীর এ

BanglaBook.org

ব্যাপারে কোনও অভিজ্ঞতা নেই। সে কোনওদিন ওসব করেনি। অথচ ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়। পা দিয়ে লিভারে চাপ দিয়ে শুধু বোটটাকে জলপথে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তাও দেখা গেল সৃঞ্জয়ী ভালো পারছে না। তখন হীরক নিজেই দায়িত্ব নিল। সৃঞ্জয়ী হাত-পা গুটিয়ে বসে রইল। বোটটাকে সে নিজেই চালাতে লাগল। খারাপ লাগছিল না সৃঞ্জয়ীর। তীর থেকে অনেক দূরে একেবারে সরোবরের মাঝখানে চলে এল তারা। তিরতির বাতাস। মাথার ওপর নীল আকাশ। মনে হচ্ছিল কলকাতায় নেই। অন্য কোথাও আছে। হীরক বলল—বিয়ের পর ভেনিসে যাব আমরা। সেখানে গন্ডোলায় চাপাব। সে এক থ্রিলিং একসপিরিয়েন্স।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বোটিং করার পর হীরক বলল যে এখানে আমব্রেলার নীচে বসতে তার ভালো লাগছে না। বরং তারা ভালো কোনও হোটেলে চলুক। সামনেই হোটেল। আই.টি.সি. সোনার বাংলা। একটা ট্যাক্সি নিয়ে সেখানে চলল ওরা। বিশাল, অভিজাত হোটেল। দূর থেকে দেখেছে শুধু সৃঞ্জয়ী। ঢোকা হয়নি ভেতরে। রোজকার কাস্টমারদের জন্যে আলাদা প্রশস্ত ঘর। মনোরম বসার ব্যবস্থা। একটা টেবিলে বসল ওরা দুজনে। এখানেও খুব ভিড়। সৃঞ্জয়ীর একমুহূর্ত মনে হল, এখানে যেসব সুবেশ ভদ্রলোক এবং সুসজ্জিতা ভদ্রমহিলারা হই হই করে লাঞ্চ সারছে, নিজেদের মধ্যে হাসিঠাট্টা, গল্পগুজব করছে, তারা সমাজের কোন স্তরে বাস করে, তাদের পেশা কী, তারা কি রোজই এভাবে জীবন কাটায়?

—কী নেবেন বলুন?—হীরক জিগ্যেস করল।

—কী নেব?...এখনও তো দুপুরের খাওয়া হজম হয়নি...

BanglaBook.org

—সে কী? বোটিং করে আমার তো বেশ খিদে পেয়ে গেছে। তাহলে ড্রিংকস দিয়ে শুরু করি?

—ওটা আমার চলে না।—হেসে বলেছিল সৃঞ্জয়ী।

—তা বললে তো হবে না। আমার সঙ্গে থাকতে হলে ইউ মাস্ট বি অ্যাকসটমড্ টু ড্রিংকস, তা না হলে আমার সোসাইটিতে মিশতে অসুবিধে হবে। সৃঞ্জয়ীর মুখটা হঠাৎ কালো হয়ে গিয়েছিল। একটু থেমে যেন বেশি বলা হয়ে গেছে এটা ভেবে হীরক বলল—আসলে ব্যাপারটা কী জানেন তো? ওখানে এত ঠান্ডা, সবসময়েই প্রায় জিরো ডিগ্রির নীচে ইউ ক্যাননট গো উইদাউট ড্রিংকস।...সে যাই হোক, পরের কথা পরে ভাবা যাবে। আমি আপাতত স্কচ হুইস্কি নিচ্ছি, আপনার জন্যে লাইম জুস। ও. কে? তার সঙ্গে চিজ স্টিকস। হুইস্কির গ্লাসে সিপ নিয়ে একটা কিং-সাইজ সিগারেট ধরিয়ে একেবারে চারিদিকে উদাসীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিয়ে হীরক বলেছিল—দেখুন আমি একটু স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কথা বলতে পছন্দ করি। আমার মনে হয় আমাদের বিয়ের ব্যাপারে একটা ডিল হয়ে যাওয়া দরকার।

—ডিল?—হোয়াট ডু ইউ মিন?—সৃঞ্জয়ী যেন আঁতকে উঠেছিল। হীরক হেসেছিল। বলেছিল—সরি কিছু মনে করবেন না। ডোন্ট টেক ডিল ইন দ্য রাইট সেন্স অব দ্য টার্ম। আসলে আমরা আমেরিকায় যে-কোনও ধরনের সিরিয়াস কথাকেই অনেকসময় ডিল বলে থাকি। তাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ডোন্ট মাইন্ড। ...আচ্ছা আমি বরং অন্য একটা কথা জিগ্যেস করি। আই ওয়ান্ট টু নো অ্যাবাউট ইওর সার্ভিস। আপনি কী চাকরি করেন? আপনার চাকরির নেচারটা কী?

BanglaBook.org

সৃঞ্জয়ী বলল—আপনি সিভিল-সার্ভিস বোঝেন?

—সিভিল-সার্ভিস?...ইউ মিন সার্ভিস ফর দ্য সিভিলিয়ানস? তাদের তো সব কাজ করতে হয়। কী বলে বেশ? জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত। ওদেশে সিভিল সারভেন্টস-এর স্ট্যাটাস খুব একটা উঁচু নয়। অ্যান্ড দে আর অলওয়েজ পুওর পেইড।

—তাহলে তো আপনার ধারণা আছে দেখছি। তবে আমাদের দেশে সিভিল সারভেন্টসদের স্ট্যাটাস অতটা খারাপ নয়। দু-রকম সিভিল সার্ভিস আছে—একটা স্টেট সিভিল সার্ভিস আর একটা ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিসট্রেটিভ সার্ভিস। আমি স্টেট সিভিল সার্ভিসে বিলঙ করি। মাইনে মোটামুটি পাই। গাড়ি পাই। আর ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিসট্রেটিভ সার্ভিস হল এদেশে রাজার চাকরি। সে যেখানে যায় রাজার মতো সম্মান পায়।

—বুঝলাম। কিন্তু এই চাকরি তো আপনাকে ছাড়তে হবে। আমি ঠিক করেছি...

—কী ঠিক করেছেন আপনি?

—এটা জুন মাস। আমি ডিসেম্বরে আবার দেশে ফিরব। ভাবছি ডিসেম্বরে আপনাকে বিয়ে করে নিয়ে চলে যাব। আপনার নিশ্চয়ই আপত্তি নেই।

—সবকিছু তো আপনিই ঠিক করে বসে আছেন দেখছি।

—তা ঠিক নয়। তবে ডিসিশানগুলো তো আগে পুরুষকেই নিতে হয়। তাই না? কথাটা খট্ করে কানে বেজেছিল সৃঞ্জয়ীর। একেই কি বলে মেল শৌভনিজম্? আর হীরক কি তাতে পুরোপুরি আক্রান্ত?

BanglaBook.org

—চাকরির মায়া আপনি করবেন না। এখানকার চাকরিতে আর আপনি কত টাকা পান? ...দশ হাজার...পনেরো হাজার...বিশ হাজার? আর ওখানে আমি আপনাকে এমন চাকরিতে ঢুকিয়ে দেব যার স্যালারি মাসে বিশ হাজার ডলার? ক্যান ইউ ইমাজিন?...

—সেটা হয়তো সত্যি। কিন্তু মনে রাখবেন এই চাকরিটা আমি ৩০ থেকে ৪০ হাজার ক্যানডিডেটের সঙ্গে কমপিট করে পেয়েছি। এটা আমার নিজের অর্জিত চাকরি। সেখানেই আমার গর্ব।

—ও.কে. ও.কে. আই আনডারস্ট্যান্ড। কিন্তু আমার ব্যাপারটাও তো ভাবতে হবে। আই হ্যাভ অলসো ওয়ার্কড আউট এ্যা প্ল্যানিং ফর মাই লাইফ। ডিসেম্বরেই আমাদের বিয়েটা হয়ে যাক। মিন হোয়াইল ইউ লিভ ইওর জব অ্যান্ড গেট মেনট্যালি প্রিপেয়ার্ড ফর দ্য ম্যারেজ। ও.কে.?

সৃঞ্জয়ীর চোয়াল শক্ত হয়ে যায়। মনে হচ্ছিল হীরক তার মতামতকে তেমন পাত্তা দিতে চায় না। নিজের সিদ্ধান্ত, নিজের মতকেই চাপিয়ে দিতে চায় তার ওপর। এটা একেবারেই পছন্দ হচ্ছিল না সৃঞ্জয়ীর।

তারপর বাড়ি ফেরার সময় সেদিন ট্যাক্সিতে যা ঘটেছিল তাতে মনটা আরও বিষিয়ে গিয়েছিল সৃঞ্জয়ীর।

হোটেল থেকে যখন বেরিয়েছিল তখন বাইরে গাঢ় সন্ধে নেমে গেছে। সময় যে সত্যিই নদীর স্রোতের মতন বয়ে যায় তা যেন একবার নতুন করে উপলব্ধি করল সৃঞ্জয়ী। হীরকের প্রশ্নের উত্তরে সে জানিয়েছিল যে বাড়িই ফিরবে। এবং এটাও প্রস্তাব দিল যে, সে একটা ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি চলে যাচ্ছে। হীরক তার মতো

BanglaBook.org

চলে যাক। হীরক তাতে রাজি হল না। সে একটা ট্যাক্সি নিল। দুজনেই উঠে বসল তাতে। সৃঞ্জয়ীকে বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে হীরক চলে যাবে। বাইপাসের আলো-অন্ধকার রাস্তা দিয়ে ট্যাক্সি ছুটছে। গাড়ির পর গাড়ি ছুটে চলেছে। আকাশে চাঁদ আছে কী নেই বোঝা যাচ্ছে না। উঁচু-উঁচু বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং-এর আলোয় আকাশও যেন ঢাকা পড়ে গেছে। একটু দূরত্ব রেখে সৃঞ্জয়ী বসেছিল রাস্তার দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে হীরক তাদের মাঝখানের দূরত্ব কমিয়ে আনল এবং ডান হাত প্রসারিত করে সৃঞ্জয়ীর কাঁধে রাখল। একটু চাপ দিল। সৃঞ্জয়ীকে টেনে আনতে চাইল নিজের দিকে। মৃদু এবং নিবিড় স্বরে বলল—কাম ক্লোজার ডার্লিং—বি ফ্রি। এরকম ব্যবহার সৃঞ্জয়ী আশা করেনি। সে বেশ কুঁকড়ে গেল। কিন্তু এ কী? হীরক যে মনে হচ্ছে অপ্রতিরোধ্য! সে নিজের মুখ এগিয়ে নিয়ে এল সৃঞ্জয়ীর মুখের কাছে। সৃঞ্জয়ী ঝটিতি মুখ ঘুরিয়ে নিল। ফলে হীরকের ঠোঁট সৃঞ্জয়ীর কানের লতি স্পর্শ করল। খুব অপটু খেলোয়াড়ের মতো হীরক উচ্চারণ করল—আই লাভ ইউ ডার্লিং, আই লাভ ইউ...। ভালোবাসার এই বহিঃপ্রকাশ অসহ্য মনে হয়েছিল সৃঞ্জয়ীর। সে শুধু ফিসফিস করে বলতে পেরেছিল—বাট আই অ্যাম নট ইন এ্যা মুড...। কিন্তু হীরককে তখন দমানো সত্যিই মুশকিল। সে এক হাতে সৃঞ্জয়ীর একটি স্তন চেপে ধরেছে। তাকে ক্রমশ নিজের কোলের ওপর বসাতে চাইছিল। সৃঞ্জয়ী প্রাণপণে নিজেকে ছাড়াতে চাইছিল। বারবার বলছিল—লিভ মি অ্যালোন...প্লিজ লিভ মি অ্যালোন...। ঝটাপটির শব্দে এমনকী চালক একবার পেছন ফিরে দেখল এবং কাশল দুবার। এবার বোধহয় হীরকের আমেরিকান

BanglaBook.org

ভদ্রতায় বাধল। সে গুটিয়ে নিল নিজেকে। বারবার বলতে লাগল— সরি আই অ্যাম সরি।...এরপর সারারাস্তা সৃঞ্জয়ী হীরকের সঙ্গে আর একটিও কথা বলেনি। ভীষণ খারাপ লাগছিল তার। অপমানিত লাগছিল। কান-মাথা ঝাঁঝাঁ করছিল। হীরকের থেকে প্রথম দিনেই এরকম চটুল অসভ্যতা সে আশা করেনি। সে বুঝতে পারছিল তাকে নতুনভাবে আবার সব ব্যাপারটা ভাবতে হবে। অবশেষে একসময় তার বাড়ির কাছে পৌঁছে গেল ট্যাক্সি। সৃঞ্জয়ী তাড়াতাড়ি দরজা খুলে নেমে যাওয়ার সময় অস্ফুটে 'গুড নাইট' বলে পেছনে আর তাকায়নি। ট্যাক্সিও চলে গিয়েছিল।

সেদিন খাওয়ার টেবিলে বসে অবনীমোহনের প্রস্তাব শুনে আবার বুকটা ধক্ করে উঠেছিল সৃঞ্জয়ীর। এতদিন সে বেশ ভুলেছিল হীরককে। আবার হীরক প্রসঙ্গের উত্থাপন। কিন্তু সে তো মনে-মনে ঠিক করেই ফেলেছে যে হীরককে সে রিফিউজ করবে। কোনওমতেই হীরককে বিয়ে করবে না। নিজের মাতৃভূমি ছেড়ে, নিজের অর্জিত চাকরি ছেড়ে সে বিদেশে হীরকের দাসীবৃত্তি করতে রাজি নয়। হীরক একটা টাইপ চরিত্র। ওরকম চরিত্রকে চিনতে বেশি দেরি হয় না। হীরকের মতো পুরুষের সঙ্গে সারাজীবন কাটাবার কথা ভাবতেই পারে না সৃঞ্জয়ী।

BanglaBook.org

কিন্তু বাবা কিংবা মাকে সরাসরি সে কথা বলে তাঁদের আঘাত দিতে সে চায় না। ব্যাপারটা ঝুলিয়ে রাখতে হবে। এমনভাবে ঝুলিয়ে রাখতে হবে যাতে হীরক নিজেই একদিন না একদিন তার ব্যাপারে নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে। হীরকের মতো এন.আর.আই.-কে অনেক বাঙালি মেয়ে পায়ে ধরে বিয়ে করার জন্যে সাধাসধি করবে।

—কীরে ঝুম্পা যাবি তো শিবেনবাবুদের বাড়ি?—রুমা জিগ্যেস করেন।

—হ্যাঁ যাব ইনভিটেশন অ্যাকসেপ্ট না করলে ভালো দেখাবে না।

—বেশ। ভেরি গুড। অবনীমোহন যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন।

পরের দিন সন্ধের সময় তিনজনেই গিয়ে হাজির শিবেনবাবুর বাড়ি। শিবেনবাবু এবং আরতি দুজনেই দৃশ্যত বেশ আনন্দিত। শিবেনবাবুদের বাড়ি ঢুকলেই বোঝা যায় প্রাচুর্য উপচে পড়ছে। সুন্দর, সাজানো দোতলা বাড়ি। বেশ বড় পারলার। আধুনিক কায়দার সোফা সেট, ডিভান, বেতের চেয়ার, বসার অনেক জায়গা। ওরা সবাই দোতলায় বসলেন। স্ন্যাকস এল। কফি এল। গল্পগুজব চলতে লাগল। শিবেনবাবু সৃঞ্জয়ীর দিকে তাকিয়ে বললেন—তোমার মা ট্রান্সফার-অর্ডার হয়েছে শুনলাম। প্রমোশান হয়েছে ভালোই হয়েছে। কিন্তু প্লেস অব পোস্টিং আবার তো অনেক দূর হয়ে গেল।

সৃঞ্জয়ী আর কী বলবে, একটু হাসল।

—'গভমেন্টের কোনও পলিসি নেই? —শিবেনবাবু বললেন, —একজন অফিসার পাঁচ বছরেরও বেশি সময় কলকাতা থেকে কত দূরে নিজের বাবা-মাকে ছেড়ে চাকরি করল। তারপর তাকে একটু কাছাকাছি পোস্টিং করা গেল না? ইটস রিয়েলি ইনজাস্টিস...। আরতি বললেন—ঝুম্পামাকে আর কতদিন গ্রামে-গঞ্জে চাকরি করতে হবে? আর কয়েক মাস বাদেই তো ওকে লস অ্যাঞ্জেলস উড়ে যেতে হবে। তখন এসব ছোটখাটো চাকরির কথা মনেই

BanglaBook.org

থাকবে না।

'ছোটখাটো চাকরি' কথাটা সৃঞ্জয়ীর কানে খট্ করে লাগল। এবং তার স্বভাব অনুযায়ী সে প্রতিবাদ করার জন্যে মুখিয়ে উঠল। এখন তার সামনে কারা আছে সেটা সে আদৌ বিবেচনা করবে না।

সৃঞ্জয়ী বলল—আমার চাকরিটা ছোট চাকরি এটা আমি মনে করি না। ওটা রাজ্য সরকারের চাকরির মধ্যে এক নম্বর চাকরি। আর তা ছাড়া আপনি বোধহয় জানেন না ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে আমাদের হাতে অনেক ক্ষমতা। আমরা ইচ্ছে করলে বেয়াদব লোকজনকে রাস্তাঘাটে পুলিশের সাহায্য নিয়ে অ্যারেস্টও করাতে পারি।

—সে তো বটেই। সে তো বটেই।—শিবেনবাবু পরিস্থিতি সামাল দিতে চাইলেন। নিজের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—তুমি ওঠো আরতি কিচেন থেকে আরও কিছু গরম সিঙাড়া নিয়ে এসো। এগুলো খুব টেসটফুল হয়েছে। দেখছ না কীরকম উড়ে যাচ্ছে। কী বলেন অবনীবাবু হাঃ হাঃ হাঃ...।

রুমা প্রশ্ন করলেন—হীরক আবার কবে কলকাতায় ফিরছে?

—সেটা ওরা নিজেরাই ঠিক করবে।—শিবেনবাবু বললেন, সৃঞ্জয়ীর দিকে তাকালেন।

—মানে?—সৃঞ্জয়ী একটু অবাকই হল;—হীরকবাবু কবে কলকাতায় আসবেন সেটা তো তাঁর ডিসিশান। হাউ আই অ্যাম রিলেটেড টু দ্যাট?

—হীরক বলেছে সে কলকাতায় এলে একেবারে সৃঞ্জয়ীকে

BanglaBook.org

বিয়ে করে লস অ্যাঞ্জেলস ফিরে যাবে।—কথাটা শিবেনবাবু বললেন অবনীমোহনের দিকে তাকিয়ে।—অতএব ওরাই কথাবার্তা বলে ঠিক করে নিক কবে কী হবে। আরতি একটা ক্যাসারোল ভরতি গরম সিঙাড়া নিয়ে এসে প্লেটে ঢেলে দিলেন। এগুলি দোকান থেকে কেনা নয়। বাড়িতে তৈরি। অবশ্য আরতি একা এসব তৈরি করেননি। তাঁকে রান্না করতে হয় না। একজন দক্ষ মহিলা-কুক আছে এ-বাড়িতে বহুদিন।

আরতি ঘড়ির দিকে তাকালেন। বললেন—আটটা বাজতে পাঁচ মিনিট। ঠিক আটটার সময় খোকা কিন্তু ফোন করবে। শিবেনবাবু বললেন—হ্যাঁ, ভালো কথা মনে পড়েছে। সৃঞ্জয়ী তুমি মা ভেতরের ঘরে চলে যাও। ওখানে ফোন আছে। খোকা ওই ফোনেই কল করবে। আমরা আজ আর কথা বলব না। কারণ ও প্রায় প্রতি রাতেই একবার করে আমাদের সঙ্গে কথা বলে নেয়। আজ ও তোমার সঙ্গেই কথা বলতে চায়। তাই তোমরা দুজনে একটু কথা বলে নাও। আরতি বললেন—এসো মা আমি তোমাকে ও ঘরে নিয়ে যাচ্ছি। অবনীমোহন প্লেট থেকে একটা সিঙাড়া তুলে নিয়ে ছোট্ট কামড় দিয়ে বললেন—যা মা যা। কথাবার্তা বলে তোদের মধ্যে বোঝাপড়া যত ভালো হয় ততই বেটার। রুমা ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন। পারলার পেরিয়ে আর একটা ঘর পেরিয়ে তারপর আর একটা ঘর। সেই ঘরে দেয়াল ঘেঁষে একটা সিঙ্গল খাট। মাঝখানে সোফা-সেট। তার পাশে চৌকো সেন্টার টেবিলে ফোন। আরতি বললেন—ওই সোফাতে বোসো মা। আটটা বাজলেই খোকা ফোন করবে। আমরা বাইরে গল্প করছি। সৃঞ্জয়ী বসল সোফাতে।

BanglaBook.org

তার বুক ধুকপুক করছিল। যদি হীরক সরাসরি জানতে চায় বিয়ের তারিখ তাহলে সে কী বলবে? কীভাবে এড়িয়ে যাবে সরাসরি উত্তরটা। কিছুটা অভিনয় তো করতেই হবে। পারবে তো? ঘড়ির কাঁটা আটটা পেরিয়ে গেছে। এখনও ফোন নীরব। সৃঞ্জয়ী ঘরের চারদিকে তাকাচ্ছিল। এই ঘরে একটা বড় কাচের আলমারি। তাতে অনেক বই। বেশিরভাগই বাংলা ক্লাসিক বই। বিভূতিভূষণ রচনাবলি, তারাশঙ্কর, মানিক, সতীনাথ ভাদুড়ি, শিবরাম চক্রবর্তী। রবীন্দ্ররচনাবলির সব খণ্ড তো আছেই। এর অধিকাংশই সৃঞ্জয়ীর পড়া। বিশেষ করে বিভূতিভূষণ এবং মানিক সে তো এখনও নিয়মিত পড়ে। কিন্তু হীরক কি এসব বই একটাও পড়েছে? কে জানে? ওকে নিয়ে তার চিন্তা করবার দরকার কী। ওকে সে মনে একবিন্দু ঠাঁই দিতে চায় না।

সৃঞ্জয়ীকে চমকে দিয়ে ফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলল সৃঞ্জয়ী।

—হ্যালো?

—হাই আমি হীরক বলছি। হাউ ডু ইউ ডু?

—ভালোই আছি। আপনি?

উত্তরে হীরক কী বলল শুনতে পেল না সৃঞ্জয়ী। ফোনের লাইনে যেন ঝড় হচ্ছে। কিছুই শোনা যাচ্ছে না। একসময় যোগাযোগ কেটে গেল। সৃঞ্জয়ী আর কী করবে? হতভম্ব হয়ে বসে রইল। কিন্তু মিনিট খানেক পরেই অবশ্য আবার ফোন বেজে উঠল। রিসিভার কানে দিয়ে এবার স্পষ্ট গলা পাচ্ছে হীরকের। যেন পাশের ঘর থেকে কথা বলছে।

BanglaBook.org

—ক্যান ইউ হিয়ার মি ডিসটিংকটলি?

—ইয়েস আই ক্যান।

—ও.কে.। তারপর? খবর কী? কেমন আছেন?

—ভালো।

—চাকরি?

—আমার একটা ট্র্যান্সফার হয়েছে।

—ইজ ইট এ্যা প্রোমোশান?

—ইউ ক্যান সে মোর অর লেস।

—দ্যাটস গুড। চেঞ্জ ইজ অলওয়েজ ওয়েলকাম।

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। রিসিভারে সৃঞ্জয়ীর কান প্রখর।

—হ্যালো...হীরক ডাকল।

—হ্যাঁ বলুন। শুনছি।

—আমি এখনই লাঞ্চে বেরিয়ে যাব।

—লাঞ্চ?

—ইয়েস মাডাম। আপনাদের ওখানে রাত আটটা মানে আমাদের এখানে দুপুর বারোটা।

—তাও তো বটে।

—যাই হোক শুনুন...কী ডিসাইড করলেন?

—কী ব্যাপারে?

—রিগার্ডিং আওয়ার ম্যারেজ।...কবে ডেট হবে? সেই অনুযায়ী আমি কলকাতায় যাব।

—এখনও কিছু ঠিক করিনি।

—হোয়াট ডু ইউ মিন? ডিসেম্বরের মধ্যেই তো আমাদের

BanglaBook.org

সেটল করে ফেলতে হবে।

—এখনও সেরকম কিছু ভাবিনি।

—দেখুন মিস সেন আপনাকে তো একটা ডিসিশানে আসতে হবে? এভাবে ব্যাপারটা ঝুলিয়ে রাখার কোনও মানে হয় না।

—আমি আগামীকাল নতুন জায়গায় জয়েন করতে যাচ্ছি। সে ব্যাপারে একটু ওরিজ-এর মধ্যে আছি। এত তাড়াতাড়ি ডিসিশান নেওয়া যাবে না।

—বাট আই অ্যাম ইন এ্যা হারি।

—হতে পারে।...বাট আই অ্যাম নট।

—প্লিজ...প্লিজ টেক ইওর ডিসিশান অ্যান্ড লেট মি নো, আদারওয়াইজ...

—আদারওয়াইজ?

—নাহ কিছু না। আচ্ছা আপনার মোবাইল নাম্বারটা দেবেন?

—আমি মোবাইল রাখি না।—এটা মিথ্যে বলল সৃঞ্জয়ী।

—হাউ স্ট্রেঞ্জ! আপনি মোবাইল রাখেন না? আই ক্যানট বিলিভ ইট।

আবার কয়েক মুহূর্তের নীরবতা।

তারপর হীরক বলল—আই প্রেড ইউ ফর এ্যা ডেট। বিয়ের পর আমাদের থাকার জন্যে একটা নতুন বাড়ি কিনব সব ঠিক করে ফেলেছি। তারপর হানিমুনে যাব রোমে—আহ রোম? দ্য গ্রেট সিটি অব মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, ফেলিনি, সোফিয়া লোরেন? আপনি ডিসিশান নিন, তাড়াতাড়ি ডিসিশান নিন, ওকে? আমি আবার ফোন করব। যোগাযোগ কেটে গেল।

BanglaBook.org

ঘর থেকে সৃঞ্জয়ী পারলারে আসতেই শিবেনবাবু জিগ্যেস করলেন—কী মা কথা হল তো? সৃঞ্জয়ী অস্ফুটে বলল—হুঁ। সবাই তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

॥ ৩ ॥

রাতের হাইওয়ে দিয়ে দুরন্ত গতিতে বাস ছুটে চলেছে। বাসের মধ্যে একটাই মাত্র স্বল্প পাওয়ারের আলো জ্বলছে। তাতে কেমন আলো-আঁধারি ভাব। যাত্রীরা প্রায় সবাই ঘুমোচ্ছে। সম্মিলিত নিশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার শব্দ। কারও-কারও বিকট নাক ডাকার শব্দ। অতীতের কথা ভাবতে-ভাবতে সৃঞ্জয়ীরও কখন যেন তন্দ্রামতো এসে গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ সে চমকে উঠল। বসল সোজা হয়ে। মনে হল তার কোমরের কাছে যেন একটা বিছে কিংবা ওই ধরনের কোনও পতঙ্গ কিলবিল করছে। মুহূর্তে তন্দ্রাচ্ছন্নতা কেটে গেল তার। সৃঞ্জয়ী বুঝতে পারল যে, কোনও পতঙ্গ নয়, পাশের পুরুষ যাত্রীটির হাতের আঙুলগুলোই নৃশংসভাবে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে তার কোমরের কাছে। চাদরের ফাঁক দিয়ে তলপেটের দিকে উঠে আসতে চাইছে। তলপেট পেরিয়ে বুক-এর কাছে। আর তখনই শরীর ঘুলিয়ে উঠল সৃঞ্জয়ীর। সে বাঁ-হাত দিয়ে এক ঝটকায় লোকটার হাত সরিয়ে দিল; তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করে উঠল—কী হচ্ছে কী? অসভ্যতা?...আশ্চর্য, লোকটা ঘুমের ভান করে চোখ বুজিয়ে আছে। যদিও নিজের হাতটা সৃঞ্জয়ীর শরীর থেকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিয়েছে। শুধু চোখ বুজিয়েই

BanglaBook.org

নেই, মাথাটা বুকের দিকে নীচু করে আছে; বসে-বসে কোনও মানুষ ঘুমোলে যেমন ভঙ্গি হয় ঠিক সেরকম।

—এই যে শুনছেন? অসভ্যতা করে ঘুমের ভান করে পার পেয়ে যাবেন ভাবছেন? আবার তীক্ষ্ণ স্বরে বলল সৃঞ্জয়ী। ইতিমধ্যে অন্যান্য যাত্রীরা অনেকেই জেগে উঠেছে। তারা ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছে। কনডাক্টর ইতিমধ্যে গাড়ির অন্য আলোগুলো জ্বেলে দিয়েছে। এগিয়ে এসে সৃঞ্জয়ীকে জিগ্যেস করল—কিছু অসুবিধে হয়েছে ম্যাডাম?

—এই প্যাসেঞ্জারটি ভীষণ অসভ্য। আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছিল। এবার যাত্রীটিকে ফুঁসে উঠতে দেখা গেল। সে বেশ রেগেমেগে বলল—আপনি কী আজেবাজে ব্লেম দিচ্ছেন। আমি কী খারাপ ব্যবহার করেছি আপনার সঙ্গে?

—কী করেছেন আপনি সেটা ভালোই জানেন। আবার জিগ্যেস করছেন? আপনার লজ্জা করে না? আর ইউ এ্যা সিভিলাইজড ম্যান?

—আর ইউ এ্যা সিভিলাইজড ওম্যান? আপনি ফর নাথিং আমাকে ব্লেম দিচ্ছেন? সৃঞ্জয়ী আশা করেছিল যাত্রীদের মধ্যে কেউ-কেউ তার সমর্থনে কথা বলতে এগিয়ে আসবে। কিন্তু কেউ কোনও কথা বলছে না। কনডাক্টারটি নিরীহ চেহারার। রনংদেহি দুজনের মাঝখানে পড়ে কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। তবুও আস্তে বলার চেষ্টা করল—যাকগে ছেড়ে দিন। যা হওয়ার হয়ে গেছে। একটু ভুল বোঝাবুঝি। এত কথা চালাচালির মধ্যেও বাস কিন্তু চলমান। চালক বাস থামানোর দরকার মনে করেনি। এরকমও হতে

BanglaBook.org

পারে যে, ইঞ্জিনের শব্দে এইসব ঝগড়াঝাঁটির খবর তার কানে পৌঁছয়নি। কনডাক্টরের কথায় সৃঞ্জয়ীর পাশের যাত্রীটি আশ্বস্ত হয়ে জুলজুল করে তার দিকে তাকাচ্ছিল। কিন্তু সৃঞ্জয়ী অত সহজে ছাড়বার পাত্রী নয়। তার ব্রহ্মতালুতে রক্ত উঠে গেছে। সে এখন কারওকে পরোয়া করে না। সে অসভ্য লোকটাকে উচিত শাস্তি দিতে চায়। এরকম মুহূর্তে এক অদ্ভুত রাগ হয় সৃঞ্জয়ীর। রাগে সে জ্বলতে থাকে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তার মনে থাকে না যে, হাজার হোক সে একজন মেয়ে। তার অনেক শারীরিক সীমাবদ্ধতা আছে। রাগের আগুন যতক্ষণ না নেভে সৃঞ্জয়ী ছটফট করে, সবকিছু রাগের আগুনে পুড়িয়ে দিতে চায়।

এখানেও তাই হল। সৃঞ্জয়ীর মাথায় এখন রাগ উঠে গেছে। বিশেষত নারীত্বের অপমান সে একেবারেই সহ্য করতে পারে না। এই লোকটা চলন্ত বাসে পাশাপাশি বসার সুযোগ নিয়ে তার নারীত্বকে অপমান করতে চেয়েছে। ওকে সে সহজে ছাড়বে না। নিজের শার্টের বুক-পকেট থেকে সে নিজের লাল আইডেনটিটি কার্ড বের করে নিল। তারপর চালকের কাছে গিয়ে বলল—আপনি বাসটাকে একটা পুলিশ স্টেশনের কাছে নিয়ে চলুন। শুনতে পাচ্ছেন? আমি একজন ম্যাজিস্ট্রেট বলছি? চালক একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল সৃঞ্জয়ীকে। কিন্তু তেমন পাত্তা দিল না। বাসের গতি একটু কমাল বটে, কিন্তু থামাল না। কনডাক্টর এসে বলল—ম্যাডাম একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না। অন্যান্য যাত্রীদের মধ্যেও গুঞ্জন উঠল। কেউ-কেউ চেঁচিয়ে বলল—যাদের মধ্যে গণ্ডগোল হচ্ছে তাদের নামিয়ে দিন। বাস কেন পুলিশ স্টেশনে যাবে?

BanglaBook.org

আমাদের প্রত্যেকের তাড়া আছে। এটা কি তামাশা চলছে নাকি? কিন্তু এতে দমবার পাত্রী নয় সৃঞ্জয়ী। সে নিজের পরিচয়-পত্রটা উঁচু করে ধরে বক্তৃতা দেওয়ার ঢং-এ চেঁচিয়ে বলতে লাগল—লেডিস অ্যান্ড জেনটেলমেন, শুনুন এই লোকটি আমার পাশের সিটে বসে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে আমার শ্লীলতাহানি করতে চেয়েছে। আমি অনেকক্ষণ ধরে তার প্রতিবাদ করছি কিন্তু আপনাদের মধ্যে একজনও আমার সাপোর্টে এগিয়ে আসেননি। কিন্তু এই লোকটিকে সহজে ছাড়া যাবে না। এরাই সুযোগ পেলে অসহায় মেয়েদের অপমান করে, অত্যাচার করে, পণ না পেলে বউ পেটায় আর মেয়েদের ব্যাপারে এরা যৌনতা ছাড়া কিছু ভাবতে পারে না। আপনাদের সকলকে জানাই আমি একজন ম্যাজিস্ট্রেট। এই বাস কাল সকালে যেখানে পৌঁছবে সেই মহকুমায় আমি জয়েন করতে যাচ্ছি। আমি চাই বাসটিকে কাছাকাছি কোনও পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যেতে এবং এই অসভ্য লোকটিকে পুলিশে হ্যান্ডওভার করতে। আমার কথামতো যদি ড্রাইভার এবং কনডাক্টর এখনই বাস একটা থানায় নিয়ে না যায়, তাহলে আগামী সকালে ওদের দুজনের অ্যারেস্টের ব্যবস্থা করব। এমনই তেজের সঙ্গে সৃঞ্জয়ী কথাগুলো বলছিল যে, অন্য যাত্রীরা কোনও কথার প্রতিবাদ করতে সাহসই করল না। সবাই কীরকম চুপসে গেছে। আর সৃঞ্জয়ীর পাশের যাত্রীটি এবার রীতিমতো ভয় পেয়ে গেছে। সে মুখ নীচু করে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে।

সৃঞ্জয়ীর এরকম হুমকিতে অবশ্য কাজ হল। চালক একই রাস্তায়, একই রুটে দিনের পর দিন বাস চালাচ্ছে। সে জানে থানার অবস্থান। অল্প সময়ের মধ্যেই সে একটা থানার সামনে বাসটাকে

BanglaBook.org

দাঁড় করাল। সৃঞ্জয়ী আদেশের ভঙ্গিতে কনডাক্টরকে বলল—আপনি যান তো! থানা থেকে কোনও অফিসারকে ডেকে আনুন। বলুন আমি ডাকছি। এই লোকটিকে চোখে-চোখে রাখতে হবে। না হলে পালিয়ে যেতে পারে।

কনডাক্টর যেন সত্যিই সৃঞ্জয়ীর আজ্ঞাবহ দাস। সে চটপট নেমে থানায় ঢুকে গেল। খানিক বাদেই একজন ইউনিফর্মড অফিসার বাসে উঠে এল। সৃঞ্জয়ীকে জিগ্যেস করল—কী হয়েছে ম্যাডাম? সৃঞ্জয়ী নিজের পরিচয়পত্রটি দেখিয়ে বলল—আমি একজন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট।

—হ্যাঁ বুঝেছি । নমস্কার। বলুন আপনাকে কীভাবে হেল্প করতে পারি?

—এই লোকটিকে অ্যারেস্ট করতে হবে। কলকাতা থেকে এই বাসে ও আমার পাশে বসে আসছে। আমি একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সেই সুযোগে লোকটা বিশ্রীভাবে আমার গায়ে হাত দিচ্ছিল। শ্লীলতাহানি ছাড়া একে আর কিছুই বলা যায় না। লোকটা এতক্ষণ বাদে ক্ষীণ প্রতিবাদ করতে গেল—না না উনি ঠিক বলছেন না। আমিও ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আমার হাতটা বাই চান্স একবার ওঁর গায়ে পড়ে যায়। তাই নিয়ে উনি এত বাড়াবাড়ি করছেন...সৃঞ্জয়ী বলল—দিস ম্যান ইজ ড্রাংক। আপনারা ওর ডাক্তারি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। অফিসার লোকটিকে বলল—চলুন আপনাকে থানায় যেতে হবে। তারপর সৃঞ্জয়ীর দিকে তাকিয়ে বলল—আপনাকেও তো একটু আসতে হবে ম্যাডাম। একটা এফ.আই.আর. তো করতে হবে...

BanglaBook.org

—নিশ্চয়ই আমি এফ.আই.আর করব। চলুন...।

লোকটার একটা হাত ধরে অফিসার যখন নামিয়ে নিচ্ছিল তখন সে প্রায় কেঁদে ফেলেছে। ভাঙা গলায় বলল—দেখুন আমার ওপর ইনজাসটিস হচ্ছে। আই অ্যাম এ্যা রেসপেকটেবল বিজনেসম্যান।

—ওসব কোর্টে বলবেন। অসভ্যতা করেন কেন? এত বয়স হয়েছে এখনও নিজেকে সংযত করতে পারেন না? বলিহারি যাই আপনাদের!

সৃঞ্জয়ী এফ.আই.আর করে তার রিসিপট্ নিল। তারপর নিজের মোবাইল নম্বর অফিসারকে দিয়ে বলল—দরকার হলে আমাকে ফোন করবেন। আমি কোর্টে সাক্ষি দিতে আসব।

—ও.কে. মাডাম।

—বড়বাবু এখন ডিউটিতে নেই?

—বড়বাবু এখন ছুটিতে আছেন। আমি সেকেন্ড অফিসার। আমিই থানার চার্জে।

—ওহ্ আচ্ছা। আপনি যে কো-অপারেট করলেন তার জন্যে ধন্যবাদ। আচ্ছা চলি। লোকটিকে তো লক আপে রাখবেন?

—নিশ্চয়ই। কাল কোর্টে প্রেডিউস করব।

সৃঞ্জয়ী উঠে দাঁড়াল। অফিসার তাকে স্যালুট জানাল। সৃঞ্জয়ী বাসে উঠে এল। সে অনুভব করছে এখন বাসের প্রায় সব যাত্রী তাকে সম্ভ্রমের চোখে দেখছে। কনডাক্টরও উঠে এসেছে। চালক স্টার্ট দিল। শুধু একজন যাত্রী ছাড়া সবাইকে নিয়ে বাস চলতে লাগল।

এখন অনেক রাত। সৃঞ্জয়ী ঘড়ি দেখল। তিনটে বেজে গেছে। হিসেবমতো বাসটির গন্তব্যে পৌঁছনোর কথা ভোর সাড়ে ছটায়।

BanglaBook.org

বোধহয় পারবে না। কারণ থানা-পুলিশ করতেই তো কিছুটা দেরি হয়ে গেল। আচ্ছা এটা কি বাড়াবাড়ি হয়ে গেল? লোকটাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া? নাহ্ বাড়াবাড়ি হবে কেন? লোকটাকে যদি সুযোগ দিত সৃঞ্জয়ী তাহলে অনেকরকম অসভ্যতাই সে করতে পারত। শরীরের ব্যাপারে ভীষণ এক ছুঁতমার্গ আছে সৃঞ্জয়ীর। ভালোবাসা ছাড়া কাউকে সে শরীর দেওয়ার কথা ভাবতেই পারে না। যদি কোনও পুরুষ জোর করে তার শরীরের দিকে হাত বাড়ায় তাকে সে শুধু ঘৃণা করতে পারে, প্রবল ঘৃণা। যে কারণে হীরকের মতো সুপাত্রকেও সে মনে-মনে ঘৃণা করে। প্রথম দিনই, ভালোভাবে পরিচিত হওয়ার আগেই হীরক তার শরীরের দিকে ঝুঁকেছিল। কিন্তু ২৫ বছর বয়স হয়ে গেল এখনও তো ভালোবাসাও এল না তার জীবনে। কবে আসবে? মনটা হুহু করে উঠল সৃঞ্জয়ীর।

॥ ৪ ॥

BanglaBook.org

ঠিকই ভেবেছিল সৃঞ্জয়ী। বাস একটু দেরিতেই পৌঁছল। নির্ধারিত সময়ের অন্তত দেড় ঘণ্টা পরে। তাতে অবশ্য ভালোই হল। কারণ এখন ঘড়িতে সাড়ে সাতটা বাজে। বাস যদি ভোর ছটার সময় এখানে এসে পৌঁছত তখন দোকান-টোকান এত খোলা পেত না। মফস্সলের বাস-স্ট্যান্ড যেমন হয়। সবসময়েই সেখানে একটা ভিড়ের জটলা থাকে, দু-একটা বাস দাঁড়িয়ে থাকে আর তাদের ঘিরে যাত্রীদের যত প্রশ্ন আর কৌতূহল চলতে থাকে। আচমকা বাতাস উঠলে ধুলো ওড়ে,

বেওয়ারিশ কুকুর ছুটোছুটি করতে থাকে, তার মধ্যেই গুমটির দোকানে কাঠের গনগনে আঁচে বিশাল কড়াইয়ে তেলেভাজা কিংবা কচুরি ভাজা চলতে থাকে। লোভনীয় গন্ধে চারপাশ ম-ম করতে থাকে। বড়-বড় মাছি ওড়ে। মিষ্টির দোকানের কাচের শো-কেশে রাখা মিষ্টির ওপর মাছিরা বসে-বসে যথেচ্ছ স্বাদ নেয়। তার মধ্যেই দোকানের বেঞ্চে বসে দূর থেকে আসা ক্লান্ত যাত্রী কলাইয়ের থালায় প্রচুর মুড়ি নিয়ে জল নিয়ে ভিজিয়ে আলুর-চপ দিয়ে মেখে খেতে থাকে। চারপাশে তাকিয়ে হাতে সুটকেস এবং কাঁধে বড়সড় ব্যাগ নিয়ে সৃঞ্জয়ী সেরকম একটি সর্বজনীন বাসস্ট্যান্ডের চেহারা দেখতে পেল।

এতক্ষণ যে চিন্তাটা তার মাথায় আসেনি, একবারও ভাবেনি যে কথাটা নিয়ে সেটাই ভাবতে লাগল। এত ভোরে সে কোথায় যাবে? এখন তো অফিস খোলেনি। কিন্তু সে জানে যে, মহকুমা শাসকের বাংলো অফিসের প্রায় লাগোয়াই হয়। সুতরাং অফিসে না গিয়ে এখন সরাসরি বাংলোতেই যাওয়া যায়। কিন্তু সেটা কি ভালো দেখাবে? তার থেকে কোনও লজ-এ উঠে একটু ফ্রেশ হয়ে তারপর দশটা বাজলে অফিসে যাওয়াই তো ভালো? এরকম চিন্তা করতে-করতে সে যখন বাসস্ট্যান্ডের একধারে দাঁড়িয়েছিল একজন রিকশাচালক তার রিকশা নিয়ে এসে হাজির।

—কোথায় যাবেন ম্যাডাম?—মফস্সলের লোকেরাও আজকাল ভদ্রলোক দেখলে 'স্যার' আর ভদ্রমহিলা দেখলে 'ম্যাডাম' বলায় বেশ অভ্যস্ত।

—কোথায় যাব?—প্রশ্ন করে সৃঞ্জয়ীর নিজেকে বোকা-বোকা লাগল। রিকশাচালক তাকিয়ে আছে।

BanglaBook.org

—এখান থেকে এস.ডি.ও. বাংলো কতদূর?

—বেশিদূর নয়। পাঁচ টাকা ভাড়া।

সৃঞ্জয়ী রিকশায় উঠে বলল—সেখানেই চলুন। বাস-স্ট্যান্ড পার হয়েই পিচের পাকা রাস্তা। মনে হল রাস্তাটা সম্প্রতি সারানো হয়েছে। বেশ চকচকে, মসৃণ। দুপাশে গাছপালা, সুছাঁদ বাড়ি-ঘর। পশ্চিমবাংলার অজস্র মফস্সল শহরের মতো একটা আপাতদৃষ্টিতে শান্ত শহর। কিন্তু শুধু শহর দেখলে কিছু বোঝা যাবে না। এই মহকুমার আসল চরিত্র তার গ্রামগুলোতে। এখানে মোট ১০টি পঞ্চায়েত সমিতি অর্থাৎ ১০টি ব্লক। তার মানে বেশ বড় মহকুমা। আকাশে মেঘ নেই। সূর্য উঠেছে। এখনই বেশ কড়া লাগছে রোদ। সৃঞ্জয়ী চোখে রোদ-চশমা পরে নিল। ফলে তাকে খুবই আকর্ষণীয়া লাগছে সে বুঝতে পারছে। কারণ পথচারীরা প্রায় প্রত্যেকেই তার দিকে তাকাচ্ছে। এরকম এক সুদূর মফস্সলের রাস্তায় ঝরঝরে সকালে যদি বয়কাট চুল, প্যান্ট-শার্ট পরনে, চোখে রোদচশমা একজন সুন্দরীকে দেখা যায় তাহলে পথচারীদের চোখে ভালো-লাগার রেশ লাগবেই। তারা তার দিকে তাকিয়ে থাকবেই। সামনের রাস্তাটা হঠাৎ উঁচু হয়ে গেছে। পাহাড়ি এলাকার মতো। অতটা খাড়াই রিকশাচালক বসে চালাতে পারবে না। তাই সে নেমে পড়ল। হাঁটতে-হাঁটতে রিকশা টানতে লাগল চড়াইয়ে। তার কপাল এবং ঘাড়ে ঘামের বিন্দু। সৃঞ্জয়ীর অস্বস্তি হচ্ছিল। এসব চড়াই-উড়াই আছে। সে তুলনায় চালক ভাড়া অনেক কম বলেছে বলে তার মনে হল। চড়াইয়ের শীর্ষে উঠে রিকশা যখন আবার গড়িয়ে নামছে, তখনই তার মুখে ঝাপট মারল এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়া। এবং সে অবাক

BanglaBook.org

হয়ে দেখল দু-ধারে অনেক দূর প্রসারিত একটা নদী। সেই নদীর ওপর লোহার ব্রিজ। সেই লোহার ব্রিজের ওপর দিয়ে এখন রিকশা চলেছে। কিন্তু নদীটিকে দেখে হতাশ হল সৃঞ্জয়ী। কোথায় নদীর জল, কোথায় নদীর ঢেউ, কোথায় তার কিশোরী-সুলভ উচ্ছলতা? যতদূর চোখ যায় নদীর বুক পানা এবং আবর্জনায় বোঝাই। তাহলে কি এটা মরা নদী? কে জানে? খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে।

ব্রিজ পেরিয়ে থানা, পোস্ট-অফিস, টাউন হল; তারপর আরও কিছুটা গিয়ে বড় রাস্তা থেকে একটু ভেতরে ঢুকে মহকুমা শাসকের অফিস। তার বিপরীত দিকেই বাংলো। সেই চেনা প্যাটার্ন, চেনা ধাঁচ। সামনে কাঠের গেট, বিশাল এরিয়া কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা, ফুলের বাগান, তারপর হলুদ রং বাংলো, দূর থেকে দেখে মনে হয় জলের ওপর একটা সাবমেরিন। গেটের সামনে এসে রিকশা থামল, সৃঞ্জয়ী নামল, পার্স বের করে দশ টাকা বাড়িয়ে দিল চালককে। পাঁচ টাকা ফেরত দেওয়ার জন্যে নিজের টাকা-পয়সার পুঁটলি বের করেছিল চালক, সৃঞ্জয়ী বলল—থাক, আপনি দশটাকাই রাখুন। কৃতজ্ঞতায় আবিল চালকের চোখ। সে নমস্কার করল। তারপর রিকশা ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল। গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে বাগানের দিকে তাকাল সৃঞ্জয়ী। দু-একজন হোম-গার্ড থাকার কথা। কিন্তু কাউকেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। নাহ, একজন আছে। ওই তো! ফুলগাছের পরিচর্যা করছিল বোধহয়। খাঁকি হাফ-প্যান্ট, স্যান্ডো গেঞ্জি। কালো, রোগা, লম্বা, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। সৃঞ্জয়ীর চেহারা দেখে সে একটু থমকাল। বিনীতভাবে জিগ্যেস করল—কাউকে খুঁজছেন ম্যাডাম?

BanglaBook.org

—এস.ডি.ও. সাহেবের সঙ্গে দেখা করব।

—সাহেব তো এত সকালে কারও সঙ্গে দেখা করেন না। ন'টা বাজলে উনি অফিসে বসেন।

—ওঁকে বলুন আমার নাম সৃঞ্জয়ী সেন, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।

—ও আচ্ছা। নমস্কার ম্যাডাম। আমি এখনই সাহেবকে বলছি। লোকটি দ্রুত বাড়ির ভেতরে গেল ও ততোধিক দ্রুত বেরিয়ে এল। জানাল—সাহেব আপনাকে বসতে বললেন, উনি এখুনি আসছেন। সৃঞ্জয়ী ড্রয়িং-কাম-অফিস ঘরে বসল। কাঁধের ব্যাগ নামিয়ে রাখল পাশে। হাতের সুটকেসও। চেয়ারে বসে এই প্রথম সে অনুভব করল চোখ-দুটো জ্বালা করছে। রাতে ঘুম প্রায় একেবারেই হয়নি। এখনও দাঁত ব্রাশ করা হয়নি। টয়লেটে যাওয়া হয়নি।

বাংলোতে ঢোকার সময়েই গ্লো-সাইন বোর্ডে মহকুমা শাসকের নাম দেখে নিয়েছে সৃঞ্জয়ী। দিব্যজ্যোতি ঘোষ। অফিসঘরের দিকে আনমনে তাকাচ্ছিল। সর্বত্র এ-ধরনের অফিস যেমন হয়। চওড়া কাচ-ঢাকা টেবিল, টেলিফোন, ফ্যাক্স-মেশিন, একগাদা ফাইল, আইনের বইপত্র কয়েকটা। তোয়ালে-ঢাকা চেয়ার। ভিজিটরদের বসার জন্যে গোটা দশেক গদি-আঁটা চেয়ার। যার একটিতে সৃঞ্জয়ী বসে আছে। দেয়ালে ক্যালেন্ডার। নেতাজি সুভাষচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ছবি। এই গতানুগতিক দৃশ্যাবলির মধ্যে নতুনত্ব একটাই চোখে পড়ল সৃঞ্জয়ীর। একটা ফ্লাওয়ার ভাস। তাতে সকালের তাজা ফুল। অনেক র-এর ফুল। যেন সেই সতেজ ফুলের গন্ধ নাকে আসছিল সৃঞ্জয়ীর।

—গুড মর্নিং।—সৃঞ্জয়ী ফিরে তাকাল। লম্বা, ছিপছিপে চেহারার একজন মানুষ, মাথায় ঘন চুল, তীক্ষ্ণ নাক, উজ্জ্বল চোখ,

BanglaBook.org

চোখে চশমা, পরনে সাদা পাঞ্জাবি আর পাজামা।

—স্যার!—সৃঞ্জয়ী উঠে দাঁড়াল। হাতজোড় করে নমস্কার করল।—আমি আজ জয়েন করতে এসেছি।

—হ্যাঁ বুঝেছি। আপনার অর্ডারের কপি তো আমার অফিসে অনেকদিন হল এসেছে। আপনার বোধহয় জয়েন করতে একটু দেরি হল?

—হ্যাঁ স্যার। আমি চার্জ দেওয়ার পর সাতদিন ছুটি নিয়েছি।

—তা বেশ করেছেন।...তো আজ জয়েন করে যান।...দাঁড়ান তার আগে একটু চা খান।

—স্যার আমি কলকাতা থেকে ডিরেক্ট বাসে আসছি। এখনও চেঞ্জ করিনি। এখন চা...

—বুঝেছি আপনি টায়ার্ড। ভেরি ন্যাচারাল। কিন্তু মর্নিংটি আপনার ক্ষতি করবে না। বরং আপনাকে রিফ্রেশড করবে। আর আপনি এখন সার্কিট হাউসে চলে যাবেন। সেখানে রেস্ট নেবেন। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমার এখানে যখন এসে পড়েছেন আর কোনও ওরিজ থাকা উচিত নয় আপনার।

লোকটাকে বেশ পছন্দ হয়ে যাচ্ছিল সৃঞ্জয়ীর। মহকুমা শাসকদের সাধারণত সে দেখেছে একটু গম্ভীর, যেন নিজের প্রশাসনিক ক্ষমতা বিষয়ে অতি মাত্রায় সচেতন, অধস্তন-অফিসারদের সঙ্গে যখন তাঁরা কথা বলেন তখন গলার স্বরে এক ধরনের গাম্ভীর্য এবং অথরিটি কাজ করে। যেন সহজ সুরে কথা বললে অধস্তনদের কাছে তাঁদের অথরিটি খাটবে না। কিন্তু প্রথম দিনের প্রথম মুহূর্ত থেকেই এই ভদ্রলোককে একেবারে অন্যরকম মনে হচ্ছে।

BanglaBook.org

ইতিমধ্যে পরিষ্কার কাপ-প্লেটে চা এসে গেল। শুধু চা। বিস্কুট নেই। ঠিকই আছে। বিস্কুট এখন মুখে দেওয়া যেত না। দিব্য হাতের ইঙ্গিত করে চা নিতে বললেন সৃঞ্জয়ীকে। কারণ তিনি এখন ফোনে কথা বলছেন। ফোনে কথা বলার ফাঁকে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছেন। সৃঞ্জয়ী চায়ের কাপে চুমুক দিল। আর তার মনে হল সত্যিই এইসময় এরকম এক কাপ গরম চায়ের দরকার ছিল। মাথাটা গুম হয়েছিল। যেন ছেড়ে গেল। ফোনে কথোপকথন কানে আসছিল সৃঞ্জয়ীর।

—হ্যালো, নাজিরবাবু বলছেন?

—শুনুন আজ আমার অফিসে নতুন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট জয়েন করতে এসেছেন। সৃঞ্জয়ী সেন। আপনার সার্কিট হাউস তো ফাঁকা। কোনও গেস্ট নেই নিশ্চয়ই। আপনি ওঁর জন্যে ১নং ঘরটা খুলে দেবেন। সব ব্যবস্থা করে দেবেন। ব্রেকফাস্ট, খাওয়াদাওয়া সব নজর রাখবেন—ও.কে? উনি একটু পরেই যাচ্ছেন। আপনি ইতিমধ্যে সার্কিট হাউসে চলে আসুন। ওঁকে রিসিভ করবেন।

দিব্য রিসিভার রেখে দিলেন। তারপর উজ্জ্বল হাসি হেসে বললেন—তাহলে সব ব্যবস্থা করে দিলাম। আর চিন্তা কী? এবার ফ্রেশ হয়ে অফিস খুললে চলে আসুন। জয়েন করবেন। ওই যে আমার অফিস।—জানলা দিয়ে আঙুল দেখালেন দিব্য। বিপরীত দিকের হলুদ তিনতলা বাড়িটা অফিস। বাড়ি না বলে ওটাকে বিল্ডিং বলাই ভালো।

—স্যার সাব-ডিভিশনেও সার্কিট হাউস আছে? আমি তো জানি জেলাতেই একমাত্র...

BanglaBook.org

—সার্কিট হাউস?...হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—দিব্য হাসতে লাগলেন। এটা আসলে একটা পি.ডব্লিউ.ডি. বাংলো। গোটা তিনেক ঘর আছে। কার্পেট দিয়ে মোড়া। প্রতি ঘরে অ্যাটাচড বাথ। ওয়েল মেইনটেনড। ওই বাংলোটাকেই আসলে এরা সার্কিট হাউস বলে। ওটা পুরোপুরি আমাদের কন্ট্রোলে। একেবারে নদীর ধারে।

—স্যার এখানে নদী আর কোথায়? নদী তো মজে গেছে। পানা আর আবর্জনায় ঢাকা। জল তো দেখাই যায় না।

—বাহ্ আপনার চোখ তো খুব শার্প! আসতে না আসতেই সব লক্ষ করেছেন। ঠিকই বলেছেন নদীটা খুব প্রাচীন। তবে একেবারে মজে গেছে। এবং ওই নদী নিয়ে অনেক সমস্যা আছে। ধীরে-ধীরে বুঝবেন। যাই হোক আপাতত গুড ডে।

—হ্যাঁ স্যার। আসছি।

—দাঁড়ান। আপনি গাড়িতে যাবেন। দিব্য চেঁচিয়ে একজন হোমগার্ডকে ডাকলেন। তাকে বললেন ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে। গেটের কাছে কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা সাদা জিপ এসে দাঁড়াল। সৃঞ্জয়ী তার লাগেজ নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। দিব্য ডাকলেন—মিস...সেন? অ্যাম আই কারেক্ট?—হ্যাঁ স্যার আমি এখনও মিস। —ও.কে. একটা কথা আপনাকে বলি। যে সাব-ডিভিশনে আপনি কাজ করতে এলেন এখানে কিন্তু অনেক সমস্যা।—স্যার আমি সমস্যাকে ভয় পাই না।—ও.কে. দ্যাট ইজ নাইস টু হিয়ার।

সৃঞ্জয়ী গেটের বাইরে এসে জিপে চড়ে বসল। রাস্তাটা বেশ ঘোরালো মনে হল তার। যেতে-যেতে একটা গাছে প্রচুর টিয়া পাখি দেখল সে। বাহ্, এই না হলে মফস্সলে চাকরি করার মজা। প্রকৃতির

BanglaBook.org

বড় নিবিড় সান্নিধ্য পাওয়া যায়। মিনিট দশের মধ্যে সে বাংলোতে পৌঁছে গেল।

॥ ৫ ॥

নাজিরবাবু লোকটা দেখা গেল বিনয়ের অবতার। অন্য জেলায় এবং মহকুমায় দূর থেকে দেখেছে এদের সৃঞ্জয়ী। এবার খুব কাছ থেকে দেখবে। এতবড় মহকুমা অফিসের সমস্ত টাকা-পয়সা এদের হাতেই থাকে। খরচ-খরচাও এদের হাত দিয়েই হয়। ক্ষমতা বেশি থাকে বলেই বোধহয় এদের বকধার্মিক সেজে থাকতে হয়। লোকটা বাংলোর গেটের কাছে দাঁড়িয়েছিল। গাড়ি থেকে সৃঞ্জয়ী নামতেই তাকে ঘাড় বাঁকিয়ে জোড় হাতে নমস্কার জানাল। কালো, রোগা, লম্বা চেহারা। মাথায় পাতলা চুল। চোখে আরশোলা রং-এর চশমা। ধুতি, বুশশার্ট, পায়ে পাম্প-শু। কথাবার্তার ফাঁকে কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকটার নাম জেনে ফেলল সৃঞ্জয়ী। হেরম্ব বিশ্বাস। হাঁকডাক করে দুজন লোককে দিয়ে সৃঞ্জয়ীর মালপত্র ঃ অম্বর ঘরে ঢুকিয়ে দিল। সৃঞ্জয়ী ঘরটাতে ঢুকে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। পায়ের নীচে পুরু কার্পেট। ড্রেসিং টেবিল। ঝকঝকে আয়না। উঁচু সিলিং। বিশাল আয়তন ঘরের। তিনটে খড়খড়ি দেওয়া বড় জানলা। চানঘরটাও ঘুরে দেখল। প্রায় শোওয়ার ঘরের সাইজ। কমোড আছে। শাওয়ার আছে। দরজা ভেজানো ছিল। টোকা পড়ল।

—কে?—সৃঞ্জয়ী দরজা খুলে তাকাল।

BanglaBook.org

—আমি ম্যাডাম।—হেরম্ব বলল; —বলছিলাম যে আপনার ব্রেকফাস্ট...

—শুনুন হেরম্ববাবু আমি এখন চান সারব। তার আগে কিছু খাব না। সবকিছু সারতে তা প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগবে।

—এখন আটটা বাজে।...তার মানে নটা নাগাদ।...কী খাবেন বলুন? কী আনাব?

—আপনাকে আনাতে হবে না। আমি আনিয়ে নেব। এখানে কোনও কেয়ারটেকার নেই?

—হ্যাঁ কেয়ারটেকার আছে। এই যে প্রকাশ। এই শোনরে এদিকে। হেরম্ব হাঁক পাড়তেই প্রকাশ এসে দাঁড়াল। পাজামা-শার্ট। বলিষ্ঠ চেহারা। হাত-জোড় করে নমস্কার করল সৃঞ্জয়ীকে।

—এই প্রকাশ ছাড়াও আরও দুজন ছেলে এখানে কাজ করে। প্রকাশকে আপনি যা বলবেন সব ব্যবস্থা করে দেবে। কিন্তু এটা আপনি কী বললেন মাডাম? আপনি নিজে খাবার আনাবেন? আপনি কেন খরচ করবেন? আপনি এখানে যতদিন থাকবেন আপনার দায়িত্ব সরকারের। সরকারি তহবিল থেকে আপনার খাবার আসবে। সে দায়িত্ব আমার। আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না ম্যাডাম। সাহেব এসব জানতে পারলে খুব রাগারাগি করবেন।

সৃঞ্জয়ী বেশ জোরের সঙ্গে বলল—সাহেবের সঙ্গে আমি ব্যাপারটা বুঝে নেব হেরম্ববাবু। ওটা নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। তবে একটা ব্যাপার শুনে রাখুন। সরকার আমাদের মাইনে দেয়। আলাদা করে আমাদের খাওয়ার পয়সা দেয় না। এখানে আমি এক কাপ চা খেলেও তার পয়সা আমিই দেব। বুঝলেন? এখন

BanglaBook.org

যান দেখি সার্কিট হাউসের ভিজিটর্স বুকটা নিয়ে আসুন। কতদিন এখানে থাকতে হবে জানি না। আপাতত কোয়ার্টার না পেলে তো থাকতেই হবে। আপাতত আমি আমার নামটা এন্ট্রি করে রাখি। যাতে ভাড়ার হিসেব করতে সুবিধে হয়।

হেরম্ব যেন এসব কথা নতুন শুনছে এভাবে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল সৃঞ্জয়ীর মুখের দিকে। সুড়সুড় করে রেকর্ড-বুক নিয়ে এল। তাতে সৃঞ্জয়ী তারিখ দিয়ে নিজের নাম এন্ট্রি করল। সই করল। তারপর হেরম্বকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে যেতে বলল। সে ঘণ্টাখানেক বাদে স্নান সেরে প্রকাশকে ডেকে জলখাবার আনিয়ে নেবে। হেরম্ব গম্ভীর মুখে চলে গেল। যাওয়ার আগে অবশ্য নমস্কার জানাতে ভুলল না।

এবার সৃঞ্জয়ী দরজায় ছিটকিনি তুলে দিল। জানলা তিনটেও বন্ধ করে দিল। তার একটু ফ্রি হতে ইচ্ছে করছে। ঘরের একটা ডিম লাইট জ্বালিয়ে দিল। এবং মাথার ওপর ফ্যান চালিয়ে দিল জোরে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সৃঞ্জয়ী একটার পর একটা বেশবাস খুলতে লাগল। হাত তুলে বগলের গন্ধ শুঁকল। যা যে কোনও পুরুষ কিংবা নারী নির্জনে একা থাকলে, বিশেষত ঘর্মাক্ত থাকলে করে থাকে। কটু গন্ধ এল নাকে। গা ঘুলিয়ে উঠল। প্রায় বারো ঘণ্টা এই শার্টটা তার পরনে। একটা-একটা করে বোতাম খুলে শার্টটা ছুড়ে ফেলে দিল সৃঞ্জয়ী। ওটা কাচতে দিতে হবে। আয়নার ঠিক সামনে সে দাঁড়িয়ে আছে। পুরোনো দিনের ড্রেসিং-টেবিলের এক মানুষ সমান চকচকে আয়না। তাতে সৃঞ্জয়ীর পায়ের পাতা থেকে

BanglaBook.org

মাথার চুল পর্যন্ত দৃশ্যমান। এখন সৃঞ্জয়ীর পরনে ব্রা (সেটাও ঘামে ভিজে এবং বেশ ময়লা দেখাচ্ছে) এবং জিনস্ ট্রাউজার। আয়নার মধ্যে সে যেন নিজেকেই এখন ছুঁতে পারে। পেছন দিকে দুই হাত নিয়ে গিয়ে সে ব্রা-এর ফিতে খুলে ফেলল। ব্রা-টা খসে পড়ল মাটিতে পায়ের কাছে। আয়নার ভেতর নিজের দিকে তাকিয়ে নিজেরই কেমন লজ্জা করতে লাগল। কতদিন নিজের দিকে এভাবে তাকানোই হয় না। নিজের স্তনদুটোর দিকে তাকিয়েছিল সৃঞ্জয়ী। তার স্তনের গড়ন ঠিক তার মনের মতো। একেবারেই উগ্র এবং তীক্ষ্ণ নয়। বরং অধোমুখী। যেন ছোট্ট দুটো নরম বল আঠা দিয়ে সেঁটে দেওয়া হয়েছে তার বুকে। তার স্তনের বিভাজনেরও শুরু অনেক নীচ থেকে। সে মনে-মনে জানে যে এটা ইউরোপীয় গড়ন। পৃথুলাস্তনী মেয়েদের তার একেবারেই পছন্দ নয়। এই মুহূর্তে হঠাৎ তার গত রাতে বাসের সেই অসভ্য লোকটার কথা মনে পড়ল। লোকটার সাহস কী! সৃঞ্জয়ীর অন্যমনস্কতা কিংবা ঘুমঘোর এবং বাসের ভেতরে অল্প আলোর সুযোগ নিয়ে সে সৃঞ্জয়ীর শরীরকে অপমান করতে চেয়েছিল। আচ্ছা, পুলিশ কি সত্যিই লোকটাকে আজ কোর্টে তুলবে? নাকি রাতেই পয়সা-টয়সা নিয়ে ছেড়ে দিয়েছে? পুলিশের কাজ-কারবার তার আর জানতে বাকি নেই। অবশ্য সে ওই থানার অফিসারের ফোন-নাম্বার লিখে নিয়েছিল। ইচ্ছে করলে এখুনি ফোন করে জানতে পারে লোকটাকে নিয়ে ওরা কী করল। তারপরই মনে হল—থাক। এরকম সামান্য ব্যাপারে আর মাথা না ঘামালেই চলবে। ইতিমধ্যেই লোকটা অসভ্যতার জন্যে যথেষ্ট শাস্তি পেয়েছে। বাস থেকে মাঝরাস্তায় নেমে যেতে হয়েছে তাকে। কিছুক্ষণের জন্যে

BanglaBook.org

হলেও হাজতবাসও হয়তো করতে হয়েছে। পয়সাকড়িও হয়তো খরচ করতে হয়েছে কিছু।

খাটের বাজুতে একটা পরিষ্কার, ধবধবে সাদা তোয়ালে। সেটা টেনে নিয়ে সৃঞ্জয়ী স্তনের ভেতরদিকের ঘাম মুছল। ঘাড়ের ঘাম মুছল। এই জায়গাটা বেশ গরম মনে হচ্ছে। মাথার ওপর বোঁ-বোঁ করে ফ্যান ঘুরছে, তবুও বিজবিজে ঘাম জমছে শরীরে। এবার সৃঞ্জয়ী ট্রাউজারের বোতাম খুলল। চাপা ট্রাউজার। খুলতে একটু কষ্টই হয়। সময় লাগে। এবার ক্রিম-রং প্যান্টিটা খুললেই সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। প্যান্টিটা টেনে নামিয়ে মাটিতে ফেলে দিল। সম্পূর্ণ নিরাবরণ সৃঞ্জয়ী নিজেই নিজেকে দেখছে। তার যোনির কুঞ্চিত কেশদাম ত্রিভুজাকৃতি কিংবা একটা ব-দ্বীপের মতো। এই কেশদামের নিয়মিত যত্ন নেয় সৃঞ্জয়ী। কোনও কেশ বিক্ষিপ্তভাবে বেড়ে গেলে তাকে আবার ছোট করে নিতে হয়। অকারণ যৌনতাকে প্রশ্রয় কোনওদিন দেয়নি সৃঞ্জয়ী; কিন্তু নিজের শরীরকে সে প্রাণপণে ভালোবাসে। এখন নিজের শরীরকে সরেজমিন তদন্ত করে তার মনে হল তার বগলের রোমগুলি পরিষ্কার করা দরকার। কারণ আজ সে অফিসে যাবে জয়েন করতে স্লিভলেস ব্লাউজ এবং শাড়ি পরে। আর একই সঙ্গে পায়ের রোমগুলিও পরিষ্কার করবে। ব্যাগে হেয়ার রিমুভার ক্রিম আছে, তুলো আছে। অতএব অসুবিধে নেই। ঘড়ির দিকে তাকাল। সাড়ে আট। এখনও অনেকটা সময়। হাতব্যাগ থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার বের করল সৃঞ্জয়ী। একটা সিগারেট ধরাল। তারপর আয়নার ঠিক বিপরীতে সিঙ্গল সোফাটায় হেলান দিয়ে বসল। সম্পূর্ণ নগ্ন সৃঞ্জয়ী। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। আয়নায়

BanglaBook.org

প্রতিফলন। সৃঞ্জয়ীর মনে হচ্ছিল সে যেন কোনও শিল্পীর মডেল। পোজ দিতে বসেছে। এই ঘরেরই কোনও কোণে শিল্পী ক্যানভাসে নগ্ন ধূমপানরতা সৃঞ্জয়ীকে এঁকে যাচ্ছেন। আয়নায় নিজের শরীরের প্রতিফলন দেখে নিজেই যেন বিস্মিত হয়ে যাচ্ছিল সৃঞ্জয়ী। তার শরীর এত ভালো, এত সুগঠিত, এত অপরূপ? নিজের দিকে অনেককাল ভালোভাবে তাকানো হয়নি। আজ যেন হঠাৎই সে অবসর পেয়েছে নিজের দিকে একটু তাকাবার। সৃঞ্জয়ী কোনও ব্যায়াম করে না। তবে ফিগার ঠিক রাখবার জন্যে সে ডায়েটিং অবশ্যই করে। প্রয়োজনের বেশি খায় না। ভরপেট খায় না কোনওদিন। রেড মিট এড়িয়ে যায়। চিকেন মাঝে-মাঝে। ভাত কম খায়। শাক-সবজি বেশি খায়। আর ফল। এবং ফলের রস।

নিজেকে দেখছিল সৃঞ্জয়ী। দেখে যেন একটু লজ্জা পাচ্ছিল। তার স্তন দুটো খুব বড় নয়। ছোট-ছোট। যেন দুটো চড়াইপাখির বুক। অধোমুখী। একটু বাদামি তার স্তনবৃন্ত। কণ্ঠার দুটি হাড় একটু প্রকাশ্য। গলায় একটা সরু চেন। উরু দুটো বেশ লম্বা। খেলোয়াড় মেয়েদের যেমন হয়। এবং তার শরীরের তুলনায় তার নিতম্বদুটি বেশ ভারী। পেটের কাছটা যেন বালিয়াড়ির মতো মসৃণ। ভুঁড়ি একেবারেই নেই। ছিপছিপে মেদহীন কোমর। একদৃষ্টে নিজের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে সৃঞ্জয়ীর মনে হল, এ কী কুঁড়েমি করছে সে। সিগারেট শেষ হয়ে গেছে। এবার হেয়ার রিমুভার ক্রিম বের করে সে বগলের চুল পরিস্কার করল। দু-পায়ের রোম পরিস্কার করল। তারপর সব ব্যাগের মধ্যে গুছিয়ে চানঘরে ঢুকল স্নান করতে। শাওয়ার খুলে দেখল জল বেশ ভালোই পড়ছে। শাওয়ারের নীচে

BanglaBook.org

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে স্নান করল। তারপর তোয়ালে দিয়ে গা মুছে যেরকম ভেবে রেখেছিল সেরকম একটা আকাশ-নীল সিল্ক-শাড়ি এবং সাদা-রং স্লিভলেস ব্লাউজ পরল। চুল নিয়ে কোনও সমস্যা নেই সৃঞ্জয়ীর। কারণ বয়কাট চুল তোয়ালে দিয়ে ভালো করে মুছে নিলেই শুকিয়ে যায়। সেটা একটু আঁচড়ে নিল। কানের লাল পাথরদুটো খুলে দুটো একই সাইজের নীল পাথর পড়ে নিল। এরকম নানা রং-এর পাথর সৃঞ্জয়ীর সংগ্রহে আছে। শাড়ি, সালোয়ার কামিজ বা টপ-এর সঙ্গে ম্যাচিং করে সে পাথরগুলো ব্যবহার করে। এগুলোকে ঠিক পাথর বলাও ঠিক নয়। এগুলো হল আমেরিকান ঝুটা মুক্তো। সৃঞ্জয়ী প্রসাধন সেরে নিল। তার ডান হাতে শুধু ঘড়ি। বাঁ-হাতে কিছু নেই। কাঁধে চামড়ার ব্যাগ। তাতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র। শেষবারের মতো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে নিল সৃঞ্জয়ী। তারপর ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল বাইরে। কাউকে দেখতে পেল না। কারও সাড়াশব্দ নেই। সার্কিট হাউসে পার্লারে পরপর সোফা। একটি সোফায় বসল সৃঞ্জয়ী। তারপর হাঁক দিল—প্রকাশ প্রকাশ! মুহূর্তে প্রকাশ নামের কেয়ারটেকার কোথায় ছিল, দৌড়ে এল। হাতজোড় করে বলল—ম্যাডাম?

—আমাকে একটু ব্রেকফাস্ট এনে দিতে হবে।

—কী আনব ম্যাডাম?

—টোস্ট পাওয়া যাবে এখানে? আর ওমলেট?

—পাওয়া যাবে।

—নিয়ে এসো। কুড়ি টাকা বের করে দিল সৃঞ্জয়ী।

খাবারের জন্যে সে অপেক্ষা করছিল। এমন সময় তার

BanglaBook.org

মোবাইল বেজে উঠল। ব্যাগ থেকে মোবাইল বের করে সৃঞ্জয়ী দেখল বাবার ফোন।

—হ্যাঁ বাপি বলো?

—ঠিকমতো পৌঁছেছিস মা?

—হ্যাঁ পৌঁছেছি।

—তোর মায়ের সঙ্গে কথা বল।

বেশ কিছুক্ষণ মায়ের সঙ্গে কথা বলল সৃঞ্জয়ী। নানা উদ্বেগময় প্রশ্নের উত্তর দিল। এই জায়গাটার একটা ধারণা দিল। সার্কিট হাউসে ওঠার কথাও বলল। কথা শেষ হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই খাবার এসে গেল। খেতে-খেতে সৃঞ্জয়ী বুঝল বেশ খিদে পেয়েছিল তার। খাওয়ার পর এক কাপ চা। প্রকাশ ছেলেটি বেশ সৎ মনে হল। কুড়ি টাকার সবটা খরচ হয়নি। সে চেঞ্জ ফেরত দিল সৃঞ্জয়ীকে। ইতিমধ্যে বাইরে গাড়ির হর্ন। প্রকাশ জানাল—ম্যাডাম আপনার জন্যে অফিস থেকে গাড়ি পাঠিয়েছে।

সৃঞ্জয়ী ঘড়ি দেখল। বেলা দশটা বেজে পাঁচ মিনিট। মহকুমা শাসক খুব পাংচুয়াল মনে হচ্ছে। সৃঞ্জয়ী উঠে পড়ল গাড়িতে। গাড়ি চলতে লাগল অফিসের দিকে।

BanglaBook.org

॥ ৬ ॥

অফিসে জয়েন করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দিব্যজ্যোতি তাঁর ঘরে একান্তে বৈঠক করলেন সৃঞ্জয়ীর সঙ্গে। এই মহকুমা সম্বন্ধে একটা

ধারণাও দিলেন তাঁকে। এই মহকুমাতে মোট দশটি ব্লক। অর্থাৎ দশটি পঞ্চায়েত সমিতি। দশজন বিডিও। দশজন সভাপতি। প্রায় পঞ্চাশটি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে এই মহকুমা। এলাকা হিসেবে খুব ছোট নয়। বরং বেশ বড়ই। এতবড় মহকুমার কাজকর্ম সামলাতে এস. ডি. ও. ছাড়াও আরও তিনজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের থাকার কথা। কিন্তু সেখানে একজন মাত্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এখানে কাজ করেন। তাঁর নাম বিনায়ক রায়। তিনি বয়স্ক মানুষ। প্রোমোশান পেয়ে অন্য সার্ভিস থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছেন। তিনি বেশি কাজের চাপ নিতে পারেন না। তার ওপর অসুস্থ। তাঁর রক্তে চিনির পরিমাণ খুব বেশি। ফলে তিনি প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়েন। ছুটি নিয়ে বাড়িতে থাকেন। তবুও সেই ভাঙাচোরা মানুষটিকে দিয়েই কোনওরকমে এতকাল চালিয়ে দিচ্ছিলেন। এখন তিনি খুশি যে সৃঞ্জয়ী এখানে জয়েন করেছে। দিব্য-র কথাবার্তা থেকেই সৃঞ্জয়ী বুঝতে পারল যে তাকে এখানে অনেকটাই চাপ নিতে হবে। কথাবার্তার মধ্যে চা এল।

দিব্য হঠাৎ জিগ্যেস করলেন—আপনি কি বিবাহিত?

—নাহ। সংক্ষেপে জানাল সৃঞ্জয়ী। নিজের ব্যক্তিগত জীবন বিষয়ে সে বেশি কথা বলতে চায় না। তবে তার একটা কৌতূহল হল। আজ সকালে সে ওঁর বাড়িতে গিয়েছিল, বাড়ির ভেতরে ঢোকেনি বটে, কিন্তু তবুও তার মনে হয়েছিল দিব্য যেন বাংলোয় একাই থাকেন। তাঁর পরিবার কি কলকাতায় কিংবা অন্য কোথাও থাকে? দিব্যর যথেষ্ট বয়স হয়েছে। তিনি বিবাহিত তো বটেই।

—আপনি তো এখানে ফ্যামিলি নিয়েই থাকেন স্যার? — ফস্ করে প্রশ্ন করল সৃঞ্জয়ী। দিব্য সিগারেট ধরাচ্ছিলেন। হঠাৎ হাতটা

BanglaBook.org

থেমে গেল। কপালটা কুঁচকে গেল। পরমুহূর্তেই অবশ্য সিগারেটটা ধরিয়ে নিলেন।

—নাহ, আমি এখানে একাই থাকি।—দিব্য বললেন।

—ও।—কারণ জানতে চাইল না সৃঞ্জয়ী। অনেকরকম কারণ থাকতে পারে। দিব্যর স্ত্রী চাকরি করতে পারেন। ফলে তাঁর এখানে সবসময়ের জন্যে থাকা হয়তো অসুবিধেজনক। কিংবা ছেলে অথবা মেয়ে হয়তো কলকাতার নামি স্কুলে পড়াশোনা করে।

—স্যার আমি তো থাকার জন্যে একটা কোয়ার্টার পাব? বরাবর সার্কিট হাউসে তো থাকা যাবে না?

—আসলে কী জানেন তো সৃঞ্জয়ী আমার বাংলো ছাড়া কোয়ার্টার এখানে একটাই আছে। সেটা দখল করে আছেন বিনায়কবাবু। আর তো সরকারি কোয়ার্টার নেই।

—তাহলে কি আমাকে ভাড়া বাড়ি খুঁজতে হবে?

—ভাড়া বাড়ি? খুঁজলে হয়তো পাওয়া যায়। কিন্তু ভাড়া বাড়িতে থাকাটা একা-একা এখানে ভালো দেখাবে না। তার থেকে আপনি সার্কিট হাউসেই একটা ঘর দখল করে থাকতে পারেন। এই সার্কিট হাউসে বাইরের কেউ খুব একটা আসে না। ফাঁকাই পড়ে থাকে। যদি হঠাৎ কোনও গেস্ট মানে সরকারি গেস্ট এসে যায় দেখা যাবে। আমাদের এখানে আর একটা গেস্ট হাউস আছে। সেটি মিউনিসিপ্যালিটির। সেটিও খারাপ নয়। দরকার পড়লে সেই গেস্ট হাউসেও অতিথি রাখা যেতে পারে।

—তবে আমি তো সার্কিট হাউসে ভাড়া দিয়ে থাকব।

—সে তো বটেই। ভাড়া দিয়েই থাকবেন। কিন্তু প্রতিদিন

BanglaBook.org

সরকারি অফিসারের জন্যে একটা ঘরের ভাড়া ৩০ টাকা। মাসে ৯০০ টাকা। আমার একটা ক্ষমতা আছে। সেই ক্ষমতাবলে আমি ওটা আপনার ক্ষেত্রে ৫০% করে দেব। আশা করি এতে আপনার একটু সুবিধে হবে।

—ধন্যবাদ স্যার। অনেক ধন্যবাদ।

রাতের খাওয়া শেষ সৃঞ্জয়ীর। তার ঘরের দরজা বন্ধ। তার পরনে নাইটি। সোফায় বসে সে একটা ইংরেজি থ্রিলার পড়ছিল। চারপাশ খুব নির্জন লাগছে। এটা মহকুমা সদর এলাকা। শহরাঞ্চলই বলা যায়। কিন্তু তবুও একটু আগে শেয়ালের ডাক কানে এসেছে সৃঞ্জয়ীর। তার কারণ হয়তো এটাই যে, বাংলোর কাছাকাছিই আছে মজা নদী এবং নদীর দু-পাড়ে জঙ্গল। সাধারণত সরকারি বাংলোগুলোর অবস্থান যেখানে হয় সেখানে কাছাকাছি লোকালয় থাকে না। ফলে আরও নির্জন লাগে। সৃঞ্জয়ীর মনে হচ্ছিল সে যেন এক নির্জন দ্বীপে নির্বাসনে আছে। এর থেকে সরকারি কোয়ার্টারে থাকা ভালো। সেখানে আশেপাশে অন্য বাসিন্দারা থাকায় প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে তো একটা কোয়ার্টার ছাড়া আর কোনও কোয়ার্টার নেই। সেটিতে থাকেন অসুস্থ অফিসার বিনায়ক রায়। মাত্র একটা দিন কেটেছে অফিসে সৃঞ্জয়ীর। বিনায়ক রায়-এর সঙ্গে তার এখনও আলাপ হয়নি। কারণ আজ উনি অফিসে আসেননি। থ্রিলারে ক্রমশ মন বসে যাচ্ছিল সৃঞ্জয়ীর। হঠাৎ ঘরের কোণে ছোট্ট টেবিলে রাখা কালো টেলিফোনটা কর্কশ শব্দে বেজে উঠল। এত রাতে ফোন? কার ফোন হতে পারে? এটা লোকাল ফোন। তার মানে কি দিব্য ফোন করছেন? কোনও দরকারে? সৃঞ্জয়ী ঘড়ির দিকে

BanglaBook.org

তাকাল। দশটা বেজে পনেরো মিনিট। মফস্‌সলের পক্ষে যথেষ্ট রাত। যাই হোক হাতের বইটাতে পেজ মার্ক দিয়ে সোফা থেকে উঠল সে। রিসিভার তুলল।

—হ্যালো?

—সৃঞ্জয়ী বলছেন? মহকুমা শাসকের গলা।

—হ্যাঁ স্যার বলছি।

—একটা খারাপ খবর আছে।

—খারাপ খবর?

—এখান থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে নন্দপুর বলে একটা ভিলেজ আছে। সেখান থেকে খবর এসেছে যে গ্রামে আগুন লেগেছে। বেশ ভালোই আগুন লেগেছে। তো...দিব্য থামলেন। যেন ইতস্তত করছেন।

—হ্যাঁ বলুন স্যার?

—বিনায়কবাবুকে তো বলে লাভ নেই। তিনি অসুস্থ না হলেও অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে এত রাতে বাড়ি থেকে বেরোবেন না। এখন তাহলে...

—হেজিটেট করছেন কেন স্যার? আমি এখনই প্রসিড করছি। আপনি গাড়ি পাঠিয়ে দিন। খবরটা কোথা থেকে পেলেন স্যার?

—ওখানকার প্রধান ফোন করেছিল। এ ছাড়া থানার ও.সি. ও আমাকে জানিয়েছে। নন্দপুর গ্রাম সদর থানার মধ্যেই পড়ে। আচ্ছা আর একটা কথা—

—হ্যাঁ বলুন?

BanglaBook.org

—আপনি একা যাবেন না। আপনার সঙ্গে আমি সাব ডিভিশনাল রিলিফ অফিসার মানববাবুকেও পাঠাচ্ছি। আর আমার সিকিউরিটিও গাড়িতে যাক। দশ মিনিটের মধ্যে ওরা সার্কিট হাউসে পৌঁছে যাবে।

—ও.কে. স্যার। আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি।

সৃঞ্জয়ী জিনস ট্রাউজার আর টপ করে নিল। পায়ে স্নিকার। এখন হাই-হিল জুতো কাজ দেবে না। দরজায় তালা লাগিয়ে সৃঞ্জয়ী বাংলোর উঠোনে নেমে এল। প্রকাশকে দেখতে পেল। প্রকাশের প্রশ্নের উত্তরে সে তার গন্তব্যের কথা জানাল। খানিক বাদেই তীব্র হর্ন বাজিয়ে জিপগাড়ি এসে দাঁড়াল বাংলোর গেটের সামনে। গাড়ি থেকে একটি লোক নামল। মাথায় সৃঞ্জয়ীর থেকে ছোট। পরনে ট্রাউজার্স ও বুশশার্ট। চোখে চশমা।

—আপনিই বোধহয় মানববাবু? এস.ডি.আর.ও.?

—আজ্ঞে হ্যাঁ ম্যাডাম...মানব বিশ্বাস।

—গুড, চলুন।

পুলিশের ইউনিফর্মে একটি যুবক স্যালুট দিল।—ম্যাডাম আমার নাম সুরজিৎ।

—ঠিক আছে। চলুন। তাড়াতাড়ি যাওয়া যাক। নন্দপুর যেতে কতক্ষণ লাগবে মানববাবু?

—খুব জোরে গেলেও মিনিট কুড়ি তো লাগবেই ম্যাডাম।

—ঠিক আছে চলুন। আগুন কতটা ছড়িয়েছে বোঝা যাচ্ছে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের সেখানে পৌঁছনো উচিত।

নির্জন রাস্তা দিয়ে গাড়ি জোরে ছুটছে। নদীর নড়বড়ে

BanglaBook.org

লোহার ব্রিজ পেরিয়ে গাড়ি ওপারে পৌঁছল এবং গতি আরও বাড়াল। রাস্তা শুনশান। দুপাশে দোকানপাট বন্ধ। ঘরবাড়ির আলো কিছু-কিছু চোখে পড়ছে। মাথার ওপর তারাভরতি আকাশ। বেশ ঠান্ডা হাওয়া। আগুন লেগেছে এরকম কোনও গ্রামে এই প্রথম যাচ্ছে সৃঞ্জয়ী। এত বছর সে যে বিডিওর চাকরি করেছে, এই ধরনের দুর্ঘটনা তাকে সামলাতে হয়নি। আজ সামলাতে হবে। তাদের চাকরিটাই এরকম। কতরকম যে অভিজ্ঞতা হয়। মাত্র আজই এই মহকুমায় সে কাজে যোগদান করেছে। আর আজই তাকে গভীর রাতে ডিউটিতে বেরিয়ে যেতে হচ্ছে। হঠাৎ সে বুঝতে পারল তার মোবাইল ফোন বাজছে। মুঠোর মধ্যে ধরা ছিল ফোন।

—হ্যালো?

—আপনারা কি পৌঁছে গেছেন?—দিব্য-এর গলা।

—নাহ্ স্যার—উই আর অন দ্য ওয়ে...।

—ও.কে.।...আমি জেগে বসে থাকব। ওখানে গিয়ে অবস্থা বুঝে আমাকে ফোন করবেন। যদি অবস্থা খুব ক্রিটিকাল হয়, তাহলে আমাকে জানাবেন। আমি আর এস.ডি.পি.ও. প্রসিড করব।

—ও.কে. স্যার। ডোন্ট ওরি। হ্যাভ ফেইথ অন আস।

—থ্যাংক ইউ।

পাকা রাস্তা শেষ। মোরাম রাস্তার শুরু। চালক জানাল তারা নন্দপুর গ্রামে ঢুকছে। একটা অস্পষ্ট চেঁচামেচির শব্দ কানে আসছে। পেছন থেকে মানববাবু বলল—আর কিলোমিটার খানিক গেলেই আমরা গ্রামে পৌঁছব।

গ্রামের কাছাকাছি পৌঁছতে শিউরে উঠল সৃঞ্জয়ী। একের পর

BanglaBook.org

এক বাড়িতে দাউদাউ আগুন জ্বলছে। আগুনের লেলিহান শিখা হিংস্র সাপের মতো কিলবিল করে উঠে যাচ্ছে। অনেক মানুষের চিৎকার, চেঁচামেচি, কান্নার রোল, সামনের পুকুর থেকে বালতি করে জল তুলে হাতে-হাতে নিয়ে অনেক মানুষ অগ্নিদগ্ধ ঘরবাড়িতে ঢালছে। সরকারি জিপ দেখে অনেক মানুষ ছুটে এল। সৃঞ্জয়ী নেমে পড়ল। মানববাবু নেমে পড়েছে। সুরজিৎ সৃঞ্জয়ীর পাশে-পাশে হাঁটছে। অনেক মানুষ একসঙ্গে কথা বলতে চাইছিল। কিন্তু একজন লম্বা, ফরসা, ছিপছিপে যুবক সবাইকে থামতে অনুরোধ করে সৃঞ্জয়ীর সামনে এসে বলল—ম্যাডাম আমি শুনেছি আপনি আজই জয়েন করেছেন। আমি এই ব্লকের বিডিও প্রশান্ত পাল।

—আচ্ছা প্রশান্ত, ফায়ার-ব্রিগেডকে খবর দেওয়া হয়নি?

—হ্যাঁ ম্যাডাম দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারা এখনও এসে পৌঁছয়নি। এখনও পর্যন্ত পনেরোটা মাটির বাড়িতে আগুন লেগেছে। সেখান থেকে লোকজন নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু হাওয়া আজ খুব জোর বইছে ম্যাডাম। এখুনি যদি ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি এসে অবস্থার সামাল না দেয়, তাহলে কিন্তু আগুন আরও ছড়িয়ে পড়বে। অবস্থা ভয়াবহ অবস্থায় পৌঁছে যাবে।

—ম্যাডাম—অসহায় মানুষগুলোর জন্যে কিছু করুন...যে লোকটি কথা বলল সে এখানকার গ্রাম-পঞ্চায়েত প্রধান। তার নাম রুইদাস মন্ডল। প্রশান্ত সৃঞ্জয়ীর সঙ্গে প্রধানের আলাপ করিয়ে দিল।

সৃঞ্জয়ী বলল—ফায়ার ব্রিগেডের কোনও ফোন নাম্বার আছে?

—প্রশান্ত বলল—আছে। এই নিন। এটা অফিসার-ইন-

BanglaBook.org

চার্জের মোবাইল নম্বর।

সৃঞ্জয়ী নিজের মোবাইলে ফোন করল। অফিসার জানালেন যে, মিনিট পনেরো আগে ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি এবং ফোর্স পাঠানো হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে এখনই পৌঁছে যাবে।

অফিসারের কথা অবশ্য অসত্য কিংবা অতিরঞ্জিত নয়। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে বিরাট গাড়িটা ঢুকল গ্রামে। বিশেষ পোশাকে সজ্জিত দমকলবাহিনী ঝটপট নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। বিরাট লম্বা পাইপ যুক্ত করা হল পুকুরের সঙ্গে। তারপর জলপ্রপাতের মতো জল ছোড়া হতে লাগল অগ্নিদগ্ধ বাড়িগুলোর ওপর। চলল একটানা মানুষের সঙ্গে আগুনের যুদ্ধ। এবং সেই যুদ্ধে বলাই বাহুল্য মানুষই জিতল। কিন্তু অগ্নি তার ক্ষতচিহ্ন রেখে গেল অনেকগুলো মাটির বাড়ির ওপর। বড় বিশ্রীভাবে পুড়ে গেছে বাড়িগুলো। সেই বাড়ির অধিবাসীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এ-ধার ও-ধার। কোনও নারী বুক চাপড়ে কাঁদছে। কোনও পুরুষ প্রধান এবং বিডিওর কাছে এসে বলছে—আমাদের সব ফেরত দ্যান আজ্ঞা—আমরা কোথায় থাকব? গাছতলায়? আমাদের টাকা দিতে হবে যাতে আমরা রাতারাতি ঘর তৈরি করে নিতে পারি। হঠাৎ এই একটা কথাই সমস্বরে সবাই বলতে শুরু করল।...যাদের ঘরবাড়ি পুড়েছে তাদের টাকা দিতে হবে। সরকারকে এখুনি প্রতিশ্রুতি দিতে হবে ইত্যাদি। মুহূর্তের মধ্যে দেখা গেল মিছিল তৈরি হয়ে গেল অগুনতি মানুষের। তাদের মুখে মুহুর্মুহু স্লোগান। অন্ধকারে তাদের মুখ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু তাদের সমস্বর তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ছে।

BanglaBook.org

বিডিও প্রধানকে বলল—আপনি এদের সামলান। এখনই টাকার দাবি করলে কীভাবে দেওয়া যাবে? প্রধান বলল—আমি কী বলব? কিছু প্রতিশ্রুতি তো ওদের দিতেই হবে। মানুষের ঘরবাড়ি পুড়ে গেছে। শুধু কথা দিয়ে তাদের থামানো যাবে না।

সৃঞ্জয়ী বলল—এখানে কোথাও আমরা একটু বসতে পারি? বসে আলোচনা সেরে নিতে পারি?

প্রধান বলল—সামনেই একটা প্রাইমারি স্কুল আছে। সেখানে বসা যায়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই স্কুল খোলার ব্যবস্থা হল। কয়েকটা পেট্রোম্যাক্স বাতিও জোগাড় করা হল। এখন চারদিক কিছুটা আলোময় হয়ে উঠেছে। মানুষের মুখ-চোখের চেহারা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আশেপাশে যারা আছে তাদের সকলেরই মুখে ভয় এবং উদ্বেগের চিহ্ন স্পষ্ট। দূরে তাকালে দেখা যাচ্ছে এখনও কিছু-কিছু বাড়িতে ধিকিধিকি আগুন জ্বলছে। সব নীচু মাটির বাড়ি, খড়ের চাল। এখনও দমকল বাহিনীর লোকজন মোটা পাইপের সাহায্যে জল ছুড়ে আগুন পুরোপুরি নেভানোর চেষ্টা করছে।

খুব চটপট কাজগুলো হয়ে যেতে লাগল। প্রধানের তত্ত্বাবধানে দুটো পেট্রোম্যাক্স বাতি জোগাড় হয়ে গেল। একটা বড় ক্লাশ-ঘরে সবাই এসে জুটেছে। মাস্টারের টেবিল-চেয়ার ছাড়া সেখানে আছে সারি-সারি হাই বেঞ্চ। সৃঞ্জয়ী একবার ঘড়ির দিকে তাকাল। প্রায় রাত দুটো বাজে। হঠাৎ মনে হল এইসময় তার শান্তিতে ঘুমোনোর কথা। ঘুমের কথা মনে এলেই হাই এল। হাইটা সে সকলের অলক্ষ্যে হাত দিয়ে চাপা দিল। ঘরের মধ্যে এখন অনেক মানুষ। প্রধান, বিডিও

BanglaBook.org

এবং আরও অনেকে যাদের সৃঞ্জয়ী চেনে না। বাইরে অনেক মানুষ জড়ো হয়েছে। তারা চিৎকার চেঁচামেচি করছে। মূল দাবি হল, এখনই ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের সাহায্য দিতে হবে। চেয়ারে বসে সৃঞ্জয়ী বলল—প্রধানমশাই আপনাকে অনুরোধ করছি আপনি বাইরের এই গোলমাল থামান। চেঁচামেচি করে তেমন কিছু লাভ হবে না। বরং বিশৃঙ্খলা বাড়বে। আমি এবং আমরা এসেছি যখন তখন ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের জন্যে কিছু একটা ব্যবস্থা হবে। কিছু না করে পালিয়ে যাব না। এটুকু গ্যারান্টি আপনাকে দিতে পারি।

বিডিও বলল—প্রধানমশাই আপনি প্লিজ বাইরে যান। ওদের চুপ করতে বলুন। আমি কথা দিচ্ছি যথাসাধ্য সাহায্য করব। দুজনের কথায় কাজ হল। প্রধান বাইরে গেল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে বাইরের গণ্ডগোল থেমে গেল।

প্রধান এসে বলল—নিন মাডাম এবার আলোচনা শুরু করুন। তবে বেশি আলোচনায় চিঁড়ে ভিজবে না। এখন কি আলোচনার সময়? মানুষের ঘরবাড়ি পুড়ে গেছে, অনেকে পথে বসেছে, বুঝতেই পারছেন তারা এখন সুন্দর-সুন্দর কথার প্রতিশ্রুতি চায় না। তারা সাহায্য চায়—ত্রিপল চায় যাতে পোড়া বাড়িতেই কোনওরকমে থাকতে পারে। টাকা চায় যাতে আবার নতুন ঘর বাঁধতে পারে। সেসব ব্যাপারে আপনারা কতদূর কী করতে পারবেন বলুন?

সৃঞ্জয়ী বলল—আলোচনা করতে আর সুন্দর-সুন্দর কথা বলতে আমিও এখানে আসিনি।

—বিডিও সাহেব?

BanglaBook.org

—হ্যাঁ ম্যাডাম। বলুন?

—আপনার সঙ্গে ব্লক রিলিফ অফিসার এখানে এসেছেন?

—হ্যাঁ ম্যাডাম এসেছেন।

—উনি এবং সাব-ডিভিশনাল রিলিফ অফিসার মানববাবু এখনই একবার সরেজমিনে তদন্ত করে আসুন কতগুলো বাড়ি পুড়েছে, কতগুলো বাড়ি পুরো পুড়েছে, কতগুলো বাড়ি আংশিক পুড়েছে—এসব তথ্য আমার এখনই চাই। প্রধানমশাই আমার মনে হয় আপনারও ওদের সঙ্গে যাওয়া উচিত। সৃঞ্জয়ীর কথায় যুক্তি ছিল। ব্লক রিলিফ অফিসার—অমিতেশ, মানববাবু, প্রধান এবং বিডিও চারজনই চারটে বড় টর্চ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ক্ষয়ক্ষতির অবস্থা দেখতে। ভিড়টাও অনুসরণ করল তাদের। এখন ক্লাসঘরে সৃঞ্জয়ী প্রায় একা বসে আছে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে সিকিউরিটি ছেলেটি। ব্যাগ থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা ধরাল। একমুহূর্ত মনে হল, এই অজ গ্রামে সিগারেট খাবে? তাতে কেউ কিছু মনে করতে পারে না? তারপরই মনে হল, ওসব গ্রাহ্য করলে চলবে না। সে তো অন্যায় কিছু করছে না। শুধু মেয়েদের সিগারেট খেতে নেই এরকম এক ভুল ধারণার বিরুদ্ধে সাহস করে নিজের মন যা চাইছে তাই করছে। ক্রমশ তার কাজটাকেই মানুষ স্বাভাবিক বলে মেনে নিক। পেট্রোম্যাক্সের আলোগুলো বেশ জোরালো। কিন্তু গ্রামের আবহাওয়া তো। অজস্র পোকা এসে জুটেছে আলোর চারপাশে। সৃঞ্জয়ী সিগারেট টানছে আরাম করে। তাকে যে অনেকে বেশ কৌতূহলভরে লক্ষ করছে সে বেশ বুঝতে পারছে। হঠাৎ দিব্যর কথা মনে পড়ল সৃঞ্জয়ীর। এস.ডি.ও. দিব্যজ্যোতি। আচ্ছা এই গ্রামে

BanglaBook.org

যে এখন তুলকালাম কাণ্ড চলছে সে ব্যাপারে দিব্য কি দুশ্চিন্তা করছেন? নাকি সৃঞ্জয়ীকে পাঠিয়ে দিয়েই তাঁর দায়িত্ব খালাস? ছ-সাত বছর চাকরি হয়ে গেল সৃঞ্জয়ীর। সে বেশ কিছু মহকুমা শাসক আর জেলা শাসককে দেখেছে। এঁদের বেশিরভাগই নিজেদের ক্ষমতা, মর্যাদা ইত্যাদি নিয়ে বড় সচেতন। সাধারণ মানুষের জন্যে কাজ করতে এঁদের জেলাতে, মহকুমাতে পাঠানো হয় বটে; কিন্তু সাধারণ মানুষের কথা এঁরা ক'জন ভাবেন? ক'জন সহানুভূতির সঙ্গে তাদের সমস্যাগুলো বোঝার চেষ্টা করেন? তাঁদের কাজে, তাঁদের ব্যবহারে অহংবোধই বড় হয়ে দাঁড়ায়। সৃঞ্জয়ী একজন মহকুমা শাসককে জানে যিনি পৃথিবী রসাতলে গেলেও রাত দশটার পর ফোন ধরতেন না। যেই ফোন করুক, উত্তর পেত হোমগার্ডের কাছ থেকে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। একমাত্র জেলাশাসক ছাড়া। জেলাশাসকের ফোন এলেই তাঁর ঘুম-টুম ছুটে যেত। তিনি নিজে রিসিভার ধরে গদগদ হয়ে কথা বলতেন। একেই বোধহয় বলে জাতে মাতাল, তালে ঠিক। জেলাশাসক খেপে গেলে তাঁর অতি সাধের মহকুমা-শাসকত্বই হয়তো চলে যাবে। সেটা তিনি কিছুতেই হতে দিতে পারেন না।

সরেজমিন তদন্ত করে দলটা আসতে দেরি করছে। সিগারেটও শেষ। সৃঞ্জয়ী কী করবে বুঝতে পারছিল না। হঠাৎ তার মনে হল দিব্যর মোবাইল-নাম্বারে একবার ফোন করে। যদি এই মহকুমা-শাসকও অন্যদের মতো এখন গভীর ঘুমে তলিয়ে থাকেন? তাহলে আর কী হবে? সে একটা পরিচয় পেয়ে যাবে। দিব্যর মোবাইলে যোগাযোগ করতে চাইল সৃঞ্জয়ী। ডায়াল-বেজে চলেছে। বেজে চলেছে...

BanglaBook.org

—হ্যালো?—এ তো দিব্যরই গলা!

—স্যার আমি সৃঞ্জয়ী বলছি!

—সৃঞ্জয়ী? হ্যাঁ বলুন বলুন? আমি আপনাকে কানেক্ট করতে পারছি না। কী কারণে জানি না। নেটওয়ার্কের গণ্ডগোল। কিন্তু আপনার কথা আমি বেশ শুনতে পাচ্ছি। বলুন তো ওখানকার কী খবর? আগুন নিভেছে? এক্সটেন্ট অব ড্যামেজ কীরকম? হাউ ইউ আর ট্যাকলিং? আমি খুব চিন্তায় আছি...।

যতটা সংক্ষেপে বলা যায় ততটা সংক্ষেপে সৃঞ্জয়ী সবকিছু বিস্তারিতভাবে বলল। দিব্য কিছুটা আশ্বস্ত হলেন। সৃঞ্জয়ীকে বললেন যে, পরিস্থিতি বুঝে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের জন্যে সে যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসবে সেটাই তিনি মেনে নেবেন। ইতিমধ্যে তিনি তাঁর রিলিফ গো-ডাউনে কী-কী মালপত্র আছে দেখে নিচ্ছেন। দরকার হলে জেলা দপ্তর থেকে কিছু জিনিস আনাতে হবে।

—স্যার সেসব কাল সকালে হবে। আপাতত ইউ হ্যাভ ইওর স্লিপ।

—আপনারা বাইরে আছেন আর আমি ঘুমোব? আমার ঘুম আসবেই না। রাত জাগা আমার অভ্যাস আছে সৃঞ্জয়ী...।

—ও.কে. স্যার। এখন তাহলে ছাড়ছি।

—হ্যাঁ। ...টেক কেয়ার।

মোবাইল ফোন অফ্ করে ব্যাগে রাখতে না রাখতেই ওরা এসে হাজির হল। বিডিও-র বক্তব্য থেকে যা জানা গেল তা এরকম—মোট ১৫টি বাড়ি পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্থ, সাতটি বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ। এখন তাদের সাহায্য দেওয়া দরকার। সব শুনে

BanglaBook.org

সৃঞ্জয়ী বিডিওকে জিগ্যেস করল—তোমার অফিসে কতগুলো ত্রিপল আছে? বিডিও তার রিলিফ-অফিসার অমিতেশের দিকে তাকাল। জানা গেল ব্লকের গো-ডাউনে এখন দশটির মতো ত্রিপল আছে। প্রধান বলল—দশটি ত্রিপলে কী হবেক আজ্ঞা? যে বাড়িগুলো একেবারে পুড়ে গেচে তাদের অন্তত দুটো করে তেরপল দেওয়া দরকার। আর যেগুলো একটু পুড়েচে তাদের একটা করে। তাহলে মোট ৩৭টি তেরপল এখনই দরকার। ওই ধরুন গিয়ে ৪০টা। আর টাকা পয়সা তো লাগবে? লোকগুলোর তো শুধু বাড়ি পোড়েনি, তার সঙ্গে ধান পুড়েচে, কাপড়-জামা পুড়েচে, আরও অনেক কিছু পুড়েচে। প্রধানের কথার সমর্থনে একটা শোরগোল উঠল—হ্যাঁ টাকা পয়সাও দিতে হবে। শুধু তেরপল দিলে হবেনি। প্রশাসনকে সব দায়িত্ব নিতে হবে।

সৃঞ্জয়ী হাত তুলল, বেশ ব্যক্তিত্বপূর্ণ গলায় বলল—দাঁড়ান। শুধু-শুধু চেঁচামেচি করবেন না। প্রশাসনের তরফ থেকে আমরা এখানে অনেকেই আছি। পালিয়ে যাইনি। আপনাদের সমস্যা শোনার চেষ্টা করছি, অনুভব করার চেষ্টা করছি। কিছু একটা সমাধান না করে এখান থেকে নড়ব না। সুতরাং শুধু-শুধু গোল করছেন কেন? ওসব স্লোগান দিচ্ছে কেন বাইরের লোকজন? এতে আমাদের অসুবিধে হচ্ছে।

প্রধান বলল—এই তোরা কেন সবাই কথা বলছিস? চুপ মেরে থাক। আমি তো কথা বলচি। আর বাইরের স্লোগান বন্ধ কর। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সব শান্ত হয়ে গেল।

সৃঞ্জয়ী আবার মোবাইলে দিব্যকে ধরল। সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর

BanglaBook.org

পেল। দিব্য ঘুমোননি। মোবাইল পাশে নিয়ে জেগে বসে আছেন।

—হ্যাঁ বলুন?

—স্যার এখানে ফায়ার ব্রিগেড আগুন নিভিয়ে ফেলেছে!

—ড্যামেজ?

—১৫টা বাড়ি পুরোপুরি পুড়ে গেছে। আর সাতটা বাড়ি পার্টলি ড্যামেজড। আমার এখনই চল্লিশটা ত্রিপল চাই।

—চল্লিশ?...ইয়েস আই ক্যান প্রোভাইড ফ্রম আওয়ার স্টক। বাট হোয়াই ফরটি?

—স্যার ফুললি ড্যামেজড বাড়িগুলোর জন্যে দুটো করে ত্রিপল আর পার্টলি ড্যামেজড বাড়িগুলোর জন্যে একটা...

—ও.কে. আমি বুঝেছি। কিন্তু ত্রিপল কীভাবে পাঠাব আমি? এখন এই রাতে।

—দ্যাট আই অ্যাম ওয়ার্কিং আউট। আপনি শুধু আপনার গো-ডাউনের নাইট-গার্ডকে চাবি নিয়ে একটু অ্যালার্ট থাকতে বলুন...।

—ডোন্ট ওরি। আই উইল অ্যারেঞ্জ এভরিথিং।

মহকুমা রিলিফ অফিসার বিশ্বাস কাঁচুমাচু হয়ে বলল—একটা কথা বলব ম্যাডাম?

—হ্যাঁ বলুন?

—বিডিও সাহেবের কাছে তো দশটি ত্রিপল ছিল। আপনি আমাদের সাহেবের কাছ থেকে ত্রিশটা চাইলেই তো পারতেন? সৃঞ্জয়ী হাসল। বলল—মি. বিশ্বাস। আমি তো কিছুদিন আগেই বিডিও-র চাকরি করতাম। আমি জানি বিডিওদের সবসময় এমার্জেন্সির

BanglaBook.org

জন্যে কিছু না কিছু স্টক রাখতে হয়। ওঁর দশটি ত্রিপল যদি উনি এখানে দিয়ে দেন এবং কালই আবার ব্লকের কোথাও আগুন লাগে তাহলে উনি কীভাবে সামাল দেবেন বলুন? বিশ্বাস মনে-মনে সৃঞ্জয়ীর প্রশাসনিক বুদ্ধির তারিফ করল।

এরপর সবই পরিকল্পনা মতোই ঘটল। প্রধান একটা গাড়ি দিয়ে লোক পাঠাল সৃঞ্জয়ীর সঙ্গে। যখন তারা মহকুমা শাসকের অফিসে এসে পৌঁছল তখন প্রায় ভোর চারটে বাজে। গো-ডাউন থেকে চল্লিশটা ত্রিপল নিয়ে প্রধানের গাড়ি বেরিয়ে গেল। এ ছাড়াও ঠিক হল, অফিস খুললে অর্থাৎ বেলা দশটার পর বিডিও তার রিলিফ অফিসারকে পাঠাবে নাজিরবাবুর কাছে। নাজিরবাবু হল মহকুমা অফিসের ক্যাশিয়ার। মহকুমা শাসকের অর্ডার দেওয়া থাকবে। সেই অনুযায়ী উননব্বই হাজার টাকা রিলিফ অফিসার নিয়ে যাবে ব্লকে। আগুনে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে বিলি করা হবে সেই টাকা। যাদের বাড়ি পুরোপুরি পুড়ে গেছে তারা প্রতিজন পাবে পাঁচ হাজার টাকা করে—সর্বমোট পঁচাত্তর হাজার টাকা। আর যাদের বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ তারা প্রত্যেকে পরিবার পিছু পাবে দুই হাজার টাকা করে, তার মানে সর্বমোট চোদ্দো হাজার টাকা। সৃঞ্জয়ী ফিরে এসে দেখল দিব্য রাতের মধ্যেই এরকম একটা অর্ডার করে রেখেছেন। লোকটাকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যত দেখছে সে অবাক হচ্ছে। এত তৎপর, এত ডিউটিফুল, এত সহানুভূতিসম্পন্ন অফিসার সত্যিই মনে হয় আজকাল বিরল। সৃঞ্জয়ীর ব্যক্তিগত ধারণা যত দিন যাচ্ছে তাদের রাজ্য সিভিল সার্ভিসের মান নেমে যাচ্ছে। নতুন অফিসারদের অধিকাংশরাই তাদের নিজস্ব সুখসুবিধে নিয়েই যেন বেশি ব্যস্ত।

BanglaBook.org

মানুষের জন্যে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করার যে একটা ঐতিহ্য তাদের সার্ভিসে আছে নতুন যারা আসছে তারা যেন সে ব্যাপারে ততটা ওয়াকিবহাল নয়।

এখন পুরোপুরি ভোর। মহকুমা শাসকের বাংলোর চারপাশে কতরকম প্রাচীন গাছ। সেই গাছে পাখিদের কথাবার্তা শুরু হয়েছে। একটু ঠান্ডা ভাব। ভালো লাগছে। গাছের ফাঁক দিয়ে সূর্যের নরম আলো। সারারাত ঘুম হয়নি। সৃঞ্জয়ীর চোখদুটো জ্বালা করছিল। এতক্ষণ কাজের মধ্যে ছিল, ভিড়ের মধ্যে ছিল, তাই শরীরের ক্লান্তি ততটা টের পায়নি। এখন মনে হচ্ছিল ক্লান্ত বোধ করছে। একটু বিছানায় গড়িয়ে নিলে ভালো হত, তার আগে এক কাপ গরম চা। এখন কি সরাসরি সার্কিট হাউসে চলে যাবে? নাকি দিব্যর সঙ্গে একটু দেখা করে যাবে? উনিও তো সারারাত জেগে বসে আছেন। ওঁকেও রিপোর্টটা সংক্ষেপে দিয়ে যাওয়া ভালো। যদিও উনি সবই জানেন। রিলিফ-অফিসার বিশ্বাসকে বাড়ি চলে যেতে বলল সৃঞ্জয়ী। তারপর তার গাড়ি থামল দিব্যর বাংলোর সামনে।

বাংলোতেও একটা অফিস-ঘর থাকে। সেটাকে অফিস-কাম-ড্রয়িং-রুম বলা যায়। সৃঞ্জয়ী পরদা সরিয়ে দেখল দিব্য দিব্বি বসে আছেন। তবে তাঁর চোখদুটি লাল। সেটা নিশ্চয়ই সারারাত না ঘুমোনোর জন্যে। দু-আঙুলের ফাঁকে সিগারেট জ্বলছে।

—আসুন আসুন গুড মর্নিং!—দিব্য আহ্বান জানালেন। সৃঞ্জয়ী একটা চেয়ারে বসল।

—ওহ্ ইউ হ্যাভ ডান এ্যা মারভেলাস জব! ...প্রধান, গ্রামের লোক সবাই সন্তুষ্ট।

BanglaBook.org

—ইট ইজ মাই ডিউটি স্যার। —সৃঞ্জয়ী মাথা নীচু করল।

—ডিউটি কী বলছেন? আজকাল কজন সাব-অর্ডিনেট অফিসার নিজের ঘাড়ে এত দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে?...চা খান একটু? একজন হোমগার্ডকে ডেকে দিব্য চা-এর অর্ডার দিলেন।

—তারপর যা বলছিলাম।...আপনাকে তো আজ বিকেলেই বলেছি এখানে অফিসারের ঘাটতি। আমি ছাড়া এখানে তিনজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকার কথা। আছে একজন। সে থাকা না থাকা সমান। আমি বিনায়ক রায়ের কথা বলছি। লোকটা থাকা না থাকা সমান। শুধু কোনওরকমে অফিসে আসে। কয়েকটা ফাইলে সই করে। বাড়ি চলে যায়। ফিল্ড-ডিউটিতে একেবারেই যায় না। পাঠালে কিছু লাভও হবে না। সমস্যা আরও বাড়বে। তার ওপর ওর বউটি হচ্ছে মারাত্মক। একবার বিনায়ককে একটা ছোটখাটো ল-অ্যান্ড-অর্ডার ডিউটিতে পাঠাতে কী হল জানেন?

—কী?

—ওর বউ আমার কাছে এসে কেঁদে পড়ল। ওঁর স্বামীর নাকি অনেক সুগার বেড়ে গেছে। তিনি শুয়ে আছেন। মারামারির জায়গাতে তাঁকে পাঠালে তিনি নাকি হার্টফেল করে মারাই যাবেন। শুনে তো আমি সত্যিই ভয় পেয়ে গেলাম। আমি নিজেই গেলাম সেই সমস্যার সমাধান করতে।

এসব শুনে সৃঞ্জয়ী হেসে বাঁচে না। ইতিমধ্যে চা এল। সত্যিকারের ভালো চা। মাথাটা যেন ছেড়ে যাচ্ছিল সৃঞ্জয়ীর। দিব্য বকবক করেই যাচ্ছিলেন—আমি খুব ফরচুনেট যে আপনার মতো একজন অ্যাকটিভ এবং এনআরজেটিক অফিসারকে এখানে পোস্টিং

BanglaBook.org

করা হয়েছে। আজ আপনি না থাকলে আমাকেও যেতে হত ওই গ্রামের আগুন নেভাতে। সৃঞ্জয়ী বলল—ঠিক আছে স্যার, এবার আপনি বিশ্রাম নিন। আমি যাই। আপনার কোনও চিন্তা নেই। যে কোনও ধরনের সমস্যা আমি মোকাবিলা করব। আপনাকে ছুটতে হবে না। শুধু একটা রিকোয়েস্ট স্যার...

—হ্যাঁ বলুন?

—ওই আদালতে বসে বিচারের কাজটা আমি করতে পারব না। জমিজমার মামলা নিয়ে উকিলদের ঝগড়া, হাতাহাতি এসব আমার অসহ্য লাগে।

—নাহ। কোর্ট-ডিউটি আপনি করবেন কেন? ওটা বিনায়ক রায় করবে। ম্যাজিস্ট্রেটের চেয়ারে বসে ও কী করে জানেন তো? বসে বসে ঢোলে। আর উকিলরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে যায়। তারপর একসময় ঝগড়া থামে। বিনায়কেরও ঢুলুনি থামে। তখন সে পেশকারের দিকে তাকায়। পেশকার যে পক্ষের হয়ে বলে সেই পক্ষের ফেভারে অর্ডার লিখে দেয়।

—বলেন কী স্যার?—সৃঞ্জয়ী হি-হি করে হাসে।

দিব্য বলে—এই মহকুমা অফিস হল একটা চিড়িয়াখানা। এখানে কত রকম চরিত্র যে আছে। চোখ-কান খোলা রাখলেই সব দেখতে পাবেন।

—ঠিক আছে স্যার। এখন তাহলে আসি।

—আসুন। এখন সার্কিট হাউসে গিয়ে ঘুমিয়ে নিন। বেলা করে অফিসে আসবেন। কোনও অসুবিধে নেই।

—ও.কে. স্যার। ধন্যবাদ। গুড ডে...।

BanglaBook.org

গাড়ি থেকে সার্কিট হাউসে যখন নামল, তখন সৃঞ্জয়ীর সত্যিই খুব ঘুম পাচ্ছে।

॥ ৭ ॥

নিজের অফিস-চেম্বারে বসে সৃঞ্জয়ী নিজের কাজগুলো বুঝে নিতে চাইছিল। অনেক দায়িত্ব তার ওপর। দিব্য প্রায় সব দায়িত্বই তাকে দিয়ে দিয়েছেন। নাজিরখানা, নির্বাচন, উন্নয়ন, আইন-শৃঙ্খলা সমস্যা, সাধারণ প্রশাসন ইত্যাদি সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তার ওপর দেওয়া হয়েছে। আর বিনায়ক রায় করবেন মামুলি কতকগুলো ফাইল আর আদালতের কাজ। অশেষবাবু এই মহকুমা অফিসের সব থেকে সিনিয়র করণিক। তিনি কাজকর্ম বোঝাচ্ছিলেন সৃঞ্জয়ীকে। ফাইলপত্তর দেখাচ্ছিলেন। ভদ্রলোকের কথাবার্তা বেশ ভালো। পেটেও কিছু বিদ্যে আছে বলে মনে হল। লম্বা, ফরসা, সৌম্য চেহারা, একমাথা শুভ্র কেশ। কথাও বলেন খুব বিনয়ের সঙ্গে। কথা হচ্ছিল গ্রাম পঞ্চায়েতগুলো নিয়ে। আগেই দিব্যর থেকে সৃঞ্জয়ী জেনেছে যে, এখানে মোট দশটি পঞ্চায়েত সমিতি ও চল্লিশটি গ্রাম পঞ্চায়েত। অশেষবাবু বললেন—চল্লিশজন প্রধানের মধ্যে সবাই মোটামুটি ভালো কাজ করেন। কারও বিরুদ্ধে তেমন কোনও গুরুতর অভিযোগ নেই। কিন্তু একজন প্রধানই বেশ বেয়াড়া, তাকে নিয়ে, তার কাজকর্ম নিয়ে মহকুমা শাসককেও বেশ চিন্তায় থাকতে হয়।

—বটে? কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান? নাম কী?

BanglaBook.org

—নাম হল, ধরমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। আর প্রধানের নাম বৈকুণ্ঠ মন্ডল।

—ওর কার্যকলাপ সম্বন্ধে একটু বলুন তো?

—দেখুন উনি বামফ্রন্টের সমর্থনে ভোটে জিতেছিলেন, তাদের সমর্থনেই প্রধান হয়েছিলেন। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল, দেখা গেল বৈকুণ্ঠ লোকটার আচার-আচরণ একেবারেই ভালো নয়। সে পঞ্চায়েতের উন্নয়নের টাকা-পয়সা ঠিকমতো খরচ করে না, উন্নয়নের কাজ যা করে তাতেও অনেক গলতি থাকে, এলাকায় তার সম্বন্ধে খুব দুর্নাম। অবস্থা দেখে বামফ্রন্টও তার ওপর থেকে সমর্থন তুলে নিয়েছে। তাদের নেতারা আমাদের এস.ডি.ও. সাহেবকে বলেছেন ওই প্রধানের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে।

—এস.ডি.ও. সাহেব কী ব্যবস্থা নিয়েছেন?

—তিনি নিজে প্রধানের ক্যাশবই, খাতাপত্র ইনস্পেকশন করেছেন, অডিট করেছেন কয়েকবার। কিন্তু কোথাও কোনও গরমিল পাননি। সে কারণেই প্রধানের ব্যবহারও খুব উদ্ধত। এমন ভঙ্গিতে এস.ডি.ও. সাহেবের সঙ্গে কথা বলে দেখে আমাদেরই রাগ হয়।

—তো এরকম অপদার্থ এবং দুর্নীতিগ্রস্থ প্রধানের বিরুদ্ধে অন্য সদস্যেরা অনাস্থা প্রস্তাব আনে না কেন?

—হ্যাঁ এটা একটা প্রশ্ন বটে। কিন্তু এখানেও একটা মজা আছে ম্যাডাম। বৈকুণ্ঠ পার্টির সাপোর্ট আছে কী নেই সে ব্যাপারে আর তেমন তোয়াক্কা করে না। তার হাতে অনেক টাকা। সে টাকা খাইয়ে অন্য মেম্বারদের হাত করে রেখেছে। কেউ তার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে সাহস করে না। তা ছাড়া—অশেষবাবু

BanglaBook.org

থেমে গেলেন।

—তা ছাড়া?

—সবই শোনা কথা মাডাম। তবে শুনেছি বৈকুণ্ঠ লোকটা নিজে একজন ক্রিমিন্যাল। তার ওঠাবসাও ক্রিমিন্যালদের সঙ্গে। তাকে কেউ ঘাঁটাতে সাহস করে না। আপনি ওখানকার বিডিওসাহেবকে জিগ্যেস করলে আরও খবর পাবেন।

—ওটা কোন ব্লকের মধ্যে পড়ে?

—ধরমপুর জিপি পরে সাতখালি ব্লকের মধ্যে। ওখানকার বিডিও হচ্ছেন প্রসূন সরকার।

—বিডিও-র ফোন-নাম্বার এখানে আছে?

—হ্যাঁ ম্যাডাম আছে। ধরে দেব?

—হ্যাঁ।

অশেষবাবু ফোনের ডায়াল ঘোরাতে লাগলেন। রিসিভার কানে তুললেন। তারপর বললেন—এই তো রিং হচ্ছে। অশেষবাবু বলতে লাগলেন—বিডিও সাহেব বলছেন? ...আচ্ছা ধরুন...আমাদের ম্যাডাম—সেকেন্ড অফিসার গতকালই জয়েন করেছেন। আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।

সৃঞ্জয়ী প্রসূনের সঙ্গে কথা বলল। তার থেকে জুনিয়র অফিসার। সুতরাং 'তুমি' বলেই আহ্বান করল। প্রসূনকে সে একদিন আসতে বলল তার অফিসে। প্রসূন বলল—হ্যাঁ ম্যাডাম যাব। আগামীকালই যাব।

রিসিভার নামিয়ে রেখে আর একটা ফাইল খুলতে যাচ্ছে সৃঞ্জয়ী, পিয়ন এসে জানাল এস.ডি.ও. তাকে ডাকছেন। হাতঘড়ির

BanglaBook.org

দিকে তাকাল সৃঞ্জয়ী। প্রায় আড়াইটে বাজে। বেলা দুটোর সময় তো দিব্য টিফিন করতে বাংলোয় যান। আজ এখনও টিফিন করতে যাননি কেন? চেয়ার ছেড়ে সৃঞ্জয়ী উঠে দাঁড়াল। আজ তার পরনে জিনস ট্রাউজার ও সাদা টপ। একেবারে ওপরের বোতামটি খোলা। তাতে অবশ্য অনেক চেষ্টা করেও কোনও পুরুষ তার বুকের বিভাজন দেখতে পাবে না। কারণ তার বিভাজন আর একটু নীচে। সৃঞ্জয়ী ঠিক করেছে এই মফস্‌সল শহরে সে নিজেকে নিজের পোশাকেই মানিয়ে নেবে। সে প্যান্ট-টপ এবং সালোয়ার কামিজেই অভ্যস্ত। শাড়ি সে কদাচিৎ পরে। কোনও বিবাহ-অনুষ্ঠানে কিংবা নৈশ-পার্টিতে গেলে। মফস্‌সল শহরে এসেছে বলে হঠাৎ শাড়ি পরতে যাবে কেন? তার পছন্দের পোশাকই পরবে। প্রথম-প্রথম লোকের ভুরু একটু কোঁচকাবে, নানারকম সমালোচনা হবে। তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। পোশাক যদি ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মানিয়ে যায় তাহলে কোনও সমস্যা থাকে না।

'আসছি স্যার' বলে সৃঞ্জয়ী দিব্যর ঘরে ঢুকল। দেখল, দিব্যর সামনেই একজন বসে আছে। পরনে গিলে করা ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি আর ধুতি। বেশ নধর, মোটাসোটা শরীর। গায়ের রং কালো। মাথায় চকচকে টাক। চোখে কালো ফ্রেমের দামি চশমা। লোকটি ফিরে তাকাল সৃঞ্জয়ীর দিকে। আর সৃঞ্জয়ী অনুভব করল তাকে দেখেই যেন চশমার আড়ালে লোকটার চোখদুটো চকচক করে উঠল।

—আসুন সৃঞ্জয়ী।—দিব্য বললেন;—বসুন। আলাপ করিয়ে দি ইনি এখানকার এম.এল.এ. সঙ্কর্ষণ বিশ্বাস।

—ও আচ্ছা। নমস্কার।—সৃঞ্জয়ী নমস্কার জানাল।

BanglaBook.org

সঙ্কর্ষণ অবশ্য প্রতি নমস্কার জানাবার দরকার মনে করলেন না। শুধু মাথা কিঞ্চিৎ নুইয়ে সৃঞ্জয়ীর নমস্কারটা যেন গ্রহণ করলেন। তারপর পাঞ্জাবির পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছলেন। পারফিউমের মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল।

দিব্য বললেন—আপনি নন্দপুর গ্রামে আগুন লাগার ব্যাপার নিয়ে কী যেন বলছিলেন?

—হ্যাঁ বলছি।—সঙ্কর্ষণ বললেন;—কাল রাতে আপনি কি স্পটে ছিলেন? এই প্রশ্নটা সৃঞ্জয়ীকে করা।

—হ্যাঁ ছিলাম।—সংক্ষিপ্ত উত্তর সৃঞ্জয়ীর।

—আপনি এস.ডি.ও. সাহেবকে যা রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে উনি ওখানকার ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের জন্যে চল্লিশটা ত্রিপল পাঠিয়েছেন। এতে তো হবে না। ক্ষয়ক্ষতি যা হয়েছে তাতে তো আরও বেশি ত্রিপল লাগবে। অন্তত আরও ত্রিশটা...।

সৃঞ্জয়ী স্পষ্ট চোখে সঙ্কর্ষণের দিকে তাকিয়ে বলল—কাল রাতে আপনি নিজে কি ওখানে ছিলেন? কিংবা পরে নন্দপুর গ্রাম ভিজিট করেছিলেন?

—নাহ।...তা করিনি। গতকাল কলকাতায় আমার জরুরি পার্টির কাজ ছিল। তবে সব খবর আমি পেয়েছি। ওখানে যা সাহায্য পাঠানো হয়েছে তা সাফিসিয়েন্ট নয়। এখনই আরও ত্রিপল পাঠানো দরকার।

—আমি তা মনে করি না।—সৃঞ্জয়ী বলল;—ওখানে যা পাঠানো হয়েছে তা ঠিকই পাঠানো হয়েছে। ওখানকার লোকজন এবং প্রধানেরও ও ব্যাপারে কোনও গ্রিভ্যান্স নেই।

BanglaBook.org

সোজাসুজি এরকম কথা শুনবেন এটা যেন সঙ্কর্ষণ বিশ্বাসের কল্পনাতেই ছিল না। তিনি দিব্যর দিকে তাকিয়ে বললেন—একী এস.ডি.ও. সাহেব? আপনার এই মহিলা-অফিসার দেখছি ভীষণ উদ্যত। প্রথমদিন এখানে চাকরি করতে এসেই উনি সব জেনে গেলেন। আমি একজন পুরোনো বিধায়ক। জনপ্রতিনিধি। আমার কথার কোনও দাম নেই?

দিব্য বললেন—কিন্তু উনিও কাল সারারাত নন্দপুর গ্রামে ছিলেন। শুধু উনি নন, বিডিও ছিলেন, প্রধান ছিলেন, রিলিফ-অফিসারেরা ছিলেন। ওঁরা সবাই সরেজমিন তদন্ত করেই আমাকে রিপোর্ট দিয়েছেন এবং তার ওপর ভিত্তি করেই আমি চল্লিশটা ত্রিপল এবং প্রায় নব্বই হাজার টাকা পাঠিয়েছি। তারপর ওই গ্রাম থেকে আর কোনও ডিমান্ড আসেনি। আপনি কীসের ভিত্তিতে আবার ত্রিশটা ত্রিপল দিতে বলছেন আমি বুঝতে পারছি না।

সঙ্কর্ষণ বললেন—ওহ্ আপনিও আমার কথাতে কনভিনসড্ নন? দিব্য কিছু বলার আগেই সৃঞ্জয়ী বলল—বিধায়ক বলছেন বলেই তাঁর কথার ওপর ভিত্তি করে আমরা আরও ত্রিশটা ত্রিপল পাঠিয়ে দেব, এভাবে প্রশাসনিক কাজকর্ম হয় না। দরকার হলে আমরা বিডিওকে বলব আবার গ্রামে গিয়ে তদন্ত করতে। তিনি যদি রিপোর্ট দেন যে, ওখানকার ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের আরও কিছু ত্রিপল দেওয়া দরকার একমাত্র তখনই আমরা বিষয়টি নিয়ে ভাবতে পারি।

দিব্য বললেন—মিস সেন ঠিকই বলেছেন এম.এল.এ. সাহেব। সঙ্কর্ষণ এবার সত্যিই রাগে কাঁপতে শুরু করলেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আপনারা আমাকে অপমান করলেন।

BanglaBook.org

বিধায়কের কথার কোনও গুরুত্ব নেই আপনাদের কাছে! অথচ একজন জুনিয়র অফিসার বিডিও-র রিপোর্টকে আপনারা গুরুত্ব দিচ্ছেন? আমরা যে সারাজীবন মাঠে-ঘাটে কাটালাম, মানুষের সঙ্গে কাঁধে-কাঁধে মিলিয়ে তাদের উন্নয়নের জন্যে প্রাণপাত করলাম;—আমাদের কথার কোনও মূল্য নেই আপনাদের কাছে? ...ঠিক আছে—আমি আজই যাচ্ছি ডি. এম. সাহেবের কাছে। আমি তাঁর কাছে আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাব। এই কথা বলে সঙ্কর্ষণ আর দাঁড়ালেন না। একবার সৃঞ্জয়ীর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে গটগট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণের অস্বস্তিকর নীরবতা। তারপর দিব্য হো-হো করে হেসে উঠলেন।

সৃঞ্জয়ী বলল—এই সামান্য ব্যাপারে উনি ডি. এম-এর কাছে অভিযোগ জানাতে যাবেন? ডি.এম. আমার সম্বন্ধে খারাপ কিছু ভাববেন না তো? আমি সবে জয়েন করেছি। কাজ শুরু করতে না করতেই কমপ্লেন? তাও আবার এম.এল.এ.র মুখে...! দিব্য বললেন—কোনও ভয় নেই সৃঞ্জয়ী। একেবারে ভয় করবেন না। ডি.এম. এই বিধায়ককে জানেন। উনি কথায়-কথায় কমপ্লেন করেন। ডি.এম. আমাকে ফোন করবেন নিশ্চয়ই। আমি ওঁকে সব বলে দেব। আমাদের জেলাশাসক খুবই রিজনেবল এবং দক্ষ প্রশাসক। আপনি গতকাল থেকে আজ কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত যা করেছেন একেবারে ঠিক করেছেন। এইসব মেকি, ধান্ধাবাজ জনপ্রতিনিধিগুলোর সঙ্গে এরকমই ব্যবহার করা উচিত। আমরা সরকারি অফিসাররা এদের ভয় করে করেই মাথায় তুলেছি। আপনি আসাতে আমার খুব সুবিধে

BanglaBook.org

হচ্ছে। আপনার মতো সাহসী এবং স্ট্রেটফরওয়ার্ড একজন অফিসারের আমার দরকার ছিল। আমি ভীষণ একা হয়ে গিয়েছিলাম। এবার আমরা দুজনে মিলে এখানকার প্রশাসনকে চাঙা করে তুলব। একদিনেই আপনাকে আমি বিশ্বাস করে ফেলেছি। আপনি যা করবেন তাতেই আমার সাপোর্ট থাকবে। সৃঞ্জয়ী হেসে বলল—থ্যাংক ইউ স্যার। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব আইনসঙ্গতভাবে, ইন দ্য পাবলিক ইনটারেস্ট কাজ করতে।...

নিজের অফিস-ঘরে ফিরে এসে সৃঞ্জয়ী দেখল বয়স্ক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বিনায়ক রায় বসে আছেন। লোকটার দিকে ভালো করে তাকাল সৃঞ্জয়ী। বেশ বয়স হয়েছে বোঝা যায়। এমনিতে গায়ের রং কালো। কিন্তু মুখে যেন আলাদা একটা কালো ছোপ পড়েছে। এটা কি ওঁর রোগের লক্ষণ? চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে। যাদের রক্তে বেশি চিনি থাকে, তাদের চেহারা কীরকম ছাল-ছাড়ানো জটায়ু পাখির মতো দেখতে হয়ে যায়। বিনায়ক রায়কে সেরকমই দেখতে।

—কী ব্যাপার দাদা? কেমন আছেন?

—আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম। এখানে জয়েন করেই শুনলাম খুব কাজে লেগে পড়েছেন?

—হুঁ। ওই আর কী।—সৃঞ্জয়ী হাসল।

—শুনলুম কাল রাতে একটা গ্রামে আগুন লেগেছিল, আপনি সেখানে গিয়ে অবস্থা সামলেছেন। সেজন্যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে এলুম।

—ওয়েলকাম। আপনার শরীর কেমন চলছে?

—ওই একরকম। সুগারের রুগি। যেমন চলে আর কী?

BanglaBook.org

ইনসুলিন নিতে হয়। নানা ওষুধ খেতে হয়। বেশিক্ষণ একটানা বসে থাকতে পারি না। কাজ করতে পারি না। মাথা ঘোরে। ওষুধ-টষুধ খেয়েও আমার সুগার-লেভেল কত থাকে জানেন?

—কত?

—২২০ থেকে ২২৫।

—ওহ্ মাই গড!

—তবে আর বলছি কেন? এখন আমি প্রায় অথর্ব হয়ে পড়েছি। কাজ-টাজ তেমন করতে পারি না। এস.ডি.ও. সাহেব আমাকে লাইক করেন না আমি জানি। কিন্তু আমারও দিন ছিল। দশ বছর আগে আমি যখন আলিপুরদুয়ারে পোস্টেড ছিলাম, কী কাজটাই না করেছি। এস.ডি.ও. ছিলেন উত্তরপ্রদেশের লোক। বাচ্চা ছেলে। ২৫-২৬ বছর বয়স। নতুন বিয়ে করেছে। বউকে রেখে আসতে হয়েছিল নিজের মুলুকে। তাই প্রায়ই ছুটি নিয়ে বাড়ি পালাত। আর আমাকে একা হাতে সামলাতে হত অত বড় সাব-ডিভিশান। ওহ্ তখন কী কাজ! একদিকে কামতাপুরীদের বিক্ষোভ, একদিকে খরা, বন্যা, কথায়-কথায় মন্ত্রীদের আগমন; একা হাতে কে সামলেছে সেসব? এই শর্মা—এই বি. রায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। আর আজ আমার কোনও কদর নেই। মারাত্মক ব্লাড-সুগার আমার শরীরের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। কাকে বলব এসব কথা? মাঝে-মাঝে মনে হয় চাকরি ছেড়ে দিই। তারপরই মনে হয় খাব কী। আমার দু-মেয়ে। এক মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। আর একটা মেয়ে কলেজে পড়ে। তার বিয়ে দেওয়া বাকি। চাকরি-বাকরি আর ভালো লাগে না ভাই। প্রতিদিন ওই আদালতে বসে উকিলদের শেয়ালের মতো ঝগড়া আর

BanglaBook.org

শুনতে ভালো লাগে না। সেই একই জমি-জমার সমস্যা, একই ধরনের হিয়ারিং, তারপর একই ধরনের জাজমেন্ট। সব যেন বড় একঘেঁয়ে। তবুও তার মধ্যে আপনি এলেন—মনে হচ্ছে এক ঝলক ফ্রেশ বাতাস নিয়ে এলেন...

সৃঞ্জয়ী সর্তক হয়ে গেল। তার মানে?

—ওই বললুম আর কী। কিছু মনে করবেন না। আপনি তো আমার থেকে বয়সে অনেক ছোট। নতুন জেনারেশনের রিপ্রেসেন্টেটিভ। আপনাদের দেখলে ভালো লাগে।

বিনায়ক রায় তাঁর কথা শেষ করেছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ব্যাপার ঘটল। ঘরের পরদা সরিয়ে ঢুকল এক মাঝবয়সি মহিলা। ভীষণ মোটা। ততোধিক কালো। কিন্তু খুব চটকদার সাজগোজ। মাথায় বয়কাট চুল। কানে ঝুলন্ত দুল। খুব সম্ভবত ঝুটো মুক্তো। এই দুপুরবেলা মুখে অত্যন্ত পাউডার এবং ক্রিম মাখায় সব একসঙ্গে ফুটে উঠে একটা বিতিকিচ্ছিরি চেহারা নিয়েছে। মহিলার কপালে বিশাল গোল টিপ। মুখে কোনও সুশ্রীতা নেই। দু-চোখে বরং খর দৃষ্টি। গলায় মটরদানা হার। দু-হাতে মোটা বালা। ডান-হাতে একটা টিফিন ক্যারিয়ার। মহিলা একবার সৃঞ্জয়ীর দিকে তাকিয়েই বিনায়ককে জিগ্যেস করল—এখানে বসে তুমি কী করছ?

—এই একটু এঁর সঙ্গে আলাপ করছিলুম।—মিনমিনে স্বরে বিনায়ক বললেন।

—আলাপ করছিলুম!—মহিলা বিশ্রীভাবে ভেংচে উঠল; —যেই প্যান্ট-শার্ট পরা ছুকরি মেয়ে দেখেছ অমনি ছুঁক-ছুঁক বাই না?

ইস্ কী ভাষা! সৃঞ্জয়ীর মাথার মধ্যে দপ্ করে আগুন জ্বলে

BanglaBook.org

উঠল। তার মনে হল সে মহিলাকে বলে যে এখুনি তার ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে। এটা একটা অফিস। এখানে ভদ্রভাবে কথা বলতে হবে। কিন্তু বিনায়কের অবস্থা দেখে সৃঞ্জয়ীর মায়া হল। বিনায়ক তাড়াতাড়ি চেয়ার থেকে উঠে স্ত্রীকে বললেন—চলো চলো আমি যাচ্ছি। উনি নতুন এসেছেন। ওঁর সম্বন্ধে ওরকম বাজে ভাষা ব্যবহার কোরো না প্লিজ!

—হুঁ খুব পিরিত দেখছি! একদিনেই এত? —প্রায় বিনায়কের হাত ধরে হিড়হিড় টানতে-টানতে মহিলা বেরিয়ে গেলেন। সৃঞ্জয়ী স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। এ কোন জায়গায় এসে পড়ল সে? এত অভদ্র কোনও মহিলা হতে পারে? এত সন্দেহবাতিক? এবং তার এত কুৎসিত বহিঃপ্রকাশ? সৃঞ্জয়ীর মনটা হঠাৎই খুব খারাপ হয়ে গেল।

—আসতে পারি ম্যাডাম?

—কে?—সৃঞ্জয়ী দেখল অশেষবাবু।

—কয়েকটা ফাইল সই করার ছিল। এখন করবেন কি?

—হ্যাঁ নিশ্চয়ই।

অশেষবাবু ফাইল খুলে ধরছিল। সৃঞ্জয়ী পড়ছিল। বুঝছিল। তারপর সই দিচ্ছিল।

—আপনাকে একটা কথা বলি ম্যাডাম। আপনার থেকে আমার বয়স অনেক বেশি। আর বছর দুই আছে রিটায়ারমেন্টের। বিনায়কবাবুর স্ত্রীর ব্যবহারে কিছু মনে করবেন না। উনি এরকমই। আমরা তো মনে করি উনি কিছুটা অ্যাবনরমাল। বিনায়কবাবুর জীবনটা সত্যিই খুব প্যাথেটিক। একে নিজে সুগারের রোগী। তার ওপর বউ ওরকম। উটকো সাজ। ঝাঁজালো মেজাজ। খুব সন্দেহবাতিক।

BanglaBook.org

বিনায়কবাবু সুগারের রোগী। সুযোগ পেলেই লুকিয়ে মিষ্টি-ফিষ্টি খেয়ে ফেলেন। সেটা যাতে না খেতে পারেন তার জন্যে ওই মহিলা নিজে সেদ্ধ খাবার বয়ে নিয়ে আসেন স্বামীর জন্যে। এটাকে আপনি কী বলবেন ম্যাডাম? স্বামীর জন্যে কেয়ার কিংবা ভালোবাসাই বলবেন তো? আবার অন্যদিকে উনি স্বামীর একটু বেচাল দেখলেই ওঁর ওপর মেন্টাল টরচার শুরু করেন। এ এক বিচিত্র চরিত্র ম্যাডাম!...

সৃঞ্জয়ী অশেষবাবুর কথা শুনে অস্পষ্টভাবে হাসল। ফাইলগুলো সব সই করে দিল। অশেষবাবু চলে গেল। সৃঞ্জয়ী চেয়ারে গা এলিয়ে দিল। এখন তার মনে হচ্ছে একটু বিশ্রাম দরকার। ঘড়িতে কটা বাজে? সাড়ে তিনটে। এখনও ঘণ্টা দুই অফিসে তো থাকতেই হবে। টেবিলে কাজও অনেক জমে গেছে। বোধহয় বহুদিন কোনও অফিসার ছিল না বলেই এত কাজ জমে আছে। একটু চা খেলে বেশ হয়। সৃঞ্জয়ী কলিং-বেল বাজাল। পিয়ন এসে দাঁড়াতে সে এক কাপ চা এবং দুটো বিস্কুট আনতে বলল। পয়সাও দিল। চা খেয়ে বেশ সতেজ লাগছিল। হঠাৎ মনে পড়ল, কলকাতার বাড়িতে একবারও ফোন করা হয়নি । ফোন করা উচিত ছিল। এখন করবে? এখন হয়তো মা-বাবা দুজনেই রেস্ট করছে। সন্ধের দিকে দেখা যাবে। একটা ফোন এল। লোকাল ব্যাংক ম্যানেজারের ফোন। আগামীকাল অফিসে তিনি সৃঞ্জয়ীর সঙ্গে আলাপ করতে আসবেন। সৃঞ্জয়ী ওয়েলকাম জানাল। আবার একটা ফাইল টেনে নিল। পড়তে লাগল।

পিয়ন এসে একটা স্লিপ দিল। বাণেশ্বর মল্লিক, সাংবাদিক—

BanglaBook.org

স্লিপ পাঠিয়েছে। সাংবাদিকের তার সঙ্গে কী দরকার? মফস্‌সলের এইসব সাংবাদিকদের চরিত্র কিছু জানে সৃঞ্জয়ী। এরা সবসময় নানা ধরনের কেচ্ছার পেছনে শকুনের মতো ছুটে বেড়ায়? কী করবে সৃঞ্জয়ী? ডাকবে কি সাংবাদিককে? অশেষবাবু ঘরে ঢুকল। সৃঞ্জয়ী তাকাল। নীচু স্বরে অশেষবাবু বলল—এই বাণেশ্বর লোকটা সুবিধের নয় ম্যাডাম। সব সময় প্রশাসনের বিরুদ্ধে নিজের কাগজে লেখে। আজ বোধহয় এখানকার বিধায়কের সঙ্গে আপনার একটু কথা কাটাকাটি হয়েছে? বাণেশ্বর গন্ধে-গন্ধে ঠিক এসেছে।

—আমি যদি ওর সঙ্গে কথা না বলি?

—সেটা হবে না। ও আপনার পেছনে লেগে থাকবে ফেউয়ের মতো। তার থেকে আপনি এক কাজ করুন মাডাম?

—কী?

—আপনি ফোনে এস.ডি.ও. সাহেবের সঙ্গে একবার কথা বলে নিন।

—বেশ তাই করছি। ভালো পরামর্শের জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। অশেষবাবু হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ইনটারকম ফোনের রিসিভার তুলল সৃঞ্জয়ী। বোতাম টিপল।

—হ্যালো?—দিব্যর গলা।

—স্যার—বাণেশ্বর মল্লিক নামে একজন সাংবাদিক আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে...

—আমার কাছে পাত্তা পায়নি। তাই আপনাকে বাজাতে গেছে। এম.এল.এ. সঙ্কর্ষণ বিশ্বাসের সঙ্গে আমাদের কী কথাবার্তা হয়েছে সেই ব্যাপারে জানতে চান। খুব ডেঞ্জারাস লোক। সাবধানে

BanglaBook.org

ট্যাকল করবেন। কোনও নেগেটিভ কথা বলবেন না। ও.কে.?

—ও.কে. স্যার।

সৃঞ্জয়ী পিয়নকে বলল বাণেশ্বর মল্লিককে তার ঘরে নিয়ে আসতে।

বেঁটে, খর্বুটে চেহারার একটা লোক, রোগা ফড়িং, ধুতি-পাঞ্জাবি পরনে, চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। কুতকুতে চোখ। নাকটা টিয়াপাখির ঠোঁটের মতো। কাঁধে একটা ঝোলা ব্যাগ।

—বসতে পারি?

—হ্যাঁ বসুন।

—ধন্যবাদ। নমস্কার। আপনি বোধহয় গতকাল জয়েন করেছেন?

—হুঁ।

—এর আগে কোথায় ছিলেন?

সৃঞ্জয়ী সংক্ষেপে উত্তর দিল।

—আচ্ছা আমার পরিচয় দিই। আমি একজন রিপোর্টার। আনন্দবাজারের সঙ্গে যুক্ত আছি।...মানে মাঝে-মাঝে এখানকার খবর আনন্দবাজার পত্রিকায় পাঠাই। ছাপা হয়। ওরা আমার নামে চেক পাঠিয়ে দেয়। এ ছাড়া আমি একটা সাপ্তাহিক কাগজও বের করি। কাগজটার নাম মফস্‌সলবার্তা। এই যে কয়েকটা কপি আপনার জন্যে এনেছি। আমরা এরকম প্রায়ই আসব। খবর-টবর তো চাই আমাদের বুঝলেন কি না? তা না হলে কাগজ চলে কী করে? আপনারা হলেন এখানকার প্রশাসনের মাথা। আপনাদের সাহায্য না পেলে...'মফস্‌সলবার্তা'-র সংখ্যাগুলো উলটে পালটে দেখছিল সৃঞ্জয়ী।

BanglaBook.org

নিতান্ত মামুলি কাগজ। সব মফস্‌সল থেকেই এরকম প্রকাশিত হয়। ছাপার মান খুব খারাপ। এখনও লাইনো প্রেসে ছাপা। অনেক জায়গায় পড়াই যায় না।

—আপাতত আপনার প্রয়োজনটা কী? —সৃঞ্জয়ী জিগ্যেস করল।

— আচ্ছা আজ কি আমাদের এখানকার এম.এল.এ. সাহেব এই অফিসে এসেছিলেন?

—এসেছিলেন।

—উনি কিছু দাবি নিয়ে এসেছিলেন?

—দাবি?—না তো...

—নন্দরামপুরে গতরাতে যে আগুন লেগেছিল, তাতে নাকি ক্ষতিগ্রস্থদের জন্যে যথেষ্ট সংখ্যায় ত্রিপল পাঠানো হয়নি?

—নাহ সেরকম অভিযোগ তো উনি কিছু করেননি। উনি শুধু বলেছেন, আরও কিছু ত্রিপল পাঠালে ভালো হয়। আমরা বলেছি চেষ্টা করে দেখব।

—শুধু এটুকু? আর কিছু না?

—নাহ...

—কোনও তর্কাতর্কি?

এম. এল. এ. সাহেবের সঙ্গে তর্ক করব কেন? তিনি তো জনপ্রতিনিধি। নিজের এলাকার মানুষের জন্যে তিনি তো বলবেনই।

—তা বটে। তা বটে। আচ্ছা এবার উঠি?

—হ্যাঁ আসুন।

সাংবাদিক বাণেশ্বর চলে যাওয়ার পর সৃঞ্জয়ীর মুখে একটু

BanglaBook.org

হাসি ফুটে উঠল। লোকটা খুব ধুরন্ধর। তার কাছে আসার আগে নিশ্চয়ই বিধায়ক সঙ্কর্ষণ বিশ্বাসকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছে লোকটা। আর সঙ্কর্ষণ তার সব রাগ ঝেড়েছে প্রশাসনের বিরুদ্ধে। এবার দেখা যাক, সব মিলিয়ে জুলিয়ে লোকটা নিজের কাগজে কী লেখে।

কাজ করতে-করতে কখন সন্ধ্যা নেমে এল। ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে সার্কিট হাউসে ফেরার জন্য গাড়িতে উঠল সৃঞ্জয়ী। সার্কিট হাউসে এসে নিজের ঘরে ঢুকে, দরজাটা ভেজিয়ে, ফ্যান অন্ করে সবে সোফায় গা এলিয়ে বসেছে সৃঞ্জয়ী, দরজায় ঠকঠক।—হ্যাঁ ভেতরে আসুন বলায় কেয়ারটেকার নমস্কার জানিয়ে বলল—আপনার নামে দুটো চিঠি আছে মাডাম।

—চিঠি?

—হ্যাঁ। এই যে।—দুটো খাম বাড়িয়ে দিল কেয়ারটেকার। দরজা ভেজিয়ে কেয়ারটেকার চলে গেলে খামদুটো ছিঁড়ল সৃঞ্জয়ী। প্রথম চিঠিটা দেখে সে অবাক হয়ে গেল। বিনায়ক রায়-এর লেখা। হাতের লেখা পিঁপড়ের ঠ্যাঙের মতন। কিন্তু পড়া যায়। বিনায়ক লিখেছেন—

BanglaBook.org

মিস সেন,

আজকের ঘটনায় প্লিজ কিছু মনে করবেন না। আমার স্ত্রী ওরকমই। সময়ে-অসময়ে অস্বাভাবিক আচরণ করেন। কী করছেন, কী বলছেন উনি নিজেই হয়তো জানেন না। ওঁকে নিয়ে আমাকে অনেক জায়গায় অপদস্থ হতে হয়েছে। কিন্তু কী করব? এটাই জীবন। আপস করতে হয়েছে। অন্য

কিছু করার আমার আর ক্ষমতা নেই। আপনি বুদ্ধিমতী। আশা করি বুঝবেন।

শুভেচ্ছান্তে,

বিনায়কের জন্যে সত্যিই দুঃখবোধ করল সৃঞ্জয়ী। আগামীকাল অফিসে সে ওঁকে বলে দেবে যে সে কিছু মনে করেনি।

দ্বিতীয় খামটা এবার ছিঁড়ল সৃঞ্জয়ী। আরে! এটা তো একটা ছোট কাগজের স্লিপ। দিব্যর বড়-বড় হাতের লেখা।—সৃঞ্জয়ী, আমি সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ সার্কিট হাউসে যাব। একা-একা সময় কাটে না। আড্ডা দেব। তার সঙ্গে কিঞ্চিৎ পানভোজন। আপত্তি নেই তো? ও.কে.?

At 7.30 p.m. Sharp.

দিব্য আসবেন এখানে? আড্ডা? সেটা ঠিক আছে। কিন্তু পানভোজন? ও বস্তুটাতে খুব অভ্যস্ত নয় সৃঞ্জয়ী। তবুও...। আচ্ছা দিব্যর একা লাগে কেন? ওঁর তো ফ্যামিলি আছে? নাকি উনি এখনও অবিবাহিত? সৃঞ্জয়ী উঠে পড়ে। তাকে তৈরি হতে হবে।

BanglaBook.org

॥ ৮ ॥

আয়নার সামনের দাঁড়িয়ে সৃঞ্জয়ী নিজেকে অনেকক্ষণ ধরে সাজাল। তার আগে গা ধুয়েছে সার্কিট হাউসের ঠান্ডা জলে। এখানকার জলের কোয়ালিটি সত্যিই ভালো। হাউসের জমিতে এক বিশাল বড় এবং

গভীর ইঁদারা আছে। সেই ইঁদারা থেকে পাম্পের সাহায্যে জলের ট্যাংকে জল তুলে রাখা হয়। সেই জলই খাওয়া হয়। তবে তা অ্যাকোয়াগার্ডের সাহায্যে বিশুদ্ধ করে নিয়ে। গা ধুয়ে, গা মুছে চানঘরের বিশাল আয়নার সামনে নিজের ভয়ংকর নগ্নতা নিয়ে দাঁড়াল সৃঞ্জয়ী। অনেকদিন থেকেই এটা তার অদ্ভুত এক বিলাসিতা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের নগ্ন শরীরকে বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখা। কী যে ভালো লাগে নিজেকে এভাবে দেখতে আয়নার প্রতিফলনে। যেন নিজেকেই বারবার আবিষ্কার করা। আচ্ছা এটাকেই কি নার্সিসিজম বলে? জলে স্নিগ্ধ, সতেজ শরীরটার দিকে তাকিয়েছিল সৃঞ্জয়ী। দেখছিল আর বিস্মিত হচ্ছিল। এরকম একটা অপরূপ শরীর তাকে ঈশ্বর দিয়েছেন? ঈশ্বর? কে জানে ঈশ্বর দিয়েছেন কি না? ঈশ্বর বলে সত্যিই কি কেউ আছেন?বরং বলা যায় সে এই শরীর জন্মসূত্রে পেয়েছে। তার বাবা যথেষ্ট পুরুষালি। তার মাকে সুন্দরী বলা চলে। কী নিটোল ছোট্ট ছোট্ট দুটো স্তন এই শরীরে। স্তনদ্বয়ের আকার বিশাল হলে যেন তা সহ্য হত না সৃঞ্জয়ীর। স্তনের বোঁটাদুটি কালো নয়, বাদামি-রং। এই বাদামি রং কোথা থেকে এল? এই মুহূর্তে তার ডান স্তনে এক বিন্দু জল থমকে আছে। যেন একখণ্ড মুক্তো। আর কেউ না জানুক সৃঞ্জয়ী জানে তার এই স্তনে এখনও কোনও পুরুষের লোভী হাত পড়েনি। একমাত্র একদিন হীরক অতর্কিতে তার এক স্তনে (কামিজের ওপর) হাত রেখে চুমু খেতে চেয়েছিল। সেদিন থেকেই হীরককে সে নিজের জীবন থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছে। অমেরিকাতে হীরক যত বড় চাকরিই করুক, যতই নানা সম্পদ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের লোভ দেখাক; যতই তার বাবা-মা

BanglaBook.org

তাকে জোর করুক; সে হীরককে বিয়ে করবে না, করবে না, করবে না। নিজের চাকরি ছেড়ে হীরকের বাঁদি হতে সে আমেরিকায় যাবে না। মাঝে-মাঝে সৃঞ্জয়ীর খুব হতাশা জাগে। কেউ কি তাকে সত্যিকারের ভালোবাসবে না?...আচ্ছা সত্যিকারের ভালোবাসা বলে কি আদৌ কিছু হয়? হ্যাঁ হয়। নিশ্চয়ই হয়। কেউ খুঁজে পায়। কেউ পায় না। পৃথিবীতে যত হিংসা বাড়ুক, উগ্রপন্থা বাড়ুক, যুদ্ধে, বোমাবর্ষণে, আতঙ্কবাদীদের ষড়যন্ত্রে যতই মানুষের মৃত্যু হোক; শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে ভালোবাসা। শেষ পর্যন্ত মানুষের সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখবে ভালোবাসা। সেই ভালোবাসার মূল হচ্ছে মানুষ ও মানুষীর প্রেম। সৃঞ্জয়ী যদি কোনওদিন বুঝতে পারে কোনও পুরুষ তাকে সত্যিকারের ভালোবাসছে, তাহলে এই শরীর সে সেই পুরুষকে নিঃসংকোচে বিলিয়ে দেবে। কিন্তু এখন সে আয়নার সামনে একা। কোনও পুরুষ নেই যে তাকে ভালোবেসে বুকে টেনে নেবে। যেন সেই অভিমানেই সৃঞ্জয়ী নিজের ফলের মতো স্তনযুগল নিজের দু-হাতে মোচড় দেয়; বোঁটায় ধীরে-ধীরে আঙুল বোলাতে থাকে। আর তার সারা শরীরে শিহরণ জাগতে থাকে। তার দুই চোখে যেন ঘুম নেমে আসে। চানঘর থেকে সে ঘরে আসে। ঘরের দরজা বন্ধ। জানলা বন্ধ। শুধু পূর্ণ গতিতে ফ্যান। ধবধবে বিছানা। মাথার বালিশ। পাশবালিশ। সৃঞ্জয়ী টলতে-টলতে বিছানায় ছেড়ে দেয় নিজেকে। একটা পাশবালিশ টেনে নিয়ে দুই উরুর মধ্যে গুঁজে দেয়। সে বুঝতে পারে তার যোনিপ্রদেশ উষ্ণ ও সজল হয়ে আসছে। সে চোখ বুজিয়ে শুয়ে থাকে। তার সারা শরীর কাঁপতে থাকে। এইসময় সে কল্পনা করে কোনও পুরুষ তাকে নির্মমভাবে ধর্ষণ করছে; নির্মমভাবে অথচ

BanglaBook.org

ভালোবেসে ধর্ষণ করছে। সে বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে থাকে। তারপর ধীরে-ধীরে শান্ত হয়। ঘড়ির দিকে তাকায়। প্রায় সাতটা বাজে। এসব কী পাগলামি করছে সে? একটু বাদেই তো দিব্য আসবে। সে ধীরে-ধীরে বিছানা থেকে উঠে পড়ে। পাশবালিশটাতে একটা দাগ হয়ে গেছে। লজ্জা পায় সৃঞ্জয়ী। ওয়াড়টা নিজেই কেচে দেবে সে। এখানকার কাজের লোক যেন টের না পায়। প্যান্টিটা গলিয়ে নেয়। তারপর একটা সিগারেট ধরায়।

আজ সন্ধেবেলা দিব্যকে অভ্যর্থনা করার জন্যে কী পোশাক পরবে সৃঞ্জয়ী? শাড়ি? না সালোয়ার কামিজ? শাড়িই পরবে। একটু আলগা থাকতে ভালো লাগছে। আঁটসাঁট পোশাক এখন শরীরে সইবে না। একটা সবুজ সিল্ক পছন্দ করল সৃঞ্জয়ী। ভেতরে বুটির ছোট-ছোট কাজ। আর অফ-হোয়াইট স্লিভলেজ ব্লাউজ। কিছুক্ষণের মধ্যেই তৈরি হয়ে নিল সৃঞ্জয়ী। চুলে হালকা ব্রাশ করল। কপালে একটা সবুজ টিপ। ডান হাতে ঘড়ি। বাঁ-হাতে সোনার চেন। ঠোঁটে লাগাল হালকা লিপস্টিক-সবুজাভ। চোখের পাতায় কিঞ্চিৎ মাশকারা। গলায় পরল ধর্মতলার ফুটপাত থেকে কেনা পোড়ামাটির একটা মালা। কানে পোড়া মাটির দুল। এসব সস্তা অলংকার। কিন্তু পরলে খুবই আধুনিক দেখায়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখল সৃঞ্জয়ী। নিজেকে দেখতে ভালোই লাগছে। কেন এত সেজেছে হঠাৎ? দিব্যকে ইমপ্রেস করতে? ধুর! দিব্য তো তার বস। তার থেকে অন্তত দশ বছরের সিনিয়র বয়সে এবং চাকরিতে। দিব্য নিশ্চয়ই বিবাহিত। তাঁর স্ত্রী আছে। সংসার আছে। দিব্যকে ইমপ্রেস করে তার লাভ? কোনও ঠুনকো ভালোবাসার সম্পর্কের মধ্যে সে জড়িয়ে পড়তে

BanglaBook.org

রাজি নয়। এমনি সাজতে ভালো লাগল তাই সাজল। যখন যা মনে চায় তখন সেটা করাই তো ভালো। ঘণ্টাখানেক আগের শরীরের সেই উত্তেজনা এখন কোথায় হাওয়া হয়ে গেছে। এখন সৃঞ্জয়ী আবার শান্ত, অনুত্তেজিত, সচেতন, স্বাভাবিক মানসিকতার এক প্রশাসক। সে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখল, ডাইনিং পারলারের লম্বা টেবিলে সার্কিট হাউসের কর্মচারীরা কয়েকটা প্লেট সাজিয়ে রাখছে। একটা প্লেটে আছে কুচি-কুচি করে কাটা শশা, আর একটা প্লেটে আপেলের টুকরো, আর একটা প্লেটে কাজুবাদাম।

সৃঞ্জয়ী অনুমানে বুঝেছিল। তবুও জিগ্যেস। করল—কার জন্যে এসব ব্যবস্থা?

একজন জানাল—ম্যাডাম সাহেব আসবেন একটু পরে। আপনিও তো থাকবেন। সাহেব বললেন।

—ও।—এখন সৃঞ্জয়ী একা-একা কী করে? তার ঘরে একটা টিভি আছে বটে। কিন্তু টিভি দেখার অভ্যাস তার একেবারেই নেই। সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। দিব্য দেরি করছে কেন? সৃঞ্জয়ী একবার বাইরের বারান্দায় পায়চারি করে এল। এই সার্কিট হাউসের অবস্থানটাই শহর থেকে একটু তফাতে। ফলে চারপাশ নির্জন। আশেপাশে তেমন জনবসতি নেই। আকাশকে কী বিশাল মনে হচ্ছে। ফুটে আছে অসংখ্য তারা। ফুটফুট করছে চারদিক। সৃঞ্জয়ীর মনে পড়ল মা-বাবার কথা। সকাল থেকে আজ একবারও ফোন করা হয়নি। এখন ফোন করলে কেমন হয়? এখন বাবা আর মা দুজনেই হয়তো টিভির সামনে বসে আছে। সৃঞ্জয়ী মুঠোফোনে ডায়াল করতে যাচ্ছিল হঠাৎ গাড়ির আওয়াজ পেল। গেট দিয়ে দু-চোখে উজ্জ্বল

BanglaBook.org

আলো জ্বেলে একটা গাড়ি ঢুকছে। নির্ঘাত ওটা দিব্যর গাড়ি। ফোনটা আপাতত বন্ধ রাখল সৃঞ্জয়ী। মোরাম বিছানো রাস্তার ওপর সরসর আওয়াজ তুলে গাড়িটা এসে দাঁড়াল। প্রথমে নামল পুলিশের ইউনিফর্মে সিকিউরিটি। তার হাতে কাগজে মোড়া দুটো বোতল। তারপর দিব্য নামলেন। সামনে সৃঞ্জয়ীকে দেখে বললেন—কী ব্যাপার মিস সেন এখানে দাঁড়িয়ে?

—আপনাকেই ওয়েলকাম করতে স্যার।

—আমাকে ওয়েলকাম করতে? হা হা হা হা...বেশ বলেছেন। লেটস গো ইনসাইড। আসলে একটু দেরি হয়ে গেল। বেরোবার মুহূর্তে এস. ডি. পি.ও চলে এল। একটা সিরিয়াস কেস নিয়ে আলোচনা করতে। ওর নাম সুকান্ত ঘোষ। পরিচয় হয়েছে?

—নাহ্ স্যার।

—হয়ে যাবে পরিচয়। সুকান্ত খুব ভালো ছেলে। কোনও ইগো-টিগো নেই। এবং কাজের ছেলে।

কথা বলতে-বলতে দিব্য ডাইনিং পারলারে ঢুকে এলেন। সার্কিট হাউসের অন্যান্য কর্মচারীরা এবং কেয়ার-টেকার তাকে সেলাম দিচ্ছে। দিব্য কেয়ার-টেকারের দিকে তাকিয়ে বললেন—ফল এবং বাদাম সব ঠিকঠাক রাখা আছে। আর লাগবে কয়েক জাগ জল আর বরফ। তারপর আর তোমাদের লাগবে না। আধঘণ্টা বাদে আমার বোনলেস চিকেন লাগবে বেশ কিছুটা। তারপর সাড়ে নটা নাগাদ ডিনার। ও.কে.?

কাজ বুঝে নিয়ে সবাই চলে গেল। এবার দিব্য তাঁর সিকিউরিটিকে ডাকলেন—দেবাশিস—

BanglaBook.org

—স্যার?

—তুমি বোতল দুটো খুলে দিয়েছ?

—হ্যাঁ স্যার। ওখানে রেখেছি।

টেবিলের মাঝখানে দুটো বোতল। ব্যবহারের অপেক্ষায়। দিব্য বললেন—ঠিক আছে। ভেরি গুড।—তারপর পকেট থেকে একটা একশো টাকার নোট বের করে দেবাশিসের হাতে দিয়ে বললেন—তোমরা গাড়ি নিয়ে এখন চলে যাও। এখানে বাইরে বসে-বসে মশার কামড় খেতে হবে না। তুমি আর ড্রাইভার দুজনে এই টাকায় খাওয়াদাওয়া করে ঠিক দশটা নাগাদ আসবে। এখন আমার গাড়ি লাগবে না। যদি হঠাৎ কোনও প্রয়োজন হয়, তোমার মোবাইলে আমি ফোন করে দেব। দেবাশিস স্যালুট করে দিব্যর কাছ থেকে সাময়িক বিদায় নিল।

একটা চেয়ারে আরাম করে বসে দিব্য বললেন—বাহ্ আপনি তো বেশ সেজেছেন দেখছি। ইউ আর লুকিং গ্রেসফুল। যে কোনও মেয়ের মতোই রূপের প্রশংসায় সৃঞ্জয়ী খুশি হল। তবে প্রসঙ্গটা পালটাবার জন্য তাড়াতাড়ি বলল—স্যার আমি একটা ব্যাপার লক্ষ করলাম—

—কী বলুন তো?

—দেখলাম যে আপনি অধস্তন কর্মচারীদের কথাও ভাবেন। আমি অনেক এস.ডি.ও., এ.ডি.এম, ডি.এম.-কে দেখেছি যাঁরা রাতে যখন কোথাও ফুর্তি করতে যান, ড্রাইভার, সিকিউরিটি এদের কথা মনেই থাকে না। রাত গভীর হয়ে গেলেও ফুর্তির ফোয়ারা ছোটে, আর ওরা ছোট কর্মচারী অভুক্ত অবস্থায় অন্ধকারে বসে-বসে মশার

BanglaBook.org

কামড় খায় আর সাহেবদের বেলেল্লাপনা নিয়ে হাসিঠাট্টা করে। আপনি কিন্তু সেরকম নয়। আপনি প্রথমেই খাওয়ার বন্দোবস্ত করে ওদের একটু ছুটি দিয়ে দিলেন, যাতে ওরা বাইরে বসে-বসে ক্লান্তিবোধ না করে। আমরা প্রশাসনে থেকে যেসব বড়-বড় কাজ-কারবার নিয়ে ব্যস্ত থাকি, সেসবের কাছে এই ছোট্ট ব্যাপারগুলো কিন্তু কিছুই নয়। কিন্তু আমি মনে করি এইসব ছোটখাটো কাজেই লুকিয়ে থাকে একজন প্রশাসকের হিউম্যান টাচ।

—বাহ! বাহ! নাইস! ইউ আর ভেরি সেনসিটিভ। ভেরি প্রমিসিং অফিসার। আজকাল কত নতুন ছেলেমেয়েকে দেখছি আমাদের সিভিল সার্ভিসে আসছে। তাদের অধিকাংশদের দেখে মনে হয় তারা প্রথম থেকেই বড় বেশি প্রফেশনাল। হিউম্যান ভ্যালুজ-ট্যালুজ-এর অত ধার ধারে না। অবশ্য আমার দেখাতে ভুল থাকতে পারে।...এনিওয়ে মদের বোতল আর খাবার সাজিয়ে রেখে এত পোলেমিকাল ডিসকাশন ভালো লাগছে না। লেট আস স্টার্ট...। আপনি কি হুইস্কি নেবেন?

—স্যার ড্রিংকসটা এড়াতে পারলেই আমার ভালো হত। আমি ঠিক ওসব পারি না।

—আমি ইনসিস্ট করব না। বাট অ্যাট লিস্ট ইউ মাস্ট টেক সাম জিন উইথ লাইম। আমি জিনও এনেছি। পিওরলি লেডিস ড্রিংক। নো কিক। নো ইনটক্সিকেশন।...ইউ ক্যান হ্যাভ কনফিডেন্স অন কী।

—ও.কে. স্যার। আপনি যখন বলছেন...আমাকে এক পেগ জিন দিন। শশা, আপেল, বাদাম সহযোগে পানভোজন শুরু হয়ে

BanglaBook.org

গেছে। দিব্য হুইস্কি নিয়েছেন। দামি হুইস্কি। একটু ঘন-ঘন খাচ্ছেন। আচ্ছা দিব্য যদি আজ মাতাল হয়ে যান? তাহলে কী ঘটবে? উনি কি কোনও অস্বাভাবিক আচরণ করবেন সৃঞ্জয়ীর সঙ্গে? ওঁর অথরিটির সুযোগ নিয়ে উনি কি...? সৃঞ্জয়ী ভাবনাটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে চাইল। দিব্য যদি অন্যরকম আচরণ করেন তাহলে সেও ছেড়ে দেবে না। সে তার লুকোনো দাঁত-নখ বের করবে। সেই হিংস্র সৃঞ্জয়ীকে দিব্য চেনেন না। ভালোবাসাহীন শরীরের খেলায় সৃঞ্জয়ী কোনওদিনই কোনও পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না। কিন্তু সে এরকম ভাবছে কেন? দিব্য একা থাকেন। সারাদিন কাজ করেন। কাউকে পান না একটু গল্প করার মতো। সুতরাং আজ এখানে সময়টা ভালোভাবে কাটাতে এসেছেন। সৃঞ্জয়ী কেন এসব ভাবছে যে, দিব্য মদ খাওয়ার পর তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবেন? দিব্যর পরনে একটা জিনস্ ট্রাউজার আর মেরুন পাঞ্জাবি। দীর্ঘ চেহারা দিব্যর। শরীরে মেদ তেমন নেই। চিবুকে অল্প একটু দাড়ি-ফ্রেঞ্চকাট। ব্যাকব্রাশ চুল। সৃঞ্জয়ী মনে-মনে ভাবছিল, দিব্যকে কিন্তু হ্যান্ডসাম বলা যায়।

—আপনি তো একবারেই নিচ্ছেন না? খান? দু-এক পেগ জিন খেলে কিছু হবে না।

—না এই তো স্যার সিপ দিচ্ছি।—সৃঞ্জয়ী একটা চুমুক দিল গ্লাসে।

—কিছুক্ষণ আগে ডি.এম. ফোন করেছিলেন;—সিগারেট ধরিয়ে দিব্য বললেন;—এম.এল.এ. সঙ্কর্ষণ বিশ্বাস লোকটা সত্যি বাজে। ও আজ বিকেলেই ডি.এম. সাহেবের কাছে গিয়ে আমার

BanglaBook.org

আর আপনার নামে নালিশ করেছে। আমরা নাকি ওর কথায় পাত্তা দিইনি। নন্দপুরের ক্ষতিগ্রস্থ মানুষেরা ঠিকমতো ত্রাণও পায়নি।

—তাই নাকি? কিন্তু এটা তো স্যার মিথ্যে কথা। ডি. এম. সাহেব ওঁর কথায় কি বিশ্বাস করেছেন?

—আরে নাহ। আমাদের ডি. এম. খুব ইয়াং, এনার্জিটিক মানুষ চিনতে পারেন খুব ভালো। ভদ্রলোক মহারাষ্ট্রের ক্যাডার। নাম মাধব রাও আপ্তে। নন্দপুরের ফায়ার কেসে যা করা হয়েছে তার ডিটেলড রিপোর্ট আমি আজ সকালেই ডি.এম.-কে পাঠিয়েছি। উনি সঙ্কর্ষণ বিশ্বাসকে ভালোই চেনেন। এসব লোক যে পোলিটিকাল মোটিভেশন ছাড়া কাজ করে না তা উনি জানেন। উনি আমাকে বললেন, আপনি যা করেছেন ঠিক করেছেন। এম.এল.এ.-র কথা পাত্তা দেবেন না। আর একটা কথা উনি বলেছেন—দিব্য থামলেন। ইতিমধ্যে সার্কিট হাউসের কেয়ারটেকার দু-প্লেট চিলি চিকেন নিয়ে এল। তার সঙ্গে বেশ কিছু চাপাটি। দুটো প্লেটে দুজনের জন্যে সাজিয়ে দিল সবকিছু। তারপর চলে গেল।

সৃঞ্জয়ী বলল—স্যার আজকের ডিনারও কি আপনার সৌজন্যে?

—ইয়েস। আপনি এসেছেন আপনাকে ওয়েলকাম জানাতে হবে না? আমি ছাড়া আর কে দেবে সেই ওয়েলকাম? হ্যাঁ আর একজন আছে অবশ্য। এস. ডি. পি. ও.। সুখেন—ভদ্র। ওর টাইটেল ভদ্র আবার ও খুব ভদ্র ছেলে। একেবারে আনলাইক পোলিশ। কাজকর্ম করে ভালোই। কিন্তু পুলিশদের যেমন সারাদিনই পুলিশের মতো কেটে যায়। সুখেন তেমন ছেলে নয়। চাকরির বাইরেও ও

BanglaBook.org

একটা নিজের মতো জীবন মেইনটেইন করে। কবিতা পড়তে ভালোবাসে। নিজে ভালো রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়। ওর বউটিও বেশ টুকটুকে সুন্দরী। ফিলজফিতে এম.এ. পাশ করে এখন কী নিয়ে বেশ রিসার্চ করছে।

—এস.ডি.পি.-ও-র ফ্যামিলি কি এখানেই থাকেন?

—হ্যাঁ এখানেই থাকে। ক্রমে আলাপ হয়ে যাবে আশা করি।

—আসুন এবার ডিনারটাও শুরু করি।

—কিন্তু স্যার এত সব আয়োজন...আমি কিছু জানি না।

—আপনার মনে বোধহয় একটা সন্দেহ আছে সৃঞ্জয়ী, সন্দেহ থাকাটাই স্বাভাবিক; কিন্তু আমার সেটা পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত।

—কী সন্দেহ স্যার?

—এই যে ধরুন আমরা ড্রিংক করছি; তারপর ফ্রুটস কেনা হয়েছে, কাজুবাদাম কেনা হয়েছে, চিলি চিকেন-রুটি,—এসব ব্যাপারে আপনার সন্দেহ থাকতেই পারে যে, সমস্ত খরচটা হয়তো আমার হুকুমে সরকারি কোষাগার থেকেই যাবে। অনেক এস.ডি.ও., অনেক ডি. এম. হয়তো সেরকমই করে থাকেন। তাঁরা মনে করেন এসব তাঁদের বার্থ-রাইট। তাঁরা সরকারের হয়ে এত গুরুত্বপূর্ণ সব কাজকর্ম করছেন, আর তাঁদের ফুর্তির জন্যে সরকারি কোষাগার থেকে এই টাকা খরচ হবে এ তো খুব স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁরা একবারও হয়তো ভাবেন না যে, সরকারি কোষাগারের সব টাকাই হল পাবলিক মানি। মানুষ যে আয়কর দেয় সেই টাকাই তো সরকারি রাজস্ব। সেই রাজস্ব আমাদের ব্যক্তিগত ফুর্তির কাজে ব্যবহার করার কোনও অধিকার আমাদের নেই। আমি এভাবেই দেখি বিষয়গুলো। আজ এখানে যা

BanglaBook.org

কিছু খাদ্য আমরা খাচ্ছি, তার প্রতিটা কেনা হয়েছে আমার পয়সা দিয়ে। নাজিরবাবুকে আমি এখানে ব্যবহার করিনি। সুতরাং আপনি বিনা অস্বস্তিতে সব খাবার গ্রহণ করতে পারেন।

—স্যার, আপনার এই আদর্শবাদ আমার খুব ভালো লাগছে। সত্যিই এতক্ষণ আমার মনে একটা অস্বস্তি ছিল। আপনার কথা শুনে তা কেটে গেল। কিন্তু এখনও একটা অস্বস্তি আছে?

—কী অস্বস্তি?

—আপনি নিজে সব খরচ করতে গেলেন কেন? আমিও তো কিছু শেয়ার করতে পারতাম?

—হা হা হা হা —দিব্য হাসলেন;—আরে দিন কি পালিয়ে যাচ্ছে? আজ আমি ডিনার দিলাম। আর, একদিন আপনি দেবেন...

—ঠিক আছে স্যার তাই হবে। এখন বলুন তো ডি.এম. সাহেব আমার সম্বন্ধে কী বলছিলেন?

—হ্যাঁ। ডি. এম. আপনার সম্বন্ধে খুব প্রশংসা করছিলেন। আপনি যেভাবে নন্দপুর গ্রামের অগ্নিকাণ্ড সামলেছেন তাতে উনি খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করেছেন। এ ছাড়া উনি আপনি আগে যে জেলাতে কাজ করছেন সেখানকার ডি.এম.-কে আপনার বিষয়ে জিগ্যেস করেছেন। তিনি বলেছেন আপনি খুব সাহসী, দক্ষ এবং পরিশ্রমী অফিসার। শুনে আমার ভালো লাগল।

—শুনে আমারও ভালো লাগল। হায়ার অফিসারদের কাছ থেকে এভাবে অ্যাপ্রিসিয়েসশন পেলে কাজ করতে খুব উৎসাহ জাগে স্যার।

—হ্যাঁ ঠিকই তো।

BanglaBook.org

দিব্য গুনে-গুনে ঠিক চার পেগ হুইস্কি খেলেন। সৃঞ্জয়ী ওই এক পেগ জিন নিয়েই বসে রইল। দিব্য সেটা লক্ষ করলেন, কিন্তু আর জোরাজুরি করলেন না। এরপর ডিনার-পর্ব চলল। কেয়ারটেকার একবার এসে জিগ্যেস করে গেল আর কিছু লাগবে কিনা। গ্লাসে জল ভরতি করে দিল। নাহ্ আর কিছু লাগবে না। যা খাবার আছে তা যথেষ্ট । খেতে খেতে সৃঞ্জয়ী বলল—স্যার একটা কথা জিগ্যেস করব?

—নিশ্চয়ই। বলুন।

—স্যার, সাতখালি ব্লকের ধরমপুর গ্রাম-পঞ্চায়েতের প্রধান বৈকুণ্ঠ মণ্ডল। এর বিষয়ে কিছু জানতে চাই।

মাংসের হাড় চিবোচ্ছিলেন দিব্য। হঠাৎ থেমে গেলেন। তাঁর চশমার ওপারে বড়-বড় দুই চোখ ঈষৎ লালবর্ণ। তিনি কপাল কুঁচকে সৃঞ্জয়ীর দিকে তাকালেন—আপনার কাছেও খবর এসে গেছে?

—হ্যাঁ স্যার। শুনলুম লোকটা খুব সেয়ানা এবং দুর্নীতিগ্রস্ত। প্রধান হিসেবে নাকি এলাকার উন্নয়নের কাজ কিছুই করে না।

—ঠিকই শুনেছেন। বৈকুণ্ঠ মণ্ডল একজন ক্রিমিনাল। এবং খুব বুদ্ধিমান ক্রিমিনাল। ক্রিমিনালরা যদি বুদ্ধিমান হয় তাহলে তাদের ডিল করা বেশ ডিফিকাল্ট।

—কিন্তু এটা তো চলতে দিতে পারা যায় না স্যার। আমি দেখলাম গ্রাম-পঞ্চায়েতের নানা খাতে উন্নয়নের টাকার কী খরচ-খরচা হয়েছে তার মাসিক রিপোর্ট সব প্রধানকে বিডিওদের মারফত আপনার কাছে পাঠাতে হয়। সব প্রধানই এই রিপোর্ট নিয়মিত পাঠায়, শুধু বৈকুণ্ঠ মণ্ডল ছাড়া। গত ছ-মাস সে কোনও রিপোর্ট

BanglaBook.org

দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেনি। আমি সাতখালির বিডিও প্রসূনকে জিগ্যেস করলাম। ও বলল, বারবার রিকোয়েস্ট করা সত্ত্বেও প্রধান রিপোর্ট পাঠায় না।

—হ্যাঁ ঠিকই।—দিব্য বললেন;—বৈকুণ্ঠ মণ্ডলের ভাবসাব এমন যে সে যেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে পরোয়াই করে না। আগে ও সি.পি.এম-সমর্থিত প্রধান ছিল। কিন্তু ক্রমশ দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ায় পার্টি ওকে এক্সপেল করেছে। কিন্তু গ্রাম-পঞ্চায়েতের অন্যান্য মেম্বারদের সমর্থনের জোরে ও এখনও প্রধান হিসেবে টিকে আছে। আমি নিজে ওর ক্যাশবুক চেক করেছি, ওর অফিসে ইনসপেকশন করেছি; কিন্তু কোথাও কোনও গরমিল পাইনি। তাহলে ওকে ধরব কীভাবে?

—স্যার এই প্রধানকে আমি একটু বিশেষভাবে দেখতে চাই।

—দেখতে চান? বুঝেছি।...কিন্তু খুব সাবধান। বৈকুণ্ঠ একজন পাকা ক্রিমিনাল। যে-কোনও সময় যে-কোনওরকম ক্ষতি করে দিতে পারে। তার ওপর আপনি একজন মহিলা...

—স্যার মহিলা বলে আমাকে আন্ডার এস্টিমেট করছেন? এটা আপনার থেকে আশা করিনি।

—নাহ। তা নয়। ডোন্ট মিসআন্ডারস্ট্যান্ড মি। তবুও...আচ্ছা আপনি চেষ্টা করে দেখুন বৈকুণ্ঠকে সিধে করতে পারেন কি না। আমি এস.ডি.পি.ও.-কে বলে রাখব। বৈকুণ্ঠের অফিসে আপনি যদি কখনও যান সিকিউরিটি ছাড়া যাবেন না। এটা আমার অনুরোধ।

—ঠিক আছে স্যার। তাই হবে।

খাওয়া শেষ। দিব্য বেসিনে হাত ধুয়ে নিলেন। তারপর ঘুরে

BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে বললেন—অনেকদিন পর আজ দিনটা একটু অন্যরকম কাটল। থ্যাংক ইউ ফর ইওর কম্প্যানি।

—থ্যাংক ইউ স্যার। আমারও ভালো লাগল।

—আপনার বাড়িতে কে-কে আছে?

—বাবা আর মা।

—ওহ্। তাঁদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ রাখেন তো?

—হ্যাঁ চেষ্টা করি।

কথা বলতে-বলতে দিব্য সার্কিট হাউসের বারান্দায় এলেন। দেবাশিস এবং ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে হাজির।

—আচ্ছা চলি। —দিব্য হাসলেন। হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। সৃঞ্জয়ী হাত বাড়াল। একটা উষ্ণ অনুভব।

—স্যার আপনার ফ্যামিলি আছে তো? তাহলে একা থাকেন কেন? আচমকা সৃঞ্জয়ীর মুখে প্রশ্নটা শুনে দিব্যর মুখের ভাব পালটে গেল। পরমুহূর্তেই তিনি হেসে নীচু স্বরে বললেন—দ্যাটস এ্যা ডিফারেন্ট স্টোরি। বলব একদিন। আপনাকেই বলব।...আজ চলি-গুড নাইট। দিব্য গাড়িতে উঠলেন। গাড়ি চলে গেল। সার্কিট হাউসের পার্লার পেরিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল সৃঞ্জয়ী। সবে বিছানায় বসেছে মোবাইল বেজে উঠল।—হ্যালো? —আমি বাবা বলছি। কী খবর রে খুকি? ভালো আছিস তো? —হ্যাঁ ভালো আছি বাবা। তুমি ভালো আছ বাবা?...মা? —এই যে মা কথা বলবে...।

মায়ের গলা—হ্যালো খুকি—আজ হীরক ফোন করেছিল...হঠাৎ যোগাযোগ কেটে গেল। অনেক চেষ্টা করেও সৃঞ্জয়ী

BanglaBook.org

বাবা-মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারল না। হীরক ফোন করেছিল? হীরক? কিন্তু তার কাছে এই খবরের গুরুত্ব কী?

॥ ৯ ॥

নিজের বাংলোয় ফিরে এসে দিব্য চেঞ্জ করে বেডরুমে গিয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন বটে; কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছিল না। সৃঞ্জয়ীর প্রশ্ন তাঁর মনের গভীরে জমে থাকা অনেক স্মৃতিকে আচমকা খুঁচিয়ে দিয়েছে। যেসব স্মৃতিচারণে আনন্দ নেই। শুধু বেদনা। শুধু যন্ত্রণা। যেসব স্মৃতিকে দিব্য আসলে ভুলে থাকতে চান নিজের কাজের মধ্যে ডুবে থেকে।...ঘুম আসছে না...ঘুম আসছে না...দিব্য বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করতে লাগলেন। কত বড় বিছানা এখানে। ডাবল-বেডেড খাট। কিন্তু দিব্যকে তো এখানে একা শুতে হয়। মাঝে-মাঝে গভীর রাতে খুব একা লাগে। কীরকম ভয়-ভয় করে। মনে হয় এই পৃথিবীতে সত্যিই তিনি একা। হ্যাঁ, একাই তো। বিবাহিত হয়েও তিনি একা। মাঝে-মাঝে জানতে ইচ্ছে হয় কাবেরী কেমন আছে। কিন্তু তারপরই মনে হয় কী হবে কাবেরীর খোঁজ নিয়ে। কাবেরী তো তার কোনও খোঁজ নেয় না। এই যে প্রায় দেড়-বছর কাবেরীর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই দিব্যর, স্ত্রী হিসেবে তার সঙ্গে সহবাস তো দূরের কথা, এমনকী বাক্যালাপ পর্যন্ত নেই? তার জন্যে কাবেরীর দিক থেকে দিব্য কোনওদিন কোনও সাড়া পাননি। মাঝে-মাঝে মনে হয় কাবেরীর সঙ্গে একবার ফোনে কথা বলেন, জিগ্যেস

BanglaBook.org

করেন সে কেমন আছে; তারপরই মনে হয় কী লাভ? কাবেরী তো অসুস্থ। তার ওই অসুখ সম্ভবত কোনওদিন সারবার নয়। তা ছাড়া...তা ছাড়া কাবেরীর সঙ্গে তার ডিভোর্সের মামলা চলছে। যতদূর তিনি খবর রাখেন সেই মামলারও নিষ্পত্তি হতে বেশি দেরি নেই। দিব্যও মামলাটা ঝুলিয়ে রাখতে চান না। আর কাবেরীও চায় বোধহয় তাড়াতাড়ি সে বিচ্ছেদ পেয়ে যাক। সুতরাং দেরি হওয়ার তেমন কোনও কারণ নেই। যেটুকু দেরি হচ্ছে সেটা হল, আদালতের নানা জটিলতার কারণে। শুনানিপর্ব শেষ। এখন বিচারক জাজমেন্ট লিখবেন। এত মামলা নাকি তাঁর টেবিলে জমে আছে যে তিনি জাজমেন্ট লেখার সময়টুকু পাচ্ছেন না।

...নাহ্ আজ সত্যিই ঘুম আসতে চাইছে না। দিব্য মশারি তুলে বিছানা থেকে বের হলেন। ঘরের স্বল্প ক্ষমতার আলোটা জ্বালালেন। বাইরে দুজন হোমগার্ড এখন পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু ওরাও কি এখন জেগে আছে? নিশ্চয়ই গেটের কাছে বেঞ্চিতে বসে ঢুলছে আর মশার কামড় খাচ্ছে? দিব্য ঘরের জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন। কেউ জেগে আছে বলে মনে হল না। চারদিক নিঃঝুম। পৃথিবী যেন এখন ঘুমের অধিকারে। শুধু বাংলোর বিপরীতে দিব্যর অফিস অর্থাৎ প্রশাসনিক ভবনের ভেপার ল্যাম্পগুলো নিঃসাড়ে জ্বলে যাচ্ছে। দিব্য নিজের আলমারি খুললেন। বের করলেন হুইস্কির একটা বোতল। গেলাস নিলেন। এক পেগ ঢাললেন। জাগ থেকে জল ঢাললেন পরিমাণমতো। ফ্রিজ থেকে বরফের চাঙড় বের করে গেলাসে ফেললেন। তারপর বেডরুমের সামনে ভেতর দিকের ঢাকা বারান্দায় গিয়ে বসলেন। এই বারান্দার চারপাশটা লোহার জাল দিয়ে

BanglaBook.org

ঘেরা। একটা ইজিচেয়ার। এটা দিব্যরই জন্যে। যখন তিনি একা বিশ্রাম নেন, ওই ইজিচেয়ারটাতে গা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে থাকেন আর নিজেকে নিয়ে, নিজের ভাঙাচোরা জীবনকে নিয়ে ভাবতে থাকেন। দিব্য মদের গেলাস হাতে ইজিচেয়ারে নিজেকে এলিয়ে দিলেন। আরও একটু পেটে না পড়লে নেশাটা ঠিক জমবে না, ঘুমও আসবে না। বস্তুত সার্কিট হাউসে আজ দিব্য নিজেকে সংযতই রেখেছিলেন। সৃঞ্জয়ীর সামনে বেশি পান করে বেসামাল হতে চাননি। সৃঞ্জয়ী মেয়েটার খুব ব্যক্তিত্ব আছে। তার সামনে টালমাটাল হয়ে পড়া দিব্যর মানাবে না। গেলাসে মৃদু-মৃদু চুমুক দিচ্ছেন দিব্য। বেশ আমেজ এসেছে এবার। জালের ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন। সেই একইরকম আকাশ। চাঁদকে দেখতে পাচ্ছেন না। শুধু অজস্র তারার ফুটকি বসানো এক অনন্ত বিছানার চাদর। নিজের মিউজিক সিস্টেমে খুব মৃদু ভল্যুমে একটু গান শুনলে হত। সেই গানটা। যেটা দিব্যর খুব প্রিয়। নিজের জীবনের সঙ্গে যেন মিলে যায় গানটা। গীতা ঘটকের গলায় সেই গানটা। দিব্য আবার উঠলেন। এবার পা ঈষৎ টলছে। মাথা ঝিমঝিম করছে। নিজের সংগ্রহ থেকে সিডিটা খুঁজে নিলেন। তারপর সিডি প্লেয়ারে চলতে থাকল গান—

কিছুই তো হল না।
সেই সব—সেই সব—সেই হাহাকার রব,
সেই অশ্রুবারিধারা, হৃদয়বেদনা।।
কিছুতে মনের মাঝে শান্তি নাহি পাই,
কিছুই না পাইলাম যাহা কিছু চাই।
ভালো তো গো বাসিলাম, ভালোবাসা পাইলাম,

BanglaBook.org

এখনও তো ভালোবাসি—তবুও কী নাই।।

আহ...আহ...গীতা ঘটক যেন নিজের হৃদয়ের গভীরে প্রবল মোচড় দিয়ে, হৃদয়কে ফাটিয়ে, রক্তাক্ত করে শব্দগুলো কণ্ঠ থেকে বের করে আনছেন! "ভালো তো গো বাসিলাম, ভালোবাসা পাইলাম, / এখনও তো ভালোবাসি—তবুও কী নাই...." দিব্যর বুকের মধ্যেও যেন কেউ ককিয়ে উঠছিল; তাঁর হৃদয়ে যেন সামুদ্রিক মাছের কাঁটার মতো একটা ছুরির টুকরো বিঁধে আছে। এরকম নির্জন মুহূর্তে তাঁর হৃদয় থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে, তার চোখ থেকে জল গড়িয়ে আসে; তিনি নিঃশব্দে কাঁদতে থাকেন আর বিড়বিড় করেন—হায় হায় আমার জীবনেই কেন এমন ঘটল? কাবেরী কি একজন সাধারণ স্ত্রীর মতন হতে পারত না? আমিও তো একজন নিতান্ত সাধারণ মানুষ। কী আর আমার ক্ষমতা? হয়তো একটু মেধা ছিল তাই এই চাকরিটা পেয়েছি। মোটামুটি সম্মানজনক চাকরি। তারপর আমিও চেয়েছিলাম সকলের মতোই সংসারজীবন যাপন করতে। কিন্তু তা আর কোথায় হল? কাবেরী তো আমার জীবনে দুষ্টগ্রহ। তার সঙ্গে বিয়ে হয়ে আমার জীবনটা কীরকম এলোমেলো হয়ে গেল...।

BanglaBook.org

গান থেমে গেছে। আর কোনও গান এখন শুনতে ভালো লাগছে না। পানীয়ের গেলাসে থেকে-থেকে চুমুক দিচ্ছেন দিব্য। আর ভাবছেন অতীতের সেই দিনগুলো। কয়েকটা মাত্র দিন। তার মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল দিব্যর কাছে যে, কাবেরীর সঙ্গে বিবাহিত জীবন কাটানো সম্ভব নয়। কাবেরী অস্বাভাবিক।

বাবা-মায়ের দুই সন্তান। দিব্য ও তাঁর দিদি রত্না। রত্নার স্বামী

আমেরিকার বস্টনে ভালো চাকরি করেন। সেখানেই থেকে গেছেন। তাদের ছেলেমেয়ে আছে। দু-বছরে একবার হয়তো দিদি আর জামাইবাবু ছেলেমেয়েদের নিয়ে ইন্ডিয়ায় আসেন আত্মীয়স্বজনদের খোঁজখবর নিতে। দিব্যর বাবা ব্যাংকের বড় অফিসার ছিলেন। অবসর নেওয়ার অনেক আগেই তিনি স্ত্রীকে নিয়ে অনুকূল ঠাকুরের শিষ্য-শিষ্যা হয়ে যান। এবং একসময়ে দেওঘরে একটা ছোট বাড়িও কেনেন। তাঁর অভিপ্রায় তিনি স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেছিলেন ছেলেমেয়ের কাছে। মেয়ের বিয়ে তো হয়েই গেছে। দিব্যর বিয়ে দেওয়ার পর এবং অবসরপ্রাপ্তির পর তাঁরা দুজনে—স্বামী, স্ত্রী দেওঘরের বাড়িতে গিয়ে থাকবেন এবং পুরোপুরি ঠাকুরের সেবা করবেন। সংসারধর্মে তাঁদের আর কোনও আসক্তি নেই।

দিব্য একটু দেরি করে বিয়ে করলেন। তখন তিনি এই মহকুমায় জয়েন করেছেন। কাবেরীকে পছন্দ করেছিলেন দিব্যর বাবা-মা। তাঁদের কথামতোই সামাজিকভাবে বিয়ে হল দিব্যর। কলকাতার গিরীশ পার্কের কাছে দিব্যদের নিজেদের বাড়ি। আর কাবেরীর বাড়ি হল যোধপুর পার্ক। দিব্যর বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর তাঁর বাবা-মা দেওঘরে চলে গেলেন এবং সেখানেই থাকতে শুরু করলেন। দিব্য মাসে-মাসে মা-বাবাকে টাকা পাঠান, তাঁর দিদিও আমেরিকা থেকে তিন-চার মাস অন্তর দেওঘরে টাকা পাঠায়। কিছুদিন ছুটি নিয়ে দিব্য কলকাতার বাড়িতে কাবেরীর সঙ্গে সংসার করলেন। খারাপ লাগল না। কাবেরী মেয়েটি খুব উচ্ছল। ভালো গান গাইতে জানে। আর তার প্রচুর বান্ধবী। দিনে প্রচুর ফোন আসে কাবেরীর মোবাইলে। কী যে এত কথা হয় কে জানে। কাবেরীর

BanglaBook.org

সব ভালো। শুধু, দিব্যর মতে, সে যেন বিছানায় একটু আড়ষ্ট। প্রথম দিন সহবাস করতে গিয়েই দিব্যর যেটা মনে হয়েছিল, কাবেরী যেন কীরকম শীতল। অনেক সাধ্য-সাধনা, চেষ্টা এবং পরিশ্রম করে তাকে উত্তপ্ত করতে হয়। তবুও সঙ্গমের মুহূর্তে দিব্যর মনে হয় কাবেরী যেন বড় বেশি উদাসীন। যেন শরীরের এই খেলায় তার কোনও ভূমিকা নেই। দিব্য জোর করছে, তাই সে অংশগ্রহণ করছে। কিন্তু বিবাহিত জীবনে শরীরের ভূমিকা আর কতটুকু? সুতরাং দিব্য নিজের অতৃপ্তি নিজের মনেই গোপন রেখে ছিলেন। তাঁর আশা সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।

ছুটি ফুরোল। দিব্য স্ত্রীকে নিয়েই মহকুমায় ফিরলেন। কাজে যোগ দিলেন। বিশাল বাংলো, এত কাজের লোক, স্বামীর এত প্রতিপত্তি সব দেখে কাবেরী মুগ্ধ তো বটেই। কিন্তু তবুও দিব্যর মনে হয়, কাবেরী যেন কোথাও একটু অসুখী। কেন? কেন? দিব্য বুঝতে পারেন না। সারাদিন যথারীতি কাবেরীর মোবাইলে অজস্র ফোন আসে। কাদের এত ফোন আসে সেটাও দিব্যর কাছে বেশ রহস্যের মতো লাগে।

একদিন কাবেরী বলল, যে, মফস্সলে তার আর ভালো লাগছে না, সে কলকাতায় ফিরে যাবে। কাবেরীকে একেবারে একা ছেড়ে দেওয়া যায় না। সুতরাং দিব্যকে আবার কয়েকদিনের ছুটি নিতে হল। প্রথমে যোধপুর পার্ক। দিব্যর শ্বশুরবাড়ি। সেখানে কাবেরীকে নিয়ে কদিন থাকতে হল দিব্যকে। তারপর গিরীশ-পার্কে নিজেদের ফ্ল্যাটে চলে এলেন দিব্য। সেখানে ঠিকে কাজের মেয়ে এবং রান্নার মেয়ে সবাই কাছাকাছি থাকে। তারা দীর্ঘদিন দিব্যদের

BanglaBook.org

বাড়িতে কাজ করছে। ডাক পেতেই চলে এল আবার। কিন্তু দিব্যর মাথায় একটা ব্যাপার কিছুতেই ঢুকছিল না। নিজের বাবা-মা এর কাছেই তো কাবেরী থাকতে পারত। সে শুধু-শুধু একা দিব্যদের বাড়িতে থাকতে এত উৎসাহী কেন? দিব্যর ছুটি শেষ। তাকে তো কাজে জয়েন করতেই হবে। দিব্য জিগ্যেস করলেন—কাবেরী তুমি একা এই বাড়িতে থাকবে? আমি থাকছি না। সারাদিন তোমার ভালো লাগবে? বোর ফিল করবে না?

কাবেরী বলল—কোনও অসুবিধে হবে না আমার। কাজের লোক বাড়ি পরিষ্কার করবে। রাঁধুনি রান্না করবে। আর আমি সারাদিন বই পড়ব, গান শুনব। তোমার এত বই। এত সিডি! তুমি জানো তো আমি বই পড়তে, গান শুনতে কত ভালোবাসি।

—তা অবশ্য ঠিক। তবুও...দিব্য গাঁইগুঁই করতে লাগলেন।

—একটা কথা তোমাকে বলি দিব্য। আমার কিন্তু বন্ধুবান্ধবও প্রচুর। আর আড্ডা দিতে আমরা খুব ভালোবাসি। সুতরাং তুমি ভেবো না আমি সারাদিন একা থাকব। সারাদিন বন্ধুরা আসবে। আড্ডাবাজি চলবে। মাঝে-মাঝে শপিং-এ বেরিয়ে যাব। তোমার কোনও চিন্তা নেই আমাকে নিয়ে।

—তাহলে তুমি আমার বাংলোয় আবার ফিরবে কবে? আমিও তো সেখানে একা-একা থাকব। নতুন বিয়ে করে কারোর একা-একা থাকতে ভালো লাগে?

—যাব ডার্লিং যাব। —কাবেরী দিব্যর গলা জড়িয়ে ধরে কপালে চুমো খায়। মাসখানেক এখানে থাকি। তারপর চলে যাব। আর তুমি উইকএন্ডগুলো ওখানে একা-একা কাটিয়ে কী করবে?

BanglaBook.org

কোনও অফিসারকে দায়িত্ব দিয়ে শনি আর রবিবার কাটিয়ে যাবে। দেখবে কীরকম নতুন লাগবে আমাকে। তবে এখানে আসার আগে আমাকে একটা ফোন করে দিও। অতদূর থেকে তুমি আসবে। তোমার জন্যে স্পেশ্যাল কিছু খাবারদাবার বানিয়ে রাখব আমি। এই পর্যন্ত সব ঠিকই ছিল। মহকুমায় ফিরে আসার পর প্রতিদিন তিন-চারবার ফোনে কথা হয় কাবেরীর সঙ্গে। কাবেরী বারবার জানতে চায় দিব্য খাওয়া-দাওয়া ঠিকমতো করছেন কি না। আর কাবেরী বেশ ভালোই আছে। গিরিশ পার্কের বাড়িতে প্রতিদিনই বন্ধুদের আড্ডা বসে। না, না, দিব্যর দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। কাবেরীর বন্ধুরা সবাই মেয়ে। ছেলে-বন্ধুদের স্থান সেই আড্ডায় নেই। দিব্য শুনে আশ্বস্ত হন।

একদিন জেলাশাসক তাঁর অফিসে সব মহকুমা শাসকদের জরুরি মিটিং ডাকলেন। জেলাশাসকের অফিস হল চুঁচুড়ায়। মিটিং চলল বহুক্ষণ। একবার মিটিং শুরু হলে কি আর শেষ হয়? কত বিষয়ে মিটিং। উন্নয়নের কাজের অগ্রগতি, বি.পি.এল. কার্ড ডিস্ট্রিবিউশান, রাজস্ব আদায়, আইন-শৃঙ্খলা সমস্যা, নির্বাচন, সর্বশিক্ষা অভিযান;...এরকম কত বিষয়। মিটিং শেষ হতে-হতে বেজে গেল প্রায় সন্ধে সাতটা। তারপর জেলাশাসক নিজের বাংলোতে কয়েকজন মহকুমা শাসক, অতিরিক্ত জেলা শাসক এবং পুলিশের বড়কর্তাদের নিয়ে পানভোজনে বসলেন। ডিনারেরও ব্যবস্থা ছিল। সব মিটতে-মিটতে রাত নটা। হঠাৎ দিব্যর মনে হল, চুঁচুড়া থেকে নিজের কর্মস্থলে ফিরে এখন কী লাভ? তার থেকে গিরীশ পার্কের বাড়িতে ফিরলে কেমন হয়? একবার মনে হল কাবেরীকে মোবাইলে ফোন

BanglaBook.org

করে তাঁর আগমনবার্তা জানান। তারপরই মনে হল থাক। খাওয়া-দাওয়া তো তার হয়েই গেছে। এখন হঠাৎ গিয়ে কাবেরীকে একেবারে অবাক করে দেওয়া যাবে। আর সেটাই হবে আসল মজা! কাবেরী ঘুমচোখে দরজা খুলে বলবে—তুমি? হোয়াট এ্যা গ্রেট সারাপ্রাইজ!

দিব্য কাবেরীকে কোলে তুলে নেবেন। সটান তাকে ফেলবেন বিছানায়। তারপর কাবেরীকে ধীরে-ধীরে নগ্ন করবেন...। পেটে বেশ মদ পড়েছিল। তাই এটুকু কল্পনা করেই দিব্য বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। চালককে বললেন—জোরে চালাও? গিরীশ পার্ক। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে চলমান গাছপালার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। ছায়া-ছায়া রহস্যময় লাগছে রাতের পৃথিবীতে। চাঁদটাকে যেন ইঁদুর খুবলে খেয়ে নিয়েছে। সেই খুবলানো চাঁদও দিব্যর গাড়ির সঙ্গে সমানতালে চলেছে।

গিরীশ পার্কে বাড়ির সামনে পৌঁছে দিব্য গাড়ি এবং দেহরক্ষী দেবাশিসকে রিলিজ করে দিলেন। চালক গাড়ি নিয়ে মহাকরণে রিপোর্ট করবে। ওখানে ওদের থাকার জায়গা আছে। আর দেবাশিস রিপোর্ট করবে লালবাজারে। সেখানে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। ওরা আবার আগামীকাল সকাল আটটা নাগাদ রিপোর্ট করবে এই বাড়িতে। ব্রেকফাস্ট করে দিব্য ফিরে যাবেন নিজের কর্মস্থলে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে দরজার সামনে এসে দিব্য ডোর-বেলে চাপ দিলেন। দরজা খুলছে না। কোনও সাড়া নেই। বারবার চাপ দিতে লাগলেন ডোর-বেলে। এবার দোতলার বারান্দার আলো জ্বলে উঠল। কাবেরীর গলা পাওয়া গেল—কে?

—আমি দিব্য।

BanglaBook.org

—তুমি?...এত রাতে?—কাবেরীর স্বর যেন থমকে গেল।

—হ্যাঁ। দরজা খোলো!

—খুলছি। দাঁড়াও।

আরও পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে হল দিব্যকে। তারপর কাবেরী দরজা খুলল। একটা ভায়োলেট রং-এর নাইটি পরনে। মাথার চুল এলোমেলো।

—খুব ঘুমিয়ে পড়েছিলে?

—ওই আর কী। হাই চাপা দিল কাবেরী।—এসো-এসো।

দিব্য ঢুকে এলেন বাড়িতে। পেছন থেকে কাবেরীকে জড়িয়ে ধরলেন। তার দুই স্তনে হাত দিলেন। কাবেরীর ঘাড়ে চুমু খেলেন। কাবেরী যেন একটু বিরক্ত হল।—এখন ওসব থাক। আগে কিছু খাওয়াদাওয়া করো?

—খাওয়াদাওয়া করেই আসছি। ডি.এম. সাহেবের অফিসে মিটিং ছিল। তারপর ডিনার।—বলতে-বলতে জুতোর র‍্যাকের দিকে চোখ গেল দিব্যর। সেখানে কাবেরীর জুতো, দিব্যর বাড়িতে ব্যবহারের স্লিপার, আর এক জোড়া মহিলার জুতো। দিব্যর অচেনা। বাড়িতে কি কেউ এসেছে?

—বাড়িতে কি কোনও গেস্ট আছে?—দিব্য জিগ্যেস করলেন।

—হ্যাঁ। সেটাই তো তোমাকে বলতে যাচ্ছি। আমার এক বান্ধবী পর্ণা। অনেকদিনের বান্ধবী। ও আসানসোলে থাকে। ওখানে ব্যাংকে চাকরি করে। তো ও আজ সকালে এসেছে আমার কাছে। সারাদিন একসঙ্গে গল্প করলাম। তারপর আমিই বললাম আজ আর

BanglaBook.org

আসানসোল ফিরে কাজ নেই। রাতটা থেকে যা। তাই থেকে গেল।...তোমার কোনও অসুবিধে হবে?

—আমার অসুবিধের কী আছে? ডাকো তোমার বন্ধুকে। আলাপ করি।—দিব্য হাসিমুখে বললেন।

—হ্যাঁ নিশ্চয়ই। এই পর্ণা বেরিয়ে আয় না? আমার বরের সঙ্গে আলাপ করে যা। ঘর থেকে যে বেরিয়ে এল, সে বেশ দীর্ঘাঙ্গী, ফরসা, চুল ছোট করে ছাঁটা, পরনে একটা নাইটি। নাইটির স্বচ্ছতায় বুকদুটো যেন বড় দৃশ্যমান। দিব্যর অস্বস্তি হচ্ছিল। তিনি চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

মেয়েটি হাতজোড় করে বলল—নমস্কার। আমার খুব খারাপ লাগছে আপনি অতদূর থেকে এসেছেন। আপনাদের মধ্যে আমি হঠাৎ এসে জুড়ে বসেছি। আমি কত করে বললাম চলে যাই। কাবেরী আমাকে আটকে দিল।

দিব্য বললেন—তাতে কী হয়েছে? এ বাড়িতে কি ঘরের অভাব? আপনি আমাদের গেস্ট। খুব ভালো কথা। খাওয়াদাওয়া করেছেন তো?

—হ্যাঁ। খাওয়াদাওয়া আমাদের হয়ে গেছে; —কাবেরী হাই তুলে বলল, —আমরা আসলে শুয়ে পড়েছিলাম।

—ওহ্ তাহলে পর্ণা আপনি প্লিজ আর দাঁড়িয়ে থাকবেন না। শুয়ে পড়ুন। —দিব্য অনুরোধ জানালেন।

—কাবেরী বলল—হ্যাঁ পর্ণা, তুই শুয়ে পড়। রাত অনেক হয়েছে। দিব্য জামাকাপড় ছেড়ে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে নিলেন। তারপর মুখে চোখে জল দিয়ে, বাথরুম সেরে শোওয়ার ঘরে এসে

BanglaBook.org

দেখলেন, বিছানা প্রস্তুত; কিন্তু কাবেরী সোফার ওপর বসে আছে। দিব্য বিছানায় শুয়ে কাবেরীকে ডাকলেন। গভীর আবেগে তাকে চুমু খেলেন। কাবেরীর পুরুষ্ট স্তনদুটো হাত দিয়ে খেলতে লাগলেন। কাবেরী বলল—তুমি আজ খুব টায়ার্ড। আজ আর ওসব করতে হবে না। বরং একটু ঘুমিয়ে নাও। আমি তোমার কপালে এমন হাত বুলিয়ে দিচ্ছি, তোমার ঘুম এসে যাবে। দিব্য কাতর গলায় বললেন—কতদিন তোমাকে পাইনি। আজ যে খুব ইচ্ছে করছে...

কাবেরী বলল—বোকা ছেলে...বুড়ো খোকা! একটু ঘুমিয়ে নাও। ভোরের দিকে আমাকে যত পারো আদর কোরো। জানো তো ভোরে ওসব করতে খুব আরাম হয়।

—আচ্ছা তাহলে তাই হোক। সত্যিই আমি আজ টায়ার্ড। সারাদিন ধরে মিটিং। তারপর গাড়িতে এতটা জার্নি। রাতটা ঘুমিয়েনি। ভোরবেলা কিন্তু কোনও ওজর আপত্তি শুনব না?

কাবেরী হাসল—আরে তুমি আমার স্বামী। তুমি আমাকে যতবার চাইবে, যেভাবে চাইবে, ততবারই পাবে।

কাবেরীর আঙুলে সত্যিই জাদু ছিল, দিব্য কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লেন। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলেন দিব্য? জানেন না। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। চোখের সামনে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। চারদিক নিঃঝুম। কোথাও কোনও শব্দ নেই। দিব্য বাঁ পাশে হাত বাড়ালেন। এ কী? কাবেরী কোথায় গেল? কাবেরী তো নেই? তার বালিশও ফাঁকা। এত রাতে কাবেরী না ঘুমিয়ে কোথায় গেল? বাথরুমে? তাহলে নিশ্চয়ই এসে যাবে। দিব্য চুপচাপ পড়ে রইলেন বিছানায়। চোখ ঠিকরে আসছে অন্ধকারের কঠিন পাথরে। বেশ কিছুক্ষণ শুয়ে

BanglaBook.org

থাকার পরও কাবেরীর দেখা নেই। তাহলে? দিব্যর কীরকম সন্দেহ হল। তিনি মশারি তুলে বাইরে এলেন। হাতড়ে-হাতড়ে ঘরের স্বল্প ক্ষমতার আলোটা জ্বালালেন। বাথরুমে উঁকি দিলেন। সেখানে কেউ নেই। তাহলে? কাবেরী কোথায় গেল? দিব্য ঘরের বাইরে পারলারে এলেন। পাশের ঘর থেকে কীরকম একটা আওয়াজ ভেসে আসছে না? দুজন মানুষ যেন খুব জোরে-জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে। মুখ দিয়ে নানারকম আওয়াজ করছে। চাপা আওয়াজ। ব্যাপারটা কী? দিব্যর ভীষণ কৌতূহল হল। তিনি হাত দিয়ে বুঝলেন ঘরের দরজা ভেজানো। ঠেলতেই খুলে গেল। কিন্তু দিব্যর মনে হল—অন্ধকার ঘরে বিছানায় যেন একটা তুমুল যুদ্ধ চলছে! ভয়ংকর এক যুদ্ধ! তাহলে কি কাবেরী আর পর্ণা বিছানায়...? দিব্য ভেতরে-ভেতরে ভীষণ উত্তেজিত বোধ করছিলেন। তাঁর হাত কাঁপছিল। তিনি হঠাৎ আলোর সুইচটা টিপে দিলেন। ঘরময় আলো! আর সেই ঝকঝকে আলোতে দিব্য দেখলেন...কী দেখলেন? দেখলেন বিছানায় কাবেরী আর পর্ণা পাশাপাশি শুয়ে আছে। তাদের শরীরে একচুল সুতো নেই। দুজনেই সম্পূর্ণ নগ্ন। পর্ণা কাবেরীর যোনিতে মুখ ডুবিয়ে দিয়েছে। আর কাবেরী চরম-আশ্লেষে টেনে ধরেছে পর্ণার দুই স্তন। দুজনেই মনে হয় এই পৃথিবীতে আর নেই; তাদের মগ্ন চৈতন্য এখন ভাসছে অন্য লোকে, অন্য কোনও বিপজ্জনক অন্ধকারে। কিন্তু আলো জ্বলে উঠতেই ওরা ছিটকে পরস্পরের শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কাবেরী জ্বলন্ত চোখে তাকাল হতবাক দিব্যর দিকে।

—এ কী? তুমি এখানে কেন? তুমি?

—আমি...আমি...দিব্য যেন সত্যিই বাকশক্তি হারিয়েছেন।

BanglaBook.org

কাবেরী নগ্ন অবস্থাতেই উঠে এল বিছানা থেকে। এই কাবেরীকে দিব্য চেনেন না। রাগে, ক্রোধে, অতৃপ্তিতে ভয়ংকর লাগছে কাবেরীকে। দিব্যর দিকে তাকিয়ে সে যেন গর্জন করে উঠল—বেরিয়ে যাও। বেরিয়ে যাও এখনই এই ঘর থেকে। আর জেনে রাখো এই আমার আসল রূপ! কোনও পুরুষের সঙ্গ আমার কোনওদিনই ভালো লাগে না। ঈশ্বর আমাকে এভাবে তৈরি করেছেন। আমার কিছু করার নেই।

—তাহলে তুমি আমাকে বিয়ে করলে কেন কাবেরী?

—স্রেফ বাবার জন্যে। বাবার ধারণা ছিল বিয়ে করলে আমি নাকি ঠিক হয়ে যাব। আমি বিয়েতে মত না দিলে বাবা সুইসাইড করত...তাই বাধ্য হয়ে...কিন্তু নাহ্ আমি আর তোমাকে ঠকাতে চাই না। তুমি ডিভোর্স চাও। আমি তোমাকে ডিভোর্স দিয়ে দেব। আর শুনে রাখো, কাল সকালেই আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। তুমি যখন আমার সব জেনে গেছ, তখন আর তোমার সঙ্গে মিথ্যে সম্পর্ক রেখে লাভ কী?

দিব্য ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল দড়াম করে। নাহ্, দিব্য পুরুষ। তিনি এককোঁটা চোখের জল ফেলেননি। নিজের ভাগ্যকে দুষেছিলেন অবশ্য। পরের দিন ভোরবেলাই কাবেরী তার সমস্ত জিনিসপত্র গুছিয়ে পর্ণাকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। দিব্য বাড়িতে চাবি দিয়ে একটু বেলা করে বেরোলেন। কাউকে কিছু বুঝতে দিলেন না। কারোর সঙ্গে কোনও আলোচনা করলেন না। সারাদিন অফিসে বসে কাজ করলেন। সন্ধেবেলা বাংলোতে ফিরে তিনি অ্যাডভোকেট রাখহরিবাবুকে

BanglaBook.org

ডেকে পাঠালেন। নিজের ব্যক্তিগত বিপর্যয়ের কথা রাখহরিবাবুকে কিছুটা বলতেই হল। রাখহরিবাবু তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন কীভাবে কলকাতার সিভিল কোর্টে ডিভোর্সের মামলা ফাইল করতে হয়। ডিভোর্সের মামলা উঠল আদালতে। কাবেরীরও ডিভোর্সে মত আছে। তবুও দুই পক্ষের উকিলে নানা বাদানুবাদ চলল। প্রায় দু-বছর ধরে মামলা ঝুলে আছে আদালতে। এবার শোনা যাচ্ছে বিচারক তাঁর জাজমেন্ট দেবেন। দিব্য নিশ্চিত সে কাবেরীর কাছ থেকে ডিভোর্স পেয়ে যাবে। তারপর? তারপর কী করবেন তিনি? সারাজীবন একা থাকতে হবে?

ইজিচেয়ারে শুয়ে পুরোনো কথা ভাবতে-ভাবতে সংবিৎ ফিরল দিব্যর। পাখিদের মৃদু ডাকাডাকি কানে আসছে। অন্ধকার যেন একটু ফিকে হয়ে এসেছে। ঘড়ির দিকে তাকালেন দিব্য। প্রায় চারটে বাজে। নেশায় মাথা ঝিমঝিম করছে। তিনি সটান গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। এখন বেলা ন'টা পর্যন্ত ঘুমোবেন। তারপর ঠিক দশটায় অফিস যাবেন।

BanglaBook.org

॥ ১০ ॥

গতকাল অনেক রাতে বাবার ফোন এসেছিল সৃঞ্জয়ীর। সে তখন ঠিক ঘুমোয়নি। সৃঞ্জয়ী বরাবরই বেশ রাত করে বিছানায় যায়। অন্তত রাত ১টার আগে তার ঘুম আসে না। আর ঘুম আসার জন্যে তার একমাত্র অস্ত্র হল বই। সাধারণত যারা প্রশাসনিক চাকরি করে তারা

থ্রিলার ছাড়া কিছু পড়ে না। সারাদিন নানা গূঢ় ব্যাপারে মাথা ঘামানোর পর রাতে হালকা ইংরেজি থ্রিলারে মনোনিবেশ করতেই ভালো লাগে। যেখানে স্বল্পবসনা সুন্দরীদের বর্ণনা থাকে। নায়কোচিত গোয়েন্দাপ্রবর পাশে সুন্দরীকে নিয়ে একের পর এক বদমাশকে কাবু করছে আর তার জন্যে চুম্বন উপহার পাচ্ছে সুন্দরীর কাছ থেকে। এসব বই পড়তে বেশি ভাবতে হয় না। যুক্তির ধার ধারে না লেখক। ঝরঝরে গদ্যে তরতর করে কাহিনি এগিয়ে যায় এবং এরকম পড়তে পড়তেই কখন পাঠক কিংবা পাঠিকার চোখে ঘুম এসে যায়। সৃঞ্জয়ীর পছন্দটা একটু অন্যরকম। সে থ্রিলারকে দু-চক্ষে দেখতে পারে না। সে পড়ে ভারী-ভারী প্রবন্ধের বই। কিছুদিন আগে সে শেষ করেছে বুদ্ধদেব বসুর 'সঙ্গ নিঃসঙ্গতা ও রবীন্দ্রনাথ।' তারপর পড়ল রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত-র লেখা 'অলীক সংলাপ'। এখন সে ইংরেজিতে পাগল-শিল্পী সালভাদোর দালির লেখা একটা বই পড়ছে। বইটার নাম Diary of a genius। সালভাদোর দালি নিজেই নিজেকে জিনিয়াস মনে করতেন। হয়তো তিনি সত্যিই জিনিয়াস। কিন্তু পাগল ছাড়া কেউ এরকম নিজের আত্মপ্রচার করতে পারে?

দালির বলার ভঙ্গিটাই হল মজার, যাকে বলে সরস। পড়তে-পড়তে পেটের মধ্যে হাসি বিজবিজিয়ে ওঠে। গত রাতে বিছানায় শুয়ে সেটাই পড়ছিল সৃঞ্জয়ী। তখন ঘড়িতে সাড়ে এগারোটা। এমন সময় তার সেল-ফোন বেজে উঠেছিল। বালিশের পাশেই ফোনটা ছিল। সৃঞ্জয়ী ফোনটা টেনে নিয়ে বলেছিল—হ্যালো?

—কী মা ঘুমিয়ে পড়েছিস? তুই তো একটু রাত করে শুস

BanglaBook.org

তাই ফোনটা করলাম...বাবার গলা।

—নাহ, বাবা জেগেই আছি। বলো?

—দুপুর কিংবা বিকেলের দিকে তোর মোবাইলে কানেক্ট করার চেষ্টা করেছি। হয় লাইন পাওয়া যায় না, না হলে এনগেজড হয়...

—ঠিক আছে বাবা। এত বলার কী আছে? আমারও তো ফোন করা উচিত ছিল। কিন্তু কাজের এমন চাপ যে ঠিক সময় করে উঠতে পারিনি। তোমরা কেমন আছ বাবা?

—মোটামুটি ভালোই আছি রে। শুধু তোর মায়ের...

—কী হয়েছে মায়ের?

—নাহ তেমন কিছু নয়। মা-ও তোর সঙ্গে কথা বলবে। আমি আগে বলে নিই...

—কী হয়েছে মায়ের বলো না?

—আরে এমন কিছু না। ওই গতকাল বাজার থেকে একটু গলদা চিংড়ি এনেছিলাম। বেশ ফ্রেশ মাছগুলো ছিল রে! একেবারে ঘন নীল রং! দেখে লোভ লেগে গেল। কিনে নিলাম পাঁচশো।

কিন্তু বাবা? তুমি কি ভুলে গেছ যে, মায়ের চিংড়িতে অ্যালার্জি?

—হ্যাঁ ভুলেই গিয়েছিলাম। আমার কী দোষ বল? তোর মায়েরও তো মনে রাখা উচিত ছিল। সে বুড়িও তো লোভে পড়ে...

—আহ বাবা! তারপর মা কেমন আছে বলো?

—কেমন আর থাকবে? চিংড়ি-টিংড়ি খেয়ে মুখে আর সারা গায়ে এলার্জি। তারপর আমাকে ডাক্তারখানায় ছুটতে হল। ওষুধ

BanglaBook.org

আনতে হল। এখন ভালো আছে।

—আমি বাড়িতে না থাকায় তোমরা দুজনে মিলে যা ইচ্ছে তাই করছ। মনে রাখবে মায়ের চিংড়িতে, বেগুনে, কুমড়োতে আর কাঁকড়াতে অ্যালার্জি। ওসব জিনিস বাড়িতে আনা যাবে না।

—ঠিক আছে। মনে রাখব। এখন শোন একটা কাজের কথা...

—কী কাজের কথা বাবা?

—শিবেনবাবু ফোন করেছিলেন।

সৃঞ্জয়ী সর্তক হয়ে গেল। শিবেনবাবু—হীরকের বাবা। আবার কী মতলব ওদের?

—কীরে শুনতে পাচ্ছিস?

—হ্যাঁ শুনছি—বলো...

—শিবেনবাবু ফোন করে জানালেন যে, আগামী আগস্টে হীরক কলকাতায় আসছে। দিন পনেরোর মতো থাকবে।

—তাতে আমি কী করব?

—আমি কী করব মানে? তোকে তো এবার ডিসিশান নিতে হবে। হীরক চাইছে বিয়ের দিনটা ফাইনালাইজ করতে। সে আর বেশি অপেক্ষা করতে রাজি নয়।

সৃঞ্জয়ী চুপ করে থাকে। কিছু বলে না। ফোনের অন্দরে সোঁ-সোঁ শব্দ।

অবনীমোহন ও-প্রান্ত থেকে আবার চেঁচিয়ে ওঠেন—কীরে ঘুমিয়ে পড়লি নাকি? কোনও কথা বলছিস না?

—আমি কী বলব বলো?

BanglaBook.org

—তোকেই তো বলতে হবে। তোর ডিসিশানটা না পেলে আমরাও এগোতে পারছি না। শিবেনবাবুরাও একটা ধন্ধের মধ্যে থেকে যাচ্ছেন। ...আচ্ছা শোন ঝুম্পা তুই তোর মায়ের সঙ্গে কথা বল। উনি বোধহয় তোকে কিছু বলতে চান।

এবার ফোনে সৃঞ্জয়ীর মা, অর্থাৎ রুমার গলা—ঝুম্পা?

—বলো মা?

—ভালো আছিস তো?

—হ্যাঁ। ভালো আছি।

—হ্যাঁরে শুধু দেশ-উদ্ধারের কাজ করলে চলবে? বাড়িতে আসতে হবে না? আমাদের সঙ্গে একটু থাকতে হবে না? আর...

—আর?

—আর বয়সটাও তো হচ্ছে। এবার বিয়ে-থাওয়ার কথা তো ভাবতে হবে। আর কতদিন একা-একা গ্রামে-গঞ্জে পড়ে থাকবি?

—তুমি কী বলতে চাইছ মা স্পষ্ট করে বলো?

—শোন আগস্টে হীরক কলকাতায় আসছে। তুইও ওইসময় ছুটি নিয়ে আয়। হীরক তোর সঙ্গে কথা বলে বিয়ের ডেট ফাইনাল করতে চায়। শিবেনবাবুরাও তাই চান। আমরাও তাই চাই।

—মা তোমরা কি সত্যিই চাও আমি রাজ্য সরকারের এই এক নম্বর চাকরিটা ছেড়ে হীরকের সঙ্গে চিরকালের মতো লস অ্যাঞ্জেলসে উড়ে যাই?

—হীরক ছেলেটা অনেক ভালো। অনেক অ্যামবিশাস। ওর অনেক পরিকল্পনা। ওর বাবা-মাকে ও সব বলেছে।

—কী পরিকল্পনা শুনি?

BanglaBook.org

—ওর তো পয়সার অভাব নেই। লস-অ্যাঞ্জেলসে এখন যে কজন ধনী বাঙালি আছে তাদের মধ্যে ও একজন। একটা তো বিশাল বাড়ি ও নিজে কিনেছে। যেটাতে তোকে নিয়ে ও সংসার সাজাবে। এ ছাড়া আরও দুটো ছোট বাড়ি ও কিনবে ভেবেছে। একটাতে ওর মা-বাবা থাকবে। আর একটাতে আমরা থাকব।

—মা তোমাদের নিজেদের আত্মসম্মানবোধ কি চলে গেছে?

—কেন?

—হীরকের পয়সা আছে বলে সে আমাদের জন্যে এত কিছু করবে। তারপর যদি বিদেশে নিয়ে গিয়ে আমার সঙ্গে আর তোমাদের সঙ্গে দাসী-বাঁদির মতো ব্যবহার করে?

—তুই আজকাল ভীষণ পেসিমিস্ট হয়ে যাচ্ছিস। সব তাতেই তুই খারাপ দিকটা আগে দেখিস!

—মা, তুমি আমাকে মিসআন্ডারস্ট্যান্ড করছ।

—আমি কিছু শুনতে চাই না। তুই আগস্টে ছুটি নিয়ে আসবি কি না বল?

—হীরক কবে আসছে?

—১লা আগস্ট আসছে। ১৫ তারিখে ফিরবে।

—বেশ আমি মাসের প্রথম পাঁচ দিন ছুটি নিয়ে যাচ্ছি।

—এই তো লক্ষী মেয়ের মতো কথা। তাহলে আমরা শিবেনবাবুকে তাই বলছি। হীরক এলে তার সঙ্গে তোর কদিন মেলামেশা দরকার।

—ঠিক আছে।

—ভালো থাকিস মা। ফোন কেটে গিয়েছিল। আর সৃঞ্জয়ীর

BanglaBook.org

মুখে ফুটে উঠেছিল কুটিল হাসি। এই হীরক এপিসোডটার এবার নিষ্পত্তি চায় সে। একেবারে স্পষ্টাস্পষ্টি জানিয়ে দিতে চায় তার মনোভাব। যাতে হীরকের তার সম্বন্ধে সব ইলিউশান কেটে যায়। হয়তো তাতে শিবেনবাবুদের সঙ্গে সৃঞ্জয়ীর বাবা-মা-এর সম্পর্ক খারাপ হবে। কিন্তু তাতে আর কী করা যাবে? এটা তার নিজের জীবন। এই জীবনের যা কিছু সিদ্ধান্ত তাকে নিজেকেই নিতে হবে। তাতে যদি বাবা-মা ক্ষুণ্ণ হয়, তাও। কারোর কথা, অনুরোধ বা জোর-জুলুমের ওপর তার জীবন নির্ভর করবে না। সে নিজের হাতে গড়ে তুলবে তার জীবন, তার ভবিষ্যৎ। এভাবে বেঁচে থাকাতেই তো আনন্দ।

কাজ করতে বসে টেবিলে ফাইল খুলে আসলে অনেকক্ষণ কোনও কাজ করেনি সৃঞ্জয়ী। গত রাতের ফোনের কথাই ভাবছিল। এমন সময় পিয়ন এসে জানাল, ম্যাডাম আপনার সঙ্গে একজন মহিলা দেখা করতে চাইচে...

—মহিলা? কোথা থেকে এসেছে? কী দরকার?

—বলচে মাধবপুর থেকে এয়েচে। দরকারটা নাকি আপনাকেই বলবে।

—বেশ আসতে দাও।

BanglaBook.org

পরদা সরিয়ে এক মহিলা প্রবেশ করল। দুই হাত জোড় করে নমস্কার করল সৃঞ্জয়ীকে। রোগা প্যাঁকাটির মতো চেহারা, কুচকুচে কালো, ফুলছাপ শাড়ি, মলিন ব্লাউজ, পায়ে হাওয়াই চটি, সিঁথিতে ধ্যাবড়া সিঁদুর, কঙ্কালসার হাতে মোটা শাঁখা, পলা, সেফটিপিন। মহিলা অনিশ্চিতভাবে দাঁড়িয়েছিল।

সৃঞ্জয়ী বলল—বসুন। কোথা থেকে আসছেন? কী দরকার?

মহিলা তবুও সঙ্কোচের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রইল। দেখেই বোঝা যায় অনেকদূর থেকে আসছে। কপালে ঘাম, মুখে ঘাম জমে আছে, একটু যেন হাঁফাচ্ছেও মনে হল।

সৃঞ্জয়ী আবার বলল—কী আশ্চর্য! বসুন! দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? কী নাম আপনার!

—বসব দিদি?

—হ্যাঁ বসুন।

সংকোচের সঙ্গে মহিলা একটা চেয়ারে বসল। কোমরে গোঁজা রুমাল বের করে কপালের মুখের ঘাম মুছতে লাগল। তারপর হাতজোড় করে বলল—নমস্কার দিদি! আমার নাম শিখারানি সর্দার। আমি মাধবপুর গ্রাম থেকে আসতেছি।

—মাধবপুর গ্রাম কতদূর এখান থেকে?

—বাসে ঘণ্টা দেড়েক লাগে। সাত টাকা ভাড়া। রামপুর ব্লক।

—বেশ। তো আমার কাছে কী জন্যে এসেছেন?... তার আগে দাঁড়ান একটু জল খান। আপনি অনেক দূর থেকে আসছেন। —সৃঞ্জয়ী বেল বাজাল। পিয়ন এলে তাকে বলল এক গ্লাস জল আনতে। জলের পর দুজনের জন্যেই চা দিতে বলল।

এক গ্লাস ঠান্ডা জলের সত্যিই যে প্রয়োজন ছিল শিখার, তা তার এক নিমেষে গেলাস শেষ করা দেখেই বোঝা গেল। আর জল খাবে কি না জিগ্যেস করায় শিখা ঘাড় নেড়ে 'না' জানাল। এরপর চা এল।

BanglaBook.org

সৃঞ্জয়ী বলল—নিন চা নিন। চা খেতে-খেতে বলুন তো আপনার কী সমস্যা?

—দিদি আপনার মতো এত বড় অফিসারের কাছ থেকে যে এত ভালো ব্যবহার পাব আশা করিনি। আমরা বিডিও অফিসে ঢুকতেই পারি না। থানাতে গেলে দূর-দূর করে তাইড়ে দেয়। এমনকী পঞ্চায়েত অফিসে গেলেও সবসময় বলে প্রধান ব্যস্ত। পরে আসতে হবে। পরেও গিয়ে দেখেচি, তেনাদের ব্যস্ততা আর কাটে না।

সৃঞ্জয়ী মুচকি হেসে বলল—হুম বুঝেছি। এখন প্রশাসনের ধরনধারণই এরকম। সে যাই হোক। সবটাতো আমি পালটাতে পারব না। আমি নিজে যতটুকু পারি কাজ করার চেষ্টা করি। শিখার মুখে এতক্ষণে বেশ কথা ফুটেছে। সে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল—এই চা খেয়ে খুব আরাম লাগতেচে গো দিদি। সেই কোন ভোরে দুটি পান্তা খেয়ে বেইরেচি।

—আমার কাছে কেন এসেছ এবার বলো?

—তোমার কাচে এয়েচি বিপদে পড়ে। আমরা গাঁয়ের মেয়েরা একটা সোসাইটি করি গো দিদি। জনা কুড়ি মেয়েরা মিলে অনেকদিন ধরে চেষ্টা করে আমরা সোসাইটাকে দাঁড় করিয়েচি। বিডিও অফিসের গ্রামসেবিকা দিদিও আমাদের খুব সাহায্য করেচেন। সোসাইটা রেজিটার করে দিয়েছেন। আমরা পাঁপড় বানাই, চাটনি বানাই, বড়ি বানাই। ওইসব মাল আমরা বাজারে হাটে বিক্রি করি। অনেক সময় বড় অর্ডারও পাই। গ্রামে-গ্রামে যে মেলা হয় সেখেনে আমরা স্টল দিই। এখন আমাদের সোসাইটির ব্যাংক অ্যাকাউনে কত টাকা হয়েচে জানো দিদি?

BanglaBook.org

—কত?

—পেরায় পঁচিশ হাজার টাকা। ওই টাকা থেকে আমরা দরকারমতো নিজেরা লোন নিই। আবার শোধ করে দিই।

—বাহ, এত খুব ভালো কথা। এ তো তুমি সেল্ফ হেল্প গ্রুপের কথা শোনাচ্ছ শিখা? তোমাদের গ্রুপের নাম কী?

—মা সারদাময়ী নারী বিকাশ কেন্দ্র।

—বেশ। তা সমস্যাটা কী? বুঝতে পারলাম না তো?

—সমস্যাটাই এবার বলব দিদি। আমাদের গাঁয়ের এক ধারে একটা মদের দোকান আছে। দিশি মদের দোকান। আমাদের ঘরের মরদরা সব ওই মদের দোকানে সন্ধে থেকে পড়ে থাকে। আর প্রচুর মদ গিলে রাতে বাড়ি ফিরে, আমাদের কাছে নানারকম বায়না করে। বিশেষ করে আমাদের টাকাগুলো ছিনিয়ে নিতে চায়। তারপর মারপিট, গালাগাল। রোজ এসব ভালো লাগে! বলো দিদি? আমাদের সোসাইটির অনেক মেয়ের বাড়িতেই এই সমস্যা। আমরা বিডিও সাহেবের অফিসে গিয়ে বলেচি ওই মদের দোকান তুলে দিতে। উনি থানার বড়বাবুকে বলেচেন। বাস ওই পর্যন্ত। আজ পর্যন্ত কোনও সুরাহা হয়নি। থানা থেকে কেউ একদিনের জন্যে মদের দোকানে গিয়ে ভয় পর্যন্ত দেখিয়ে আসেনি। আমরা জানি ওই মদের দোকানটাই যত নষ্টের গোড়া। ওটাকে যদি তুলে দেওয়া যায় তাহলে আমাদের মরদগুলো অত সহজে মাতাল হয়ে বাড়িতে ফিরে হাঙ্গামা করতে পারবে না। ওদের আমরা ঠিক সমঝে রাখতে পারব।

—তাহলে আমার কাছে আসা হয়েছে মাধবপুর গ্রামে মদের দোকানটা ভেঙে দেওয়ার আর্জি নিয়ে? —মুচকি হেসে সৃঞ্জয়ী বলল।

BanglaBook.org

—হ্যাঁ গো দিদি। তুমি জানো না তোমার নাম কত ছড়িয়ে গেচে! সবাই বলে এস.ডি.ও. অফিসে একজন দিদি এয়েচে খুব কড়া। তোমার কাচে এসে বিচার চাইলে নাকি পাওয়া যায়।

—তাই নাকি? এত সুনাম ছড়িয়েছে আমার?

—হ্যাঁ গো দিদি। আমি সত্যি বলতেচি। তুমি একটু কিছু করো না গো দিদি! তুমি এস.ডি.ও. সাহেবকে বললে উনি ঠিক ওই মদের দোকানটা ভেঙে দেবেন।

—ঠিক আছে। আমি দেখছি। কী করা যায়...। আচ্ছা তুমি একটু বসবে শিখা? আমি এস.ডি.ও. সাহেবের সঙ্গে একটু কথা বলে আসি।

—হ্যাঁ গো দিদি। আমি বসচি।

দিব্যর ঘরে কোনও ভিড় ছিল না। একটা মোটা ফাইল তিনি বেশ মনোযোগ সহকারে পড়ছিলেন। সৃঞ্জয়ীকে ঘরে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে তাকালেন। তাঁর মুখের গাম্ভীর্য কেটে গেল।

—আসুন সৃঞ্জয়ী।...বসুন।

—স্যার আপনি কি এখন খুব ব্যস্ত?

—...ব্যস্ত? ...নাহ তেমন কিছু না। কেন বলুন তো?

—একটা জরুরি ব্যাপার আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই।

—জরুরি ব্যাপার?...করুন?

—স্যার আমার কাছে খবর আছে রামপুর ব্লকে মাধবপুর গ্রামে একটা বে-আইনি মদের দোকান আছে। ওই দোকানটার জন্যে ওখানে মেয়েদের যে self help group তাদের কাজ করতে খুব

BanglaBook.org

অসুবিধে হচ্ছে।

—কীরকম? একটু ডিটেলসে বলুন।

—ওই সোসাইটির একজন মেম্বার—মহিলা একজন সে আমার কাছে এসে কমপ্লেন করছে যে, প্রতিদিন ওই সোসাইটির অধিকাংশ মহিলাদের স্বামীরা ওই মদের দোকান থেকে নেশা করে এসে বাড়িতে বউদের ওপর খুব অত্যাচার চালায়। এমনকী তারা সোসাইটি থেকে যে উপার্জন করে সেই টাকা পয়সাও তারা কেড়ে নেয়। ওই মহিলাদের দাবি হল মদের দোকানটা ওখান থেকে ভেঙে তুলে দেওয়া। আমি মনে করি সেটা আমাদের করা উচিত স্যার।

—কিন্তু আমাদের আগে জানতে হবে দোকানটার লাইসেন্স আছে কিনা।

দিব্য বললেন। —বিডিও রামপুরের সঙ্গে ফোনে কথা বললেই তো সেটা জানা যাবে। এখন গ্রামে-গঞ্জে টেলিফোন মারফত যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব ভালো। এ ছাড়া মোবাইল ফোন তো আছেই। বছর দশ আগেও এতটা উন্নতি আশা করা যেত না। রামপুরের বিডিও জানাল যে, মাধবপুর গ্রামের ওই মদের দোকানটির কোনও লাইসেন্স নেই। ওটা বেআইনিভাবে চলছে। এলাকার বহু অপরাধমূলক কাজকর্মের আখড়া হল ওই মদের দোকান। থানার বড়বাবুকে বারবার বলেও কোনও কাজ হয়নি। সৃঞ্জয়ী বলল—স্যার আপনি এস.ডি.পি.ও.-কে বলুন আমকে স্পেশ্যাল ফোর্স দিতে। আমি নিজে গিয়ে ওই মদের দোকান ভেঙে দিয়ে আসব।

সাব-ডিভিশনাল-পুলিশ-অফিসার সুখেন ভদ্রকে ডাকতেই সে দিব্যর অফিসে হাজির। দিব্যর থেকে বয়স অনেক কম। চেহারাটি

BanglaBook.org

সুন্দর। লম্বা। ফরসা। ছিপছিপে। ছোট করে ছাঁটা চুল। টিকোলো নাক। চওড়া কাঁধ। ডান হাতে একটা বালা। দিব্যর ঘরে ঢুকেই সুখেন সৃঞ্জয়ীর দিকে তাকিয়ে বলল—ম্যাডাম—আমি সুখেন ভদ্র। আপনার সঙ্গে এখনও আমার আলাপ হয়নি বটে তবে আপনার সম্বন্ধে আমি শুনেছি। অনেকদিন পর আপনার আগমনে এই মহকুমা বেশ চাঙা হয়ে উঠেছে।

সৃঞ্জয়ী হেসে বলল— আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুশি হলাম। আপনার মতো স্মার্ট আর চাঙা পুলিশ-অফিসার যেখানে আছে সেই মহকুমা তো এমনিতেই চাঙা হয়ে আছে।

দিব্য হাসতে লাগলেন। বললেন—আপনারা দুজনেই কথায় তুখোড়। কেউ কাউকে হারাতে পারবেন না মনে হচ্ছে।

তারপর দিব্য বললেন—সুখেন—আমার সেকেন্ড অফিসার সৃঞ্জয়ী একটা কাজের কথা বলছিল। আপনার একটু সাহায্য লাগবে।

—সব সাহায্য করব দাদা। তার আগে আপনাদের দুজনকে পেয়েছি। একটা কবিতা লিখেছি। শোনাব...।

—কবিতা? —দিব্য ভুরু কুঁচকোলেন, —আপনি কবিতা লেখেন?

—চেষ্টা করি। পুলিশ শুধু চোর বদমাশদের নিয়ে থাকে এই বদনাম ঘোচাতে চাই।

সৃঞ্জয়ী বলল—খুব ভালো লাগছে শুনে যে আপনি কবিতা লেখেন! শোনান তো দেখি?

সুখেন বলল—চারপাশে যা ঘটছে, পৃথিবীর এখানে ওখানে যা ঘটছে তা আপনাদের যেমন নাড়া দেয়, তেমনই আমাকেও খুব

BanglaBook.org

নাড়া দেয়। আমি মাঝে-মাঝে পৃথিবীর ভবিষ্যতের কথা ভেবে খুব ভয় পাই। এই কবিতাতে সেই ভয়টাই হয়তো ধরা পড়েছে।

সে পড়তে লাগল ঃ

গাছের পাতা থেকে ঝরে পড়ছে রক্ত
বৃষ্টি নয়, আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে রক্ত

নদীর বুক রক্তে লাল হয়ে আছে
সমুদ্রের ঢেউ থেকে ছিটকে আসছে রক্ত

যেদিকে তাকাই শুধু রক্ত, রক্ত আর রক্ত
অর্থহীন হত্যা;
শিশুর হাতের খেলনা বোমা হয়ে ফেটে
প্রাণ নেয় আরও অনেক নিষ্পাপ শিশুর

আমার পাশে-পাশে হাঁটছে যে মানুষটি
সে মানুষ...না মানববোমা?...

দিব্য বলে উঠলেন—চমৎকার! চমৎকার! সুখেন আপনি যে এত ভালো কবিতা লেখেন জানতাম না?

সুখেন লাজুক হাসল—ওই আর কী চেষ্টা করি। চাকরিটা তো আমাদের ভালো নয়। দিনরাত অপছন্দের মানুষদের নিয়ে ওঠাবসা। মনে হয় একটা মরুভূমির উপর দিয়ে হাঁটছি। তারই মধ্যে কবিতা-পড়া, কবিতা-লেখা কিছুটা যেন মরুদ্যানের মতো। আপনার

BanglaBook.org

কেমন লাগল মিস সেন? সৃঞ্জয়ী বলল—অপূর্ব লেগেছে। কবিতার নামটা জানলাম না?

—দুঃসময়।

—ঠিকই। আমাদের এই দুঃসময় হুবহু উঠে এসেছে আপনার কবিতায়। এত ভালো কবিতা। কোনও ভালো পত্রিকায় পাঠিয়ে দিন।

—কোথায় আর পাঠাব? আজকাল চেনাশোনা না থাকলে...

—দূর ওসব ভাববেন না। আপনি কবিতাটা 'দেশ' পত্রিকায় পাঠিয়ে দিন। অনেক পাঠকের নজরে পড়বে।

—ওরে বাবা দেশ? সেখানে তো শুনেছি ধরাধরি ছাড়া লেখাই ছাপা হয় না।

—আরে দূর! ওসব গতানুগতিক আইডিয়া মনে স্থান দেবেন না তো! আপনার কর্তব্য হল লেখা এবং সেটি পাঠিয়ে দেওয়া ভালো কোনও পত্রিকায়। আপনি তাই করবেন। ছাপা হবে তো হবে। না হয় না হবে।

ইতিমধ্যে চা এল।

চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে সবাই। সুখেন সিগারেটের প্যাকেট বের করে অফার করল দিব্যকে। ধূমপান চলছে।

সৃঞ্জয়ী দিব্যকে বলল—স্যার ওই মাধবপুরের ব্যাপারটা...

—হ্যাঁ। সুখেন কবিতা তো হল। এবার কাজের কথায় আসা যাক।

—ইয়েস বলুন?

দিব্য সংক্ষেপে যা বলবার বললেন।

সুখেন বলল—মাধবপুরের ও. সি. কে আমার বিশ্বাস নেই।

BanglaBook.org

ওর integrity নিয়ে আমাদের কাছে অনেক allegation আছে। মদের দোকানটাও বেআইনি। ও.সি.-র মদত আছে বলেই ওটা এখনও চলছে। আমি হেডকোয়ার্টার্স থেকে ফোর্স দেব। কিন্তু এখান থেকে ম্যাজিস্ট্রেট কে যাবে?

সৃঞ্জয়ী বলল—আমি যাব। আপনার পুলিশ ওই মদের ঘাঁটি ভাঙবে। আমি দাঁড়িয়ে তাদের লিডারশিপ দেব।

সুখেন বলল—ভেরি গুড। আমি ইন্সপেকটর মুক্তি বিশ্বাসকে ফোর্স দিয়ে পাঠাব। মুক্তি বিশ্বাস অত্যন্ত ফেইথফুল এবং মেশিনের মতো সুপিরিয়রের অর্ডার ক্যারি আউট করে। কবে যাবেন মিস?

—আগামীকালই সকালে।

—আগামীকাল? ও. কে.। মুক্তি বিশ্বাস উইথ ফোর্স আপনার কাছে সকাল আটটাতে রিপোর্ট করবে। শুধু আপনাকে একটা অনুরোধ মিস...

—ইয়েস বলুন?

—অপারেশানের সময় স্পটে আপনি একটা হেলমেট পরে নেবেন। বলা যায় না এই সব কাজে উলটোপালটা ইট-পাটকেল প্রচুর পড়ে। শুধু-শুধু ইনজিওরড হয়ে যাওয়াটা তো ঠিক নয়।

—ঠিক আছে। আমি অবশ্যই মনে রাখব।

নিজের চেম্বারে ফিরে এসে সৃঞ্জয়ী দেখল, শিখা তার চেয়ারে বসে-বসে ঢুলছে।

—অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম ভাই, ঘুম পাওয়ারই কথা।

—না গো দিদি। এই চোখটা একটু জুড়িয়ে এসেছিল। সেই কোন ভোরে বেইরেচি তো?...এবার আমি যাব গো দিদি। আমার

BanglaBook.org

লাস্ট বাস ছাড়বে ৩টে। ওই বাস চলে গেলে আর বাস পাবুনি। হ্যাঁ গো দিদি—কিছু কী হল? এস.ডি.ও. সাহেব কী বললেন?

—আগামীকাল সকালে আমি পুলিশ নিয়ে তোমাদের গ্রামে যাব। ওই বে-আইনি মদের দোকান ভাঙা হবে।

—সত্যি গো দিদি! —শিখার শুকনো চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। —সত্যি যাবে তুমি নিজে?

—হ্যাঁ। যাব। কিন্তু তোমাদেরও বাড়িতে বসে থাকলে হবে না। তোমাদেরও এগিয়ে আসতে হবে।

—তোমরা কটার সময় আমাদের গ্রামে যাবে বলো দিদি?

—সকাল আটটার মধ্যে।

—আমাদের সোসাইটির সব মেয়েরা সকাল আটটা থেকে ওই শুঁড়িখানা ঘিরে থাকব।

পরের দিন সকাল মাধবপুর গ্রামে অপারেশনটা সত্যিই অভূতপূর্ব হল। সৃঞ্জয়ী সুখেনের পরামর্শমতো মাথায় একটা হেলমেট পরে নিয়েছিল বটে, কিন্তু প্রতিপক্ষের থেকে কোনও বাধাই এল না। সৃঞ্জয়ী আর পুলিশের দল দাঁড়িয়ে রইল। সোসাইটির মেয়েরা লাঠি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল খড়ের নড়বড়ে চালাটার ওপর। ভেতরের টেবিল চেয়ার, মদের বোতল সবকিছু ভেঙে তছনছ করে দিল। দোকানের মালিক আর তার শাগরেদকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ভাটিখানা গুঁড়িয়ে দেওয়া হল। এরপর মেয়েরা কি সৃঞ্জয়ীকে ছাড়ে? তারা শোভাযাত্রা করে তাকে নিয়ে এল সোসাইটির অফিসে। তাদের তৈরি করা প্রোডাক্ট—বড়ি, আমের আচার, পাঁপড় উপহার দিল সৃঞ্জয়ীকে। ওদের কাজকর্ম, খাতাপত্র দেখে সৃঞ্জয়ী খুব খুশি। সে

BanglaBook.org

বলল যে সে সবসময় তাদের পেছনে আছে। কোনও অসুবিধে হলেই যেন তাকে জানানো হয়। সাতদিন বাদে স্থানীয় এক সংবাদপত্রে (বানেশ্বর মল্লিকের নয়, সেখানে শুধু নিন্দা ছাপা হয়) ছাপা হল যে মাধবপুর গ্রামের পুরুষেরা মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। এ ব্যাপারে সৃঞ্জয়ীর অভিযানের কথা এবং সোসাইটির মেয়েদের ভূমিকার কথাও বেশ ফলাও করে ছাপা হয়েছে। সৃঞ্জয়ীর ভালো লাগল। মাধবপুরের উদ্যোগী মেয়েগুলোর জন্যে সে কিছু অন্তত করতে পেয়েছে। ...এদিকে বাড়ি থেকে বাবা ও মায়ের বারবার ফোন। আগস্টে হীরক আসছে কলকাতায়। তাকে আসতেই হবে। অগত্যা কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে সৃঞ্জয়ী কলকাতায় চলে গেল।

॥ ১১ ॥

হীরক কলকাতায় এসে পৌঁছতেই অবনীশবাবুরা এক কাণ্ড করলেন। শিবেনবাবু, তাঁর স্ত্রী এবং হীরককে নেমতন্ন করে বসলেন নিজের বাড়িতে। এ ব্যাপারে অবশ্য সৃঞ্জয়ীর মতামতের অপেক্ষা রাখেননি অবনীশবাবু। শিবেনবাবুর সঙ্গে তাঁর ফোনে কথা হয়েছিল। হীরক যে সময়ে বাড়িতে থাকবে সে সময়ে তিনি গিয়েছিলেন শিবেনের বাড়িতে। কলকাতায় হীরকের প্রচুর বন্ধু-বান্ধব। তাকে বাড়িতে পাওয়া দুষ্কর। তবে অবনীশ আসবেন শুনে হীরক বাড়িতে থেকে গিয়েছিল। অবনীশ খুবই বিনীতভাবে তিনজনকেই নিমন্ত্রণ করলেন। রবিবার। সন্ধ্যা সাতটার সময়। তারা তিনজন যাবে অবনীশের

BanglaBook.org

বাড়িতে। সৃঞ্জয়ী থাকবে। রুমা থাকবেন। বেশ সবাই মিলে একটা 'গেট টুগেদার' হবে। হীরক অবশ্য বলল—মেশোমশাই, বাড়িতে ঝামেলা করতে গেলেন কেন? কোনও ভালো হোটেলে ডিনার অফার করলেই তো পারতেন? তাতে বাড়িতে আপনার পরিশ্রমটা বাঁচত। আজকালকার দিনে এত লোকের রান্না করা...। আপনার নিশ্চয়ই কুক আছে?

—হ্যাঁ সে আছে। তা ছাড়া আমার স্ত্রী ভালো রাঁধেন। রাঁধতে ভালোবাসেন। আর সৃঞ্জয়ীও হয়তো দু-একটা আইটেম রান্না করে খাওয়াবে।

—দ্যাটস গুড। তবে ওদেশে গিয়ে সৃঞ্জয়ীকে রান্না করতে হবে না। ইন ফ্যাক্ট আমরা সকলেই জানি হাউ টু কুক। কিন্তু তার দরকার হয় না। কারণ কুক কামাই করে কম। আর আমরা যদি নিজেরা রাঁধি সেটা বন্ধু-বান্ধবদের শখ করে খাওয়াবার জন্যে। এ ছাড়া কুক যদি না আসে নো প্রবলেম। আপনি কোনও হোটেলে ফোন করে দিলেই খাবার চলে আসবে।

শিবেনবাবু অবস্থা সামাল দেওয়ার জন্যে বললেন—আচ্ছা, বাবা তোর লেকচার থামা তো। আমাদের বাঙালি কালচারে আমরা এখনও কোনও অতিথিকে ইনভাইট করলে বাড়িতে রান্না করেই খাওয়াই। হোটেলের পার্টি-ফার্টি কীরকম ফর্মাল আর আরটিফিসিয়াল মনে হয়।

হীরক কাঁধ নাচিয়ে বলল—আমি বাঙালি হতে পারি। কিন্তু আই এ্যাম নেভার স্টাক টু পেটি বেঙ্গলি কালচার। মাই কালচার ইজ ইউনিভার্সাল।

BanglaBook.org

অবনীশবাবু অস্বস্তি কাটাতে বললেন—রবিবারে তাহলে আসছ তো বাবা?

—হ্যাঁ যাচ্ছি। সিওরলি আই উইল গো। বাট ওয়ান থিং—আপনি এবার আপনার মেয়েকে ডিসিশান নিতে বলুন। শি ইজ টেকিং টু মাচ টাইম...।

—হ্যাঁ। বলব বাবা। —বিনীতভাবে বললেন অবনীশ।

অবনীশের মুখে হীরকের এই কথা শুনে সৃঞ্জয়ীর পা থেকে ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠল। কিন্তু সে মুখে কিছু প্রকাশ করল না। সেও মনে-মনে ঠিক করে এসেছে এবারে হীরককে তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা বলে দেবে। হীরককে সে বিয়ে করবে না। হীরককে দেখে, তার কথাবার্তা শুনে সৃঞ্জয়ীর মনে হয় হীরক যেন একেবারে আমেরিকারই প্রতীক। আমেরিকা হল দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ দাদা। সব দেশের ওপর সে কর্তৃত্ব ফলাতে চায়। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট থেকে প্রত্যেকটি নাগরিকের কথাবার্তায় ফুটে ওঠে দম্ভ, অর্থের অহংকার, আর প্রবল আত্মঅহমিকা। হীরকও সেরকম। নিজেকে ছাড়া সে কাউকে তেমন পাত্তা দিতে রাজি নয়। এরকম একজন মানুষের সঙ্গে সারাজীবন কাটানো অসম্ভব সৃঞ্জয়ীর পক্ষে। আর সে কেনই বা তার এত ভালো চাকরি ছেড়ে লস-অ্যাঞ্জেলসে যাবে হীরকের পদানত হয়ে থাকতে? না, কখনওই না, কিন্তু ব্যাপারটা সে আর ঝুলিয়েও রাখবে না। এবারেই সে জবাব দিয়ে দেবে হীরককে। তাতে বাবা-মা তার ওপর দারুণ ক্ষুব্ধ হবে। কিন্তু তাতে কিছু করার নেই। সে নিরুপায়। তার জীবন সে নিজের ইচ্ছেমতো গড়ে তুলবে, নিজের ইচ্ছেমতো কাটাবে। অন্যের ইচ্ছের মতো নয়।

BanglaBook.org

রুমার রুক্তচাপের সমস্যা আছে। তাই তিনি রান্নার ধকল আজকাল নেন না। বাড়িতে মাঝবয়সি বিধবা এক মহিলা রান্নার দায়িত্বে। কিন্তু সেদিন অতিথিরা আসবে বলে, বিশেষত হবু-জামাই আসবে বলে রুমা সকাল থেকে নিজেই কিচেনে ঢুকলেন। অতিথিদের ডিনারের জন্যে অনেকরকম রান্না হল। সৃঞ্জয়ী অবশ্য রান্নার কাজে তেমন অংশগ্রহণ করেনি। সে শুধু নজর রেখেছে মা প্রেশারের ওষুধগুলো সময়মতো খাচ্ছে কিনা। শেষমেশ মেনুর তালিকা যা দাঁড়াল তা রীতিমতো উল্লেখযোগ্য। চিকেন ফ্রায়েড রাইস, চিলি ফিশ, আলুর দম, রাধাবল্লভী, চিকেন মাঞ্চুরিয়ান, মাটন কাবাব, নকুড়ের সন্দেশ, গাঙ্গুরামের দই। এ ছাড়া আছে গ্রিন স্যালাড। সৃঞ্জয়ী একবার বলেছিল—এতরকম আইটেম একজনের পক্ষে খাওয়া সম্ভব?

রুমা বলেছিলেন—এত করেও আমার ভয় করছে। হীরক স্টেটসে থাকে। ওর ফুড হ্যাবিটই আলাদা। যা রেঁধেছি এসব কি ওর ভালো লাগবে?

অবিনাশ বললেন—নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। তোমার হাতের রান্না যে খাবে সে স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে অমৃত খাচ্ছে।

সৃঞ্জয়ীর মনে হল, হীরকের বড় বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু মুখে কিছু বলল না। যা বলবার আজ সন্ধেবেলাতেই বলবে।

সন্ধে সাতটা নাগাদ অতিথিরা সব এসে হাজির। শিবেন, আরতি আর হীরক। অস্বীকার করার কিছু নেই, হীরককে সত্যিই

BanglaBook.org

খুব স্মার্ট দেখাচ্ছে। সেই মার্কিন জিনস, আর স্পোর্টস গেঞ্জি, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, চোখে রোদ চশমা, দীর্ঘ মেদহীন চেহারা, অত্যন্ত ফরসা, এক কথায় বলা যায়, হীরক সুপুরুষ এবং তাকে দেখলে মেয়েরা মুগ্ধ হবেই। পারলারের সোফায় গুছিয়ে সবাই বসেছে। সৃঞ্জয়ীও আছে এককোণে। তার পরনে শাড়ি, স্লিভলেস ব্লাউস। ইচ্ছে করেই বেশি সাজেনি সে। নানারকম কথাবার্তা হচ্ছিল। হীরক প্রচুর কথা বলতে পারে। এবং ভালো কথা বলতে পারে। তবে তার সব বাক্যতেই ইংরেজি শব্দ বেশি থাকে।

শিবেনবাবু হঠাৎ বললেন—সৃঞ্জয়ী মা তুমি কি গভমেন্টের কাছে রেজিগনেশন লেটার সাবমিট করে দিয়েছ?

সৃঞ্জয়ী সত্যিই অবাক হয়ে গেল।—রেজিগনেশন লেটার? কেন?

—নাহ, মানে, হীরক তো এবারেই রেজিস্ট্রিটা সেরে ফেলতে চায়। আমরা একটা রিসেপশান দেব। তারপরই হীরক তোমাকে নিয়ে লস-অ্যাঞ্জেলসে চলে যাবে।

সৃঞ্জয়ী বলল—এত সব গুরুত্বপূর্ণ ডিসিশান আমার অবর্তমানে কে নিল, আপনারা?

অবিনাশ গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন—না...মানে...মেয়েকে আমরা এখনও সব কথা জানাইনি। আমার মনে হয় এখন রাত আটটা বাজে। আইডিয়াল টাইম ফর ডিনার। আপনারা ডিনারে বসে পড়ুন। তারপর না হয় কথাবার্তা হবে।

আর কেউ কিছু বলার আগে হীরক বলল—কাকাবাবু ঠিকই বলেছেন। ডিনারে আমরা বসে যাব। তবে তার আগে আমি সৃঞ্জয়ীর

BanglaBook.org

সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। সৃঞ্জয়ী-চলো না? আমরা পাশের ঘরে গিয়ে বসি?

সৃঞ্জয়ীও মনে-মনে এরকম সুযোগই খুঁজছিল। হীরকের বেলুনকে পিন দিয়ে ফুটিয়ে সে আজ চুপসে দেবে। তবে কবে থেকে যে হীরক তাকে 'তুমি' বলতে শুরু করেছে সে মনে করতে পারল না।

আসর থেকে সৃঞ্জয়ী উঠে এল। তার পেছনে হীরক।

সৃঞ্জয়ী বলল—ঘরে বসব কেন? আজকের আবহাওয়া খুব নাইস। বেশ হাওয়াও দিচ্ছে। চলুন আমরা ছাতে গিয়ে বসি।

—ইয়েস, দ্যাটস অ্যা গুড আইডিয়া।

ছাতের আলসের ধারে এসে ওরা পাশাপাশি দাঁড়াল। সৃঞ্জয়ী অশ্যই একটু দূরত্ব রেখেছে। আজ যদি হীরক তার মার্কিন স্মার্টনেস নিয়ে সৃঞ্জয়ীর গায়ে হাত দিতে চায় কিংবা তাকে চুম্বন করতে চায় তাহলে তাকে ঠাস্ করে একটা চড় কষাবে। এর জন্যে মনে-মনে প্রস্তুত সৃঞ্জয়ী। কিন্তু হীরককে আজ বেশ সংযত মনে হচ্ছে। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে হীরক একটা সিগারেট ঠোঁটে নিল। তারপর সৃঞ্জয়ীর দিকে বাড়িয়ে ধরল প্যাকেট। কোনও সংকোচের কারণ নেই। সৃঞ্জয়ী একটা সিগারেট টেনে নিয়ে বলল—থ্যাংকস। তারপর হীরকের লাইটারের নীল আগুনে তা ধরিয়ে নিল। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে হীরকের দিকে তাকিয়ে বলল—হ্যাঁ, বলুন কী বলবেন? হীরক একটু ভেবে নিল। তারপর বলল—আই হ্যাভ কাম টু ফাইনালাইজ আওয়ার ম্যাটার...

—হুইচ ম্যাটার ইউ মিন?

BanglaBook.org

—আওয়ার ওয়েডিং।...আমার পক্ষে আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

—দেখুন আমার পক্ষে চাকরি ছাড়া সম্ভব নয়।

—কী বলছ সৃঞ্জয়ী? ওই পেটি গভমেন্ট সার্ভিস তুমি ছাড়তে পারবে না? স্টেটসে গেলে তোমার জন্যে কত চাকরি অপেক্ষা করছে তুমি জানো?

—মাইন্ড ইওর ল্যাংগোয়েজ হীরক...র‍্যাদার মেন্ড ইওর ল্যাংগোয়েজ। আমার চাকরিটা তোমার কাছে 'পেটি' হতে পারে কিন্তু আমার কাছে তা নয়। মাই সারভিস ইজ এ ম্যাটার অব প্রাইড ফর মি। অ্যান্ড আই ডোন্ট কেয়ার এ ফিগ ফর দ্য সারাভিসেস ইন দ্য স্টেটস। সাহেবদের পদলেহন করার জন্যে অনেক বাঙালি মেয়েকে তুমি পাবে হীরক! তারা আমার থেকে অনেক বেশি সুন্দরী, ফিজিক্যালি অনেক বেশি রিসোর্সফুল, পয়সাকড়িও নিশ্চয়ই আমাদের থেকে অনেক বেশি আছে। সেক্ষেত্রে তুমি আমার পেছনে পড়ে আছ কেন?

—তোমার কথাবার্তার ধাঁচ কিন্তু আমার ভালো লাগছে না। তুমি কি চাও না যে আমাদের বিয়েটা হোক?

—নাহ, একেবারেই চাই না। আমি আমার চাকরি ছাড়ব না। আমার দেশ ছেড়ে কোথাও যাব না। দিজ আর মাই ফাইন্যাল ওয়ার্ডস। হীরক প্রথমে কোনও কথা বলতে পারল না। ঘন-ঘন সিগারেটে টান দিতে লাগল। তারপর নিভে আসা সিগারেট মাটিতে ফেলে জুতো দিয়ে পিষে বলল—দেন দিজ আর ইওর ফাইন্যাল ওয়ার্ডস?

BanglaBook.org

—ইয়েস দিজ আর মাই ফাইন্যাল ওয়ার্ডস...ও. কে.?

অবনীশ আর রুমার বারবার মনে হচ্ছিল, ডিনার যেন ঠিক জমছে না। শিবেন আর আরতি ভালোই খেলেন। বারবার রান্নার প্রশংসা করেছিলেন ওঁরা। আর রুমা স্বস্তিবোধ করছিলেন। কিন্তু যাকে উপলক্ষ্য করে এত সব আয়োজন সে কীরকম গম্ভীর। খাচ্ছেও না তেমন। রুমা হীরককে যতবার আইটেম রিপিট করতে গেলেন, হীরক প্লেটে হাত চাপা দিয়ে বলল—নো ম্যাডাম, নো। প্লিজ। তারপর একসময় খাওয়াদাওয়ার পালা চুকল। কিছুক্ষণ সৌজন্যমূলক কথাবার্তার পর ওরা বিদায় নিলেন।

এবার অবিনাশ আর রুমা মেয়েকে নিয়ে খেতে বসলেন। কোনও ভনিতা না করেই অবিনাশ বিষয়ে চলে আসতে চাইলেন। তাঁর মনে হয়েছে হীরক কোনও কারণে ক্ষুব্ধ।

—তোর সঙ্গে হীরকের কী কথা হল?—অবিনাশ জিগ্যেস করলেন।

—তেমন ইমপর্টান্ট কিছু নয়।

—মানে? রেজিস্ট্রির দিন ঠিক হয়নি?—রুমা জিগ্যেস করলেন।

—আমি হীরককে বলে দিয়েছি আমি চাকরি ছাড়তে পারব না। আর নিজের দেশ ছেড়ে স্টেটসে যেতেও পারব না।

—সে কী? তাহলে তো বিয়েটাই হবে না?—অবিনাশ বললেন।

রুমা বললেন—ঝুম্পা তুই এসব কী করছিস আমরা বুঝতে পারছি না? তুই নিজের পায়ে কুড়ুল মারছিস। হীরকের মতো এত

BanglaBook.org

ভালো ছেলে তোকে সাধ করে বিয়ে করতে চাইছে, বিদেশে থাকার আজীবন সুযোগ, আমরাও হয়তো বিয়ের পর এদেশ ছেড়ে ওদেশে গিয়ে থাকতে পারতাম, এরকম সুযোগ কজন পায় বল? তুই ওসব কিছু বুঝছিস না? তোর জেদটাই এখানে সব?

সৃঞ্জয়ী বলল—মা, প্রথম থেকেই এ বিয়েতে আমার আপত্তি আছে। হীরকের ভাবভঙ্গি এরকম যে সে যেন দয়া করে আমাকে বিয়ে করবে। আমার চাকরিকে সে কোনও গুরুত্ব দেয় না। আমাকেও কতটা গুরুত্ব দেয় বলা কঠিন। বিয়ের আগেই তার অ্যাটিচিউড এরকম। বিয়ের পর কীরকম হবে তা কল্পনা করে নিতে অসুবিধে হয় না। ওদেশে মেয়ের অভাব নেই। লিভিং টুগেদার ঘরে-ঘরে। হয়তো এরকম হল যে, বিয়ের কয়েক বছর পর হীরকের আমাকে আর ভালো লাগল না। তখন সে অন্য কাউকে নিয়ে লিভ টুগেদার করতে লাগল। তখন আমার অবস্থাটা কী হবে? তোমাদের সম্মানটা কোথায় যাবে? ভেবে দেখেছ এসব?—কথা বলার উত্তেজনায় সৃঞ্জয়ী হাঁফাচ্ছিল।

অবিনাশ বললেন—এসব সমস্যা তুই অ্যান্টিসিপেট করছিস। এসব নিয়ে বেশি ভাবছিস। এসব তোর কষ্টকল্পনা।

—আমি তা মনে করি না বাবা! তা ছাড়া হীরক স্টেটসে থেকে-থেকে সাধারণ আমেরিকান ছোকরাদের মতো অসভ্য হয়ে উঠেছে। মেয়েদের সঙ্গে ঠিক কীভাবে মিশতে হয় ও জানে না।

—এরকম বলছিস কেন?

—কারণ আছে তাই বলছি। সব কি খুলে বলা যায়?

রুমা ইতিমধ্যেই কাঁদতে শুরু করেছেন। কান্নার গলায় তিনি

BanglaBook.org

বললেন—তোর বড় অহংকার ঝুম্পা। এই অহংকারই তোর কাল হবে। এই বিয়ে যদি তুই না করিস তাহলে আমরা আর তোর বিয়ের জন্যে কোনও দায়িত্ব নিতে পারব পা। তুই গ্রামে-গঞ্জে পড়ে থেকে দেশোদ্ধার কর। আমাদের আর কদিন? আমার শরীর ভেঙে আসছে। তোর বাবার শরীরও ভালো যাচ্ছে না। অবিনাশ বললেন—তাহলে শিবেনবাবু ফোন করলে আমি কী বলব?

সৃঞ্জয়ী বলল—শিবেনবাবু বোধহয় ফোন করবেন না। আমি হীরককে আমার ফাইন্যাল মতামত জানিয়ে দিয়েছি।

—ও আজকেই তুমি জবাব দিয়ে দিয়েছ?

—হ্যাঁ বাবা। ব্যাপারটা ঝুলিয়ে রাখা ঠিক নয়। বিশেষত হীরকের যখন সত্যিই একজন বাঙালি মেয়েকে বিয়ে করা প্রয়োজন।

অবিনাশ গুম হয়ে গেলেন। রুমা বিনবিন করে কাঁদতে লাগলেন। একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ। সৃঞ্জয়ীর যে খুব ভালো লাগছিল তা নয়। বাবাকে দুঃখ পেতে দেখলে, মাকে কাঁদতে দেখলে তার সত্যিই খুব কষ্ট হয়। কিন্তু সে নিরুপায়। সে যেটা সঠিক বলে বুঝেছে সেটা তাকে বলতেই হবে। আত্মপ্রতারণা করতে সে রাজি নয়। বোকার মতো হীরকের গ্ল্যামার, বিত্ত আর বিদেশে থাকবার ফাঁদে পা দিয়ে সে নিজের জীবনের ক্ষতি করতে চায় না। তার কপালে কী আছে সে জানে না। জানার দরকারও নেই। তার জীবন ভাগ্যনির্ভর নয়। তার জীবন কর্ম-নির্ভর। সেই রাতটা প্রায় না ঘুমিয়েই কাটাল সৃঞ্জয়ী। বাবা-মাকে দুঃখ দিয়েছে বলে তার কষ্ট হচ্ছিল। তার জীবনের অনিশ্চয়তার কথা ভেবেও তার কীরকম ভয় করতে লাগল। সত্যি জীবন কী বিশাল সমুদ্রের মতো। তার কূল-

BanglaBook.org

কিনারা দেখা যায় না। সেই সমুদ্রে সে একটা ছোট্ট ডিঙি-নৌকোয় ভাসছে। একা ভাসছে...।

॥ ১২ ॥

অফিসে বসে সৃঞ্জয়ী কাজ করছিল। ঘরের পরদা সরিয়ে একজন যুবক ঢুকল। মাঝারি উচ্চতা, একটু গোলগাল চেহারা, ফরসা, নাকের নীচে মোটা গোঁফ, হাতে অ্যাটাচি। সৃঞ্জয়ী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

—ম্যাডাম আমার নাম—প্রসূন সরকার।

—সাতখালি ব্লকের বিডিও? বোসো। বোসো।

—আপনি আমাকে দেখা করতে বলেছিলেন?

—হ্যাঁ। কাজকর্ম কেমন চলছে?

—আমার ব্লকে সাতটা গ্রাম-পঞ্চায়েত। ছুটিতে কাজ মোটামুটি চলছে। সমস্যা শুধু ওই একটা জিপি নিয়ে...

—ধরমপুর?

—হ্যাঁ ম্যাডাম।

—আচ্ছা ওখানকার যে প্রধান ওই যে বৈকুণ্ঠ মণ্ডল—ওর ভাবগতিক কী? ওকে তুমি সামলাতে পারছ না?

—সামলানোর ব্যাপার নয় ম্যাডাম। ও তো আমাদের কোনও কথাই শোনে না। একেবারে নিজের মতো চলে। আগে রাজনৈতিক দলে ছিল। এখন পার্টিও ওকে এক্সপেল করেছে, কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্যান্য মেম্বাররা ওকে সমর্থন করে। সেই

BanglaBook.org

সমর্থনের জোরে ও চালিয়ে যাচ্ছে।

—এসব আমি জানি। কিন্তু প্রধান হিসেবে তার সাংবিধানিক কর্তব্যগুলো তো সে করবে?

—কী করছে আর না করছে সেটা বলা খুব মুশকিল।

—ধরুন ডেভলপমেন্ট ফান্ডে যা টাকা পাওয়ার কথা তা তো ও সবই পাচ্ছে। কিন্তু সেই টাকা কীভাবে খরচ হচ্ছে আমরা জানতে পারছি না। কোনও রিপোর্ট পাঠায় না আমাদের। কোনও মিটিং-এ আসে না। যেন আমাদের পাত্তাই দিতে চায় না।

—তুমি কি ধরমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ভিজিট করেছ?

—করেছি মাডাম। কিন্তু প্রধানকে মানে বৈকুণ্ঠ মণ্ডলকে কোনওদিন অফিসে পাইনি।

—পুলিশ পাঠিয়ে ধরে আনতে পারেন?

—নাহ মাডাম—অতটা সাহস হয়নি-কারণ....

—কারণ?

—কারণ বৈকুণ্ঠ মণ্ডল শুনেছি একজন দাগি ক্রিমিন্যাল। তার নিজের দল আছে। লুঠতরাজ, হাঙ্গামা করতে তারা নাকি ওস্তাদ। আমি একদিন পুলিশ নিয়ে যেতে পারি। তারপর কি পুলিশ আমাকে রোজ প্রোটেকশান দেবে? আমি একেবারে ফাঁকা মাঠের মাঝে একটা ভাড়াবাড়িতে থাকি। নতুন বিয়ে করেছি। এক বছরের একটা বাচ্চা আছে। বৈকুণ্ঠ যদি দলবল নিয়ে হামলা চালায় আমার ওপর তাহলে কে আমাকে বাঁচাবে? আমি যেখানে থাকি সেখান থেকে থানা আট কিলোমিটার দূর।

কথা বলতে-বলতে প্রসূনের মুখটা কাঁচুমাচু হয়ে গেল। সৃঞ্জয়ী

BanglaBook.org

সহানুভূতি বোধ করল।

বলল—বুঝেছি। কিন্তু এভাবে তো চলতে পারে না?

বৈকুণ্ঠের এই ঔদ্ধত্য তো মেনে নেওয়া যায় না? সে যদি ঠিকমতো কাজকর্ম না করে তাহলে ডেভলপমেন্টের টাকা দেওয়া তাকে বন্ধ করতে হবে।

—সেটা আপনি, এস. ডি. ও. সাহেব যা বলবেন ম্যাডাম। সৃঞ্জয়ী চুপ করেছিল। কপাল কুঁচকে কিছু ভাবছিল। তারপর বলল—আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না?

—কী?

—আজই যদি আমরা ধরমপুর গ্রাম-পঞ্চায়েত ভিজিট করি?

—আজই?

—হ্যাঁ। আজই। ইট উইল বি এ সারপ্রাইজ ভিজিট। কেন আমার সঙ্গে যেতেও তোমার ভয় করবে?

—ভয় করবে কেন? আই বিলঙ টু সিভিল সার্ভিস। আপনি সঙ্গে থাকলে আমার কোনও অসুবিধে নেই।

—ও. কে.। দাঁড়াও এস.ডি.ও. সাহেবকে জানাই।

দিব্যর ইনটারকমে ডায়াল করল সৃঞ্জয়ী। দিব্য রিসিভার তুললেন। —হ্যালো?

—স্যার সৃঞ্জয়ী বলছি।

—হ্যাঁ বলুন?

—আমি আজ ধরমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ভিজিট করব। ওখান থেকে কোনও রিপোর্ট আসে না। সাতখালির বিডিও আমার সঙ্গে যাবে। ও প্রান্তে দিব্য কিছুক্ষণ চুপ। কোনও কথা নেই।

BanglaBook.org

—স্যার ক্যান ইউ হিয়ার মি?

হ্যাঁ শুনছি।....যেতে চান যান। কিন্তু টেক কেয়ার। আপনি ফিরে আসা না পর্যন্ত আমি একটু চিন্তায় থাকব। মোবাইলে যোগাযোগ থাকবে। আর একটা কথা। আমি এস. ডি.পি.ও.-কে বলে দিচ্ছি। ও একজন সিকিউরিটি দিয়ে দেবে আপনাকে।

আধঘণ্টার মধ্যে একজন চনমনে সিকিউরিটি রিপোর্ট করল সৃঞ্জয়ীর কাছে। সৃঞ্জয়ীর গাড়িতে সে উঠল, বিডিও উঠল আর পেছনের আসনে সিকিউরিটি। বিডিও-র গাড়ি সৃঞ্জয়ীর গাড়ির পেছনে আসছে। ধরমপুরের দিকে যাত্রা শুরু হল। এখন দুপুর। বাইরে রোদ চনমন করছে। পরিষ্কার আকাশ। অনেকদিন বৃষ্টি হয়নি। তবে গরমের ভাব কম। কারণ হাওয়া আছে। গাড়ি ছুটছে চকচকে হাইওয়ের ওপর দিয়ে। দুপাশে শালবন। আরও অন্যান্য গাছপালার অভাব নেই। এসবই প্রকৃতির দান। মানুষের সৃষ্ট বনাঞ্চল নয়। তবে এই বনসম্পদ কতটুকু আর রক্ষা করতে পারছে বন-দপ্তর। গভীর জঙ্গলের ভেতর নিশীথ রাতে গাছ কাটে চোরা কাঠব্যবসায়ীদের দল। সেইসব কাটা গাছের গুঁড়ি ট্রাক মারফত চালান হয়ে যায় আসামে, উড়িষ্যায়, অন্ধ্রপ্রদেশে আরও দূর দূরান্তে। বন-দপ্তর আর কতটুকু রক্ষা করতে পারে? এসব নিয়ে প্রায়ই এস. ডি. ও-র অফিসে, বন-দপ্তর আর পুলিশ দপ্তরকে নিয়ে মিটিং হয়। কিন্তু শুধু মিটিং করে আর চোরাশিকারিদের কতটা রোধ করা যায়? মাঝে-মাঝে দু-একজন ধরা পড়ে। কয়েকদিন গাছ-কাটা, গুঁড়ি চালান বন্ধ থাকে। তারপর আবার শুরু হয়।

প্রসূন ছেলেটি বেশ। গলগল করে কথা বলে। মাত্র দেড়

BanglaBook.org

বছর বিডিও-র চাকরি করছে। শিক্ষা-দীক্ষা আছে। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ফিজিক্স অনার্স নিয়ে পাশ করে WBCS পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পেয়েছে। তবে তার প্রধান সমস্যা বোধহয় স্ত্রীকে নিয়ে। তার স্ত্রী যাদবপুর কলেজের স্নাতক। যোধপুর পার্কের মেয়ে। তার বোধহয় ব্লকের নির্জন পরিবেশে, গ্রামের আধাশিক্ষিত মানুষদের সঙ্গে থাকতে ভালো লাগে না। সেজন্যে সে প্রায়ই প্রসূনের সঙ্গে ঝগড়া করে এবং বাপের বাড়ি চলে যায়। এসব দুঃখের কথা বলার লোক বোধহয় প্রসূন বেশি পায় না। এখন সৃঞ্জয়ীকে শ্রোতা পেয়ে সে গড়গড় করে সব বলে যাচ্ছিল। সৃঞ্জয়ী আর কী বলবে? সে শুনছিল আর মুচকি-মুচকি হাসছিল। তারপর বলল—অত ভাবছ কেন প্রসূন? তোমার বউ মাঝে-মাঝে বাপের বাড়ি যাক না? ক্ষতি কী? আবার ফিরেও আসবে? তোমাকে ছেড়ে কি বেশিদিন থাকতে পারবে? আবার ঠিক চলে আসবে। মাঝে-মাঝে তুমিও ছুটি নিয়ে কলকাতায় ঘুরে আসবে। এস.ডি.ও-কে বলে আমি ব্যবস্থা করে দেব। তুমি এসব নিয়ে বেশি ভেবো না। টেক এভরিথিং ইজি। বরং তোমার কাজে বেশি করে মন দাও। আমাদের সার্ভিসের গোল্ডেন পিরিয়ড হচ্ছে বিডিও হিসেবে কয়েকটা বছর। এই সময় গ্রামের মানুষদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ থাকে। আমরা তাদের জন্যে ইচ্ছে করলে কিছু করতে পারি। তারপর ব্লক থেকে চলে এলে মানুষের সঙ্গে তো আমাদের তেমন যোগাযোগ থাকে না। আমাদের যোগাযোগ থাকে ফাইলের সঙ্গে।

গাড়ি যেখানে এসে পৌঁছল সেটা একটা গঞ্জের মতো। প্রচুর মানুষের ভিড়। বাজার ছড়িয়ে বসেছে। দোকানের পর দোকান।

BanglaBook.org

মিষ্টির দোকানে জিলিপি ভেজে রাখা আছে। তাতে মাছিদের উৎসব। মানুষ তাই কিনে খাচ্ছে। ভিড় বলেই সৃঞ্জয়ীদের গাড়ি একটু ধীরে চলছিল।

প্রসূন বলল—দিদি এ জায়গাটা হল ধরমপুরের মোড়।

—ও। এখান থেকে পঞ্চায়েত অফিস কতদূর?

—তিন-চার কিলোমিটার হবে। কিন্তু ও কী?

—কী হল? কী দেখে অত চমকে উঠলে প্রসূন?

—দূরে দেখুন—দুটো মোটরবাইক ছুটছে।

—হ্যাঁ। দুজন লোক দুটো মোটরবাইক চালিয়ে যাচ্ছে। তাতে কী হয়েছে?

—ওরা প্রধান বৈকুণ্ঠ মণ্ডলের লোক দিদি!

—প্রধানের লোক?...মানে?

—বলেছিলাম না—প্রধান সাংঘাতিক লোক। ওর নাগাল পাওয়া কঠিন।

—কী বলছ প্রসূন—কিছুই বুঝতে পারছি না...

—বৈকুণ্ঠ চারদিকে ওর চর ছড়িয়ে রাখে। ধরমপুরের মোড়েও ওর লোকজন সবসময় হাজির থাকে। যখনই ওরা দেখেছে সরকারি গাড়ি এই রাস্তায় ঢুকেছে, তখনই ওরা বুঝেছে নিশ্চয়ই প্রশাসনের পক্ষ থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে ইনস্পেকশন করতে যাওয়া হচ্ছে। সঙ্গে-সঙ্গে মোটরবাইকে ওর দুজন দূত আগে-আগে ছুটেছে ওকে খবর দিতে।

—আমরা যাচ্ছি শুনলে প্রধান কি পালিয়ে যাবে?

—আমার তো তাই ধারণা।

BanglaBook.org

—কেন পালিয়ে যাবে কেন? আমরা তো ওকে অ্যারেস্ট করতে যাচ্ছি না?

—দিদি, আমি লক্ষ করে দেখেছি, বৈকুণ্ঠ প্রশাসনের লোকজনদের মুখোমুখি হতে চায় না। কারণ সরকারি টাকা নিয়ে ও এত নয়ছয় করেছে যে, ও কোনও প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারবে না। কোনও কাগজপত্রও দেখাতে পারবে না। সেজন্যেই পালিয়ে-পালিয়ে বেড়ায়।

—আচ্ছা দেখা যাক আজ কী হয়।—সৃঞ্জয়ী চোয়াল শক্ত করে বলল।

গাড়ি একসময় ধরমপুর গ্রাম-পঞ্চায়েতের অফিসের সামনে এসে দাঁড়াল। সবাই নামল গাড়ি থেকে। পঞ্চায়েত বিল্ডিংটা দেখতে বেশ। দোতলা বাড়ি। হলুদ রং। বড় সাইনবোর্ড। অফিসের সামনে বেশ কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। তাদের চেহারা ছন্নছাড়ার মতো। পরনে মলিন ধুতি, মলিন শাড়ি, কৃশ, তাকিয়ে দেখলেই বোঝা যায় অত্যন্ত গরিব। সরকারি গাড়ি দেখে তারা একটু তফাতে সরে গেল। অফিসে ঢোকার মুখে ধুতি পাঞ্জাবি পরা একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার গলায় কাঠের মালা। সে সৃঞ্জয়ীকে হাতজোড় করে নমস্কার করে বলল—আসুন ম্যাডাম আসুন। বিডিও সাহেব আসুন।

—আপনি কে?—সৃঞ্জয়ী জিগ্যেস করল।

—আমি পঞ্চায়েত সেক্রেটারি।

—প্রধান আছেন?

—উনি তো একটু বেরোলেন?

BanglaBook.org

—কোথায় বেরোলেন?

—৩নং গ্রাম সভায় ওঁর একটা মিটিং আছে।

—মিটিং আছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ ম্যাডাম।

—সত্যি কথা বলছেন তো?

—আজ্ঞে...

—আমরা আসছি এই খবরটা উনি আগে পেয়ে পালিয়ে গেলেন না তো?

—আজ্ঞে পালিয়ে যাবেন কেন? ছি ছি এ কী কথা বলছেন? প্রধান তো খুব ব্যস্ত মানুষ। ওঁর প্রতিদিনই প্রচুর মিটিং থাকে।

—হুঁ।...চলুন কোথায় বসব?

—আজ্ঞে আমার ঘরে বসুন...।

—কেন? প্রধানের ঘরে বসা যায় না?—প্রসূন জিগ্যেস করল।

—প্রধানমশাই তো ওঁর ঘরে তালা দিয়ে চলে গেছেন।

—তালা দিয়ে চলে গেছে? আশ্চর্য!—সৃঞ্জয়ী বলল।

প্রসূন সৃঞ্জয়ীর দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ হাসল। অর্থাৎ—কী বলেছিলাম?

সৃঞ্জয়ী বলল—এই অফিসের ক্যাশবুক তো আপনি লেখেন?

—হ্যাঁ ম্যাডাম।

—ক্যাশবুকটা আনুন তো দেখি...

—আজ্ঞে...সেক্রেটারি হাত কচলাতে লাগল।

—কী হল? আনুন?—সৃঞ্জয়ী ধমক দিল।

BanglaBook.org

—ক্যাশবই তো আমার কাছে নেই। প্রধানসাহেবের ঘরে।

—তার মানে কোনও কাগজপত্তর দেখতে চাইলেও আমি পাব না?

—আজ্ঞে সব কাগজপত্তরই প্রধান নিজের কাছে রাখেন।

ইতিমধ্যে একটা কাণ্ড হল। দুজন লোক বড় প্লেটে বড়-বড় রসগোল্লা, সিঙাড়া এসব নিয়ে হাজির হল। সৃঞ্জয়ী এবং প্রসূনের সামনে রাখল।

—এসব কী?—সৃঞ্জয়ী জিগ্যেস করল।

—আজ্ঞে, ম্যাডাম আপনি প্রথম এই অফিসে পায়ের ধুলো দিলেন, একটু মিষ্টিমুখ করবেন না?

—চলো প্রসূন এখানে বসে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। উঠি।

হ্যাঁ দিদি—চলুন।

—আজ্ঞে একটু মিষ্টিমুখ—চা...

সৃঞ্জয়ী ঘুরে দাঁড়াল। তার দু-চোখ দিয়ে আগুন ঝরছে। সেক্রেটারির দিকে তাকিয়ে সে বলল—গলায় কণ্ঠি বেঁধে খুব অভিনয় করতে শিখেছেন না? ক্যাশবই প্রধানের কাছে? ক্যাশবই কিন্তু আপনার কাছেই থাকার কথা? এখন চোরে-চোরে মাসতুতো ভাই যদি হন তাহলে বলার কিছু নেই। একটা কথা শুনে রাখুন—তিনদিন সময় দিলাম। এই তিনদিনের মধ্যে বৈকুণ্ঠ মণ্ডল যেন এস.ডি.ও. অফিসে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করে। যদি এই আদেশের অমান্য হয় তাহলে কিন্তু ওঁর কপালে দুঃখ আছে। বুঝেছেন?

—বুঝেছি ম্যাডাম।

সৃঞ্জয়ী গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে, এমন সময় সে শুনতে পেল

BanglaBook.org

কয়েকজন ডাকছে—মা মা মা! আমাদের কথা শুনবেন? সৃঞ্জয়ী ঘুরে তাকাল। কয়েকজন মলিন চেহারার মানুষ যারা অফিসের বাইরে অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছে, তারা এগিয়ে এসেছে গাড়ির কাছে, কিছু কথা বলতে চায়। কয়েকজন বয়স্ক পুরুষ, বয়স্ক মহিলা।

সৃঞ্জয়ী জিগ্যেস করল—কী বলতে চান আপনারা?

একজন বয়স্ক পুরুষ বলল—দেখুন আমরা সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে আচি অফিসের বাইরে। একটু রিলিফ চাইতে এয়েচি। একটা ধুতি। কিছু টাকা। সরকার থেকে তো দেয়...।

একজন মহিলা বলল—আজ নিয়ে তিনদিন হল আমি এখেনে আসচি আর ফিরে যাচ্চি। আমার একটাই শাড়ি। ছিঁড়ে গেচে। পঞ্চায়েত অফিস থেকে যদি আমারে একটা শাড়ি দিত। কিন্তু কারে বলব? প্রধান আমাদের সঙ্গে দেখাও করে না।

সৃঞ্জয়ী প্রসূনের দিকে তাকিয়ে বলল—দেখছ প্রধানের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের কত অভিযোগ?

—আমি জানি ম্যাডাম। এই প্রধান আমার অফিসেও যায় না। আমারও পরোয়া করে না।

—কিন্তু এভাবে চলতে পারে না। He must be given a lesson. —দাঁতে দাঁত টিপে সৃঞ্জয়ী বলল; — I won't spare this rogue. তারপর সে গাড়ির চারপাশে জমায়েত হওয়া সেই ছন্নছাড়া মানুষগুলোকে বলল—আমি শুনলাম আপনাদের অভিযোগের কথা। আমি দেখছি কী করা যায়। প্রধান তো এখন নেই। আমি নিশ্চয়ই তার সঙ্গে কথা বলব।

BanglaBook.org

গাড়ি ফিরে যাচ্ছে। মাঝরাস্তায় প্রসূন নেমে গেল। তার গাড়ি পেছনে আসছিল। সেই গাড়িতে সে নিজের ব্লকে ফিরে যাবে। নামার সময় প্রসূন জিগ্যেস করল—ম্যাডাম, আগামীকাল যে আপনি বৈকুণ্ঠ মণ্ডলকে আপনার অপিসে ডাকলেন? আমি কি আসব? সৃঞ্জয়ী কিছু চিন্তা করে বলল।

—দরকার নেই। তুমি তোমার অন্য কাজে মন দাও। এই লোকটা শুনেছি একটা ক্রিমিন্যাল। ওকে অন্যভাবে ডিল করতে হবে। সমস্ত ব্যাপারটা আমি এস.ডি.ও. সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করব। তারপর কাজে নামব। ও.কে.। তুমি যাও।

॥ ১৩ ॥

সৃঞ্জয়ী প্রধানের অফিসে ভিজিট করবার পর দুদিন কেটে গেল। বৈকুণ্ঠ মণ্ডলের দেখা নেই। তৃতীয়দিন সে এল। সৃঞ্জয়ী অফিসে বসে কাজ করছিল। হঠাৎ অফিস চত্বরে তার মনে হল, বিকট শব্দে একটা মোটরবাইক এসে থামল। উঃ এত বিশ্রী জোরে শব্দ করছে মোটরবাইকটা! কে এল? যখন ভাবছে সৃঞ্জয়ী, ঠিক তখনই পিয়ন এসে জানাল—ম্যাডাম ধরমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এয়েচে। আপনার সঙ্গে দেখা করবে।

—একা এসেছে?

—নাহ্, সঙ্গে আর একজন শাগরেদ আচে।

—হুঁ।...আচ্ছা বাইরে ওয়েট করতে বলো। আমি এখন

BanglaBook.org

জরুরি কাজে ব্যস্ত আছি। যখন ফাঁকা হব তখন ডাকব।

—বাইরে বসতে বলব ম্যাডাম? পিয়ন যেন একটু অবাক হল।

—হ্যাঁ। তাই তো বললাম। আমার ঘরের বাইরে ভিজিটরদের অপেক্ষা করার জন্যে লম্বা বেঞ্চ পাতা আছে। সেখানে ওরা দুজন অপেক্ষা করবে। আমি ফ্রি হলে বেল বাজাব। তখন তুমি ওদের এখানে আনবে।

—আচ্ছা ম্যাডাম...।

সৃঞ্জয়ী মনে-মনে হাসল। এটা হল একধরনের প্রশাসনিক চাল। প্রধানের ঔদ্ধত্য আর অসভ্যতাকে সবাই ভয়ে-ভয়ে মেনে নিয়েছে বলে সে যে ধরাকে সরা জ্ঞান করে এটা সৃঞ্জয়ী বুঝেছে। কিন্তু সে তাকে কোনও প্রশ্রয় দেবে না। প্রথম থেকেই কঠোর ব্যবহার করবে লোকটার সঙ্গে। তারপর দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

পাঁচ মিনিটও কাটেনি, সৃঞ্জয়ীর ঘরের পরদা নড়ে উঠল। একমুখ দাড়ি একটা লোক মুখ বাড়াল।

—আসতে পারি মাডাম?

—কে আপনি?

—আমি বৈকুণ্ঠ মণ্ডল।

—কিন্তু আমি তো আপনাকে বাইরে ওয়েট করতে বলেছি, যখন সময় হবে ডেকে নেব।

—আমি একজন জন-প্রতিনিধি। অনেক কাজ আমার। অফিসারের ঘরের বাইরে অপেক্ষা করার মতো সময় আমার নেই।

BanglaBook.org

আয় রে নিমাই। —সঙ্গীকে ডেকে বৈকুণ্ঠ ঘরে ঢুকে এল। তারপর সামনের দুটো চেয়ারে দুজনে বসল।

—কী জন্যে ডেকেছেন ম্যাডাম বলুন?—বৈকুণ্ঠ বলল। একটা রাগ অনুভব করছিল বটে সৃঞ্জয়ী, কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করে নিজেকে সে সংযত রাখার চেষ্টা করছিল। রেগে গেলে বৈকুণ্ঠ মণ্ডল তার সুযোগ নেবে। সে দেখছিল বৈকুণ্ঠর পোশাক। জিনসের প্যান্ট আর চড়া রং গেঞ্জি। দামি দেখলেই বোঝা যায়। মাথার চুল উলটে আঁচড়ানো। কুতকুতে দুই চোখ। খর দৃষ্টি চোখের। কপালে একটা কাটা দাগ। ডান হাতে একটা বালা। বেশ বলিষ্ট, মাঝারি উচ্চতার চেহারা। আর তার সঙ্গীর পরনে কালো গেঞ্জি, কালো প্যান্ট। সে টিকটিকে রোগা। তবে মুখ দেখলেই বোঝা যায়, লোকটা খারাপ।

—আমি আপনার অফিসে গিয়েছিলাম।

—হ্যাঁ শুনলুম। কিন্তু আপনি তো হঠাৎ গেছেন। খবর পাঠাননি তো ! আমার অন্য মিটিং ছিল। আমি বেরিয়ে গিয়েছিলাম।

—দেখুন বৈকুণ্ঠবাবু প্রধান হিসেবে আপনার কাজকর্ম আমাদের ভালো লাগছে না।

—কোন ব্যাপারটা ভালো লাগছে না বলুন? আমি পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী আমার কাজ করে যাচ্ছি।

—কী কাজ করছেন সেটাই তো আমরা জানতে পারছি না। আপনি বিডিও সাহেবেকে মাসিক রিপোর্ট পাঠান না। আমাদের কাছেও কোনও রিপোর্ট পাঠান না। তার ফলে আমরা জানতে পারছি না আপনি উন্নয়ন খাতে কত টাকা খরচ করেছেন, কোন-কোন

BanglaBook.org

প্রকল্পে খরচ করেছেন। ডি. এম. সাহেবকেও আমরা রিপোর্ট দিতে পারছি না। তার ফলে ডি. এম. সাহেব যখন রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তরে জেলার রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন, তখন তাকে incomplete রিপোর্ট পাঠাতে হচ্ছে। এর জন্যে দায়ী আপনি। বৈকুণ্ঠ এক মুহূর্ত চুপ করে বসে রইল। তারপর পকেট থেকে দামি সিগারেটের প্যাকেট বের করল।

—ওটা কী করছেন?—সৃঞ্জয়ী জিগ্যেস করল।

—ধূমপান করব।

—অফিসে ধূমপান allowed নয়। আপনি জানেন না সরকারি আদেশ আছে? পাবলিক প্লেসে কিংবা সরকারি অফিসে ধূমপান করা যায় না।?

সৃঞ্জয়ীর ধমক খেয়ে বৈকুণ্ঠ একটু থমকে গেল। তারপর সিগারেট প্যাকেট পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে বলল—আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ঠিক নয়।

—মানে?

—ডেভলপমেন্ট রিপোর্ট আমি নিয়মিত পাঠাই বিডিও অফিসে। ওঁর অফিসে রিপোর্ট হারিয়ে যায়।

—এটা মিথ্যে কথা হতে পারে। এর কোনও প্রমাণ আছে?

—কী বললেন আমি মিথ্যে কথা বলছি? —বৈকুণ্ঠ যেন ফুঁসে উঠল।

সৃঞ্জয়ী কঠিন স্বরে বলল—চোখ নামিয়ে কথা বলুন। ভদ্রভাবে কথা বলুন? হঠাৎ বৈকুণ্ঠ যেন ফণা নামিয়ে নিল। তারপর মিহি গলায় বলল—আজ আমাদের প্রথম দেখা হল।... প্রথম দেখা

BanglaBook.org

হতেই এত বকাবকি করছেন কেন ম্যাডাম? আপনার মতো একজন সুন্দরী যদি এত বকাবকি করে ভালো লাগে বলুন? আপনি রিয়েলি বিউটিফুল আছেন। কলকাতার মেয়ে তো?...একদিন আসুন আমার অফিসে। সব খাতাপত্তর দেখুন। সকলের সন্দেহ তো বৈকুণ্ঠ মণ্ডল শুধু চুরি করছে? আপনি আসুন ম্যাডাম—সারারাত থাকুন—আমি খাওয়াদাওয়া আর কাওয়ালি গানের ব্যবস্থা করি। আমাদের গ্রামে একটা দল আছে বড় নাইস কাওয়ালি গায়....।

সৃঞ্জয়ী বলল—বাজে কথা বলা কিংবা শোনার আমার একেবারে সময় নেই। আপনার অডাসিটি দেখে আমি অবাক হচ্ছি মি. মণ্ডল। শুনুন, আমি এক সপ্তাহের মধ্যে আপনার অফিস ইনস্পেকশন করব। আপনি প্রস্তুত হন। এ ব্যাপারে চিঠি পাবেন আপনি স্বয়ং এস.ডি.ও. সাহেবের কাছ থেকে।

—আসুন না! আপনারা বড়-বড় অফিসাররা যত আমার অফিসে আসবেন ততই তো ভালো। আমার অফিসের নাম ছড়িয়ে পড়বে। আচ্ছা এখন আসি তাহলে? চল রে নিমাই। মাডামের সময় আর নষ্ট করব না। তবে ম্যাডাম...চেয়ার থেকে উঠে নাটকীয়ভাবে ঘুরে দাঁড়াল বৈকুণ্ঠ। সৃঞ্জয়ীর দিকে কুতকুতে চোখে তাকিয়ে হেসে বলল—কাওয়ালি গানের প্রস্তাবটা কিন্তু ভুলবেন না ম্যাডাম? আপনার মতো রূপসি দর্শক যদি থাকে তাহলে তো আসর জমে যাবে...।

সৃঞ্জয়ী ঠান্ডা চোখে তাকাল। কোনও উত্তর দিল না। যদিও তার মনে হচ্ছিল, চেয়ার ছেড়ে উঠে ঠাস্ করে একটা চড় কষিয়ে দেয় বৈকুণ্ঠর গালে। কিন্তু সেটা করা ঠিক হবে না। ধৈর্য ধরতে

BanglaBook.org

হবে। ঠান্ডা মাথায় ওর ত্রুটিগুলো খুঁজে বের করতে হবে।

বৈকুণ্ঠ চলে যাওয়ার পর সৃঞ্জয়ী দিব্যকে ফোন করল।

—স্যার আপনি ফ্রি আছেন?

—আছি।

—আমি একটু যাচ্ছি স্যার। আলোচনা আছে।

—আসুন।

দিব্যর ঘরে ঢুকে সৃঞ্জয়ী দেখল তিনি একা বসে আছেন। সামনে কয়েকটা ফাইল অবশ্য আছে। কিন্তু দিব্য সেদিকে দেখছেন না। তাঁর সামনে একটা চিঠি পড়ে আছে। সম্ভবত সেই চিঠিটা তিনি পড়ছিলেন। তাঁর মুখ গম্ভীর। যেন সেখানে কালো মেঘ জমে আছে। সৃঞ্জয়ীকে দেখেই অবশ্য দিব্য আবার স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করলেন।

—আসুন। বসুন।—একটু চা বলি?—পিয়নকে ডেকে চা-এর আদেশ দিলেন দিব্য। তারপর বললেন—কী কাজকর্ম সব ঠিকঠাক চলছে তো?

—স্যার আপনি কি অন্য কোনও ব্যাপারে ভাবছিলেন? আপনাকে কি আমি ডিসটার্ব করলাম?

—আরে নাহ।...দিব্য চিঠিটার দিকে একবার তাকালেন। তারপর সেটা খামের মধ্যে পুরে একপাশে সরিয়ে রাখলেন। সৃঞ্জয়ীর দিকে তাকালেন। হেসে বললেন—ইয়েস? গুরুতর কিছু আলোচনা করতে চান মনে হচ্ছে?

—আজকে আমার চেম্বারে ধরমপুরের প্রধান বৈকুণ্ঠ মণ্ডল এসেছিল।

BanglaBook.org

—ওহ্ দ্যাট rogue? He is a criminal! কী বলতে এসেছিল?

—আমিই ওকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

—বটে? এল ও? He does not care for the administration!

—লোকটাকে দেখলাম স্যার। —ভীষণ উদ্ধত। আর অসভ্য! আমার ধারণা ও প্রশাসনের থেকে ঠিক lesson টা পায়নি। But he should be taught a lesson...।

—কী করতে চান?

—আমি ওর অফিস ইনস্পেকশন করব। সেটা আমি ওকে জানিয়েও দিয়েছি।

—কবে?

—দিন এখনও ঠিক করিনি। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই করব।

—কিন্তু ওই ইনস্পেকশনে আপনার একা যাওয়া ঠিক হবে না। আপনার সঙ্গে লোকাল বিডিও থাকুক। আর আমি এস.ডি.পি.ও.-কে বলে দেব, একজন ভালো আর্মড সিকিউরিটি দিয়ে দেবে। বৈকুণ্ঠের ব্যাপারে কোনও ঝুঁকি নেওয়া ঠিক নয়। কিংবা অ্যাডভেঞ্চার করতে যাওয়াও ঠিক হবে না। তার ওপর আপনি মহিলা। ও আপনাকে অনেক রকম প্যাঁচে ফেলতে পারে।

—আপনি কিছু চিন্তা করবেন না স্যার। আমিও কম tough নই।

—সে তো আমি দেখতেই পাচ্ছি। আপনি আসার পর এই

BanglaBook.org

সাবডিভিশনের প্রশাসন অনেক আঁটোসাঁটো হয়েছে, অপিসে ডিসিপ্লিন এসেছে, কর্মচারীরাও আপনার সঙ্গে কাজ করে খুশি। লোকাল সাংবাদিকরা মুশকিলে পড়ে গেছে।

—কেন স্যার?

—কারণ তারা খারাপ কিছু লিখতে পারছে না। ওরা তো খারাপ কিছু না লিখতে পারলেই হতাশ হয়ে যায়।

সৃঞ্জয়ী হাসল। চা এল। চায়ের কাপে চুমুক। বিকেল শেষ হতে চলল প্রায়। একটু পরেই অফিস ছুটি হবে। মফস্‌সলে এই সময়টায় কীরকম একটা বিধূর বিষণ্ণতা ছড়িয়ে যায়।

দিব্য বললেন—অনেকদিন আমরা একসঙ্গে বসিনি। আড্ডা দিইনি। শুধু কাজই করে যাচ্ছি।

—আজ বসবেন স্যার?—সৃঞ্জয়ীর গলায় উৎসাহ।

—আপনার কোনও অসুবিধে নেই তো?

—নাহ। আমিও তো একা-একা সার্কিট হাউসে দিন কাটাচ্ছি।।

—ও.কে। তাহলে আজ সার্কিট হাউসে আমরা বসি।

ও.কে। ক'টার সময়ে আসছেন স্যার?

—এই ধরুন আটটা।...তাহলে তো সার্কিট হাউসের কেয়ারটেকারকে রান্নার ইনসট্রাকশান দিতে হবে। বাজার করার টাকা দিতে হবে।—দিব্য ফোনের রিসিভার তুলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সৃঞ্জয়ী বাধা দিল।

—ওদের ফোন করবেন না স্যার।

—কেন?

—আজ আপনি আমার গেস্ট। কী রান্না করতে হবে আমিই

BanglaBook.org

ওদের বলে দেব। বাজারের টাকাপয়সা আমিই ওদের দেব।

দিব্য হাসলেন।—সে না হয় হল। কিন্তু ড্রিংকস-এর ব্যাপারটা তো আমাকেই দেখতে হবে। ওটার ব্যাপারে আপনার এক্সপার্টাইজ নেই।

—নাহ্। তা নেই।

—ও. কে। তাহলে আমি ড্রিংকস নিয়ে যাব। হুইস্কি আর জিন।

—নাহ্ জিন নয়। আমি মেয়ে বলে সবসময় আমাকে জিন খেতে হবে কেন? আমিও আজ হুইস্কি টেস্ট করব।

—দ্যাটস লাইক এ্যা গুড গার্ল। কিন্তু হুইস্কি খেয়ে সামলাতে পারবেন তো?

—আপনি তো আছেন। যদি বেসামাল হয়ে পড়ি আপনি আমাকে সামলাবেন।

দিব্য হো হো করে হাসলেন।

॥ ১৪ ॥

আজ খুব গরম। মে মাস। অথচ ক'দিন ধরে বৃষ্টির দেখা নেই। সকলেই আশা করছে বৃষ্টি হবে। কিন্তু সে আশা পূরণ হচ্ছে না কারোর। গায়ে যেন জামাকাপড় রাখা যাচ্ছে না। দরদর করে ঘাম হচ্ছে। সৃঞ্জয়ীর অসুবিধে হল তার আবার বেশি ঘাম হয়। গ্রীষ্মকালে সেই কারণেই সারাদিনে বারবার পোশাক পালটাতে হয় তাকে। আর

BanglaBook.org

পারফিউম ব্যবহার করতে হয়। কারণ সে নিজে তো জানে তার ঘামের কী বোঁটকা গন্ধ! অফিস থেকে ফিরে একবার স্নান করেছে সৃঞ্জয়ী। মাথার চুলে জল দেয়নি। শুধু গা ভিজিয়েছে। এখানকার চানঘরে বড়-বড় বালতিতে জল ভরা থাকে। এই জল হচ্ছে ইঁদারার জল। খুব ঠান্ডা শরীরে ঢাললে প্রাণ যেন জুড়িয়ে যায়। শাওয়ার খুলে চান করলে ট্যাংকের জল মাথায় পড়বে। সারাদিন ওভারহেড ট্যাংক রোদে তেতে থাকে। শাওয়ারের জলও ভীষণ গরম সে কারণেই। স্নান সেরে বেরিয়ে এসে সৃঞ্জয়ী নিজেকে সাজাল। সে একটা কর্ডের ট্রাউজার বের করল। এইসময় কর্ড পরনে থাকলে একটা নরম অনুভূতি হয়। আর একটা সাদা সুতির টপ। স্লিভলেস। এই গরমে এরকম পোশাকই আরামদায়ক হবে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে নিজেকে দেখল। খারাপ লাগছে না। গলায় সাধারণত কিছু পরে না সৃঞ্জয়ী। আজ একটা সরু চেনের হার পরল। কানে লম্বা, ঝোলা দুল। বাঁ-হাতে একটা রঙিন, মোটা বালা, কাঠের তৈরি। ধর্মতলার ফুটপাত থেকে মাত্র ত্রিশ টাকায় কেনা। চোখে হালকা আইল্যাশ। ঠোঁটে একবার লিপস্টিকের টান। নিজেকে মনে হল ভালোই দেখাচ্ছে। তারপরই মনে হল, আচ্ছা নিজেকে সে এত সাজাচ্ছে কেন? দিব্যর জন্যে? দিব্যকে মুগ্ধ করার একটা সুপ্ত ইচ্ছে কি তার মনে কাজ করছে? এটা ভাবতেই একটা চমক খেল সৃঞ্জয়ী। দিব্যকে মুগ্ধ করার কোনও কারণ ঘটেছে কি? তাদের চাকরিতে ছেলে-মেয়ে একসঙ্গে মদ্যপান এসব খুব স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু তার মানেই যে কেউ কারোর প্রেমে পড়ে যাবে এরকম তো নাও হতে পারে। দিব্য তো তার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ। তার থেকে অন্তত বছর

BanglaBook.org

দশ সিনিয়র। দিব্য বিবাহিত সম্ভবত। যদিও এই প্রসঙ্গ উঠলেই দিব্য যেন কীরকম এড়িয়ে গেছেন। কেন? দিব্য তার পরিবারকেও এখানে খুব একটা আনেন না। নিজেও যে খুব বেশি কলকাতায় যান তা নয়। কেন? কেন? কেন? পরিবারের সঙ্গে কি তাঁর কোনও গণ্ডগোল আছে? সেগুলো কীভাবে জানা যায়? সেসব জিগ্যেস করলে দিব্য যদি অসন্তুষ্ট হন?

ইতিমধ্যে এক কাপ কফি দিতে বলেছিল সৃঞ্জয়ী। কেয়ারটেকার কফি নিয়ে ঘরে ঢুকল। সৃঞ্জয়ী কেয়ারটেকারকে বলল—তাহলে যা-যা আইটেম বলেছি সব হয়ে যাবে তো ঠিক সময়ে? এস.ডি.ও. সাহেব আটটা নাগাদ আসবেন। ডিনার সারবেন।

—হ্যাঁ ম্যাডাম হয়ে যাবে। আপনি তো টাকা পয়সা সব দিয়েছেন। আমি লোকজনকে বাজারে পাঠিয়ে দিয়েছি।

—আইটেমগুলো মনে আছে তো?

—হ্যাঁ ম্যাডাম।...ফিংগার চিপস, ফিশ ফ্রাই, বোনলেস চিলি চিকেন আর চাপাটি।

—আর স্যালাড?

—হ্যাঁ ম্যাডাম। স্যালাড। সৃঞ্জয়ীর মনে হয়েছে এই ধরনের আসরে খাবারের অনেক আইটেম রাখার কোনও অর্থ হয় না। আইটেম থাকবে কম। জিনিসগুলো হবে ভালো। তাহলেই মনে হয় যিনি খাবেন তিনি আনন্দ পাবেন। আর ফ্রায়েড রাইস দিব্যর পছন্দ নয় সেটা সৃঞ্জয়ী জেনেছে। তাঁর পছন্দ বেশ মোটা চাপাটি।

কেয়ারটেকার বেরিয়ে গেল। কফির কাপে চুমুক দিয়ে সৃঞ্জয়ী

BanglaBook.org

একটা সিগারেট ধরাল। এখন আর গরম হচ্ছে না। কারণ তার এইঘরে বাতানুকূল যন্ত্র আছে। ঘর ঠান্ডা। শীতলতা। আরামের অনুভূতি। ঘড়ির দিকে তাকাল। সাড়ে ছটা। দিব্য বলেছেন তিনি আটটার সময় আসবেন।

সিগারেট টানতে-টানতে সৃঞ্জয়ীর মনে পড়ল গত দুদিন বাবা-মা-র সঙ্গে তার কথা বলাই হয়নি। ওদিক থেকেও তার মোবাইলে কোনও ফোন আসেনি। তার মানে বাবা এবং মা দুজনেই তার ওপর রীতিমতো বিরক্ত। হীরককে বিয়ে করবে না, এটা স্পষ্টাস্পষ্টি জানিয়ে দেওয়ার পর ওঁদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। কিন্তু ওঁরা শুধু হীরকের স্টেটসে থাকা এবং তার অর্থের প্রাচুর্যটাই দেখছেন। মানুষ হিসেবে হীরক একেবারেই যে উঁচু শ্রেণির নয় সেটা ওঁরা একবারও ভেবে দেখছেন না। হীরক পুরোপুরি মার্কিনি কালচারে ডুবে আছে। সে নারীকে ভোগ্যপণ্য হিসেবে দেখে। তাকে আলাদা কোনও মূল্য দিতে চায় না। এখানকার চাকরি ছেড়ে দিয়ে সৃঞ্জয়ী যদি হীরককে বিয়ে করে লস অ্যাঞ্জেলসে যায়, তাহলে প্রতি পদে হীরক তাকে বুঝিয়ে দেবে যে সে তার স্বামী। এবং স্বামীর অধিকারবোধে সে যা খুশি তাই করতে পারে। এরকমও হতে পারে যে, বিছানায় কয়েকদিন সহবাস করার পর হীরকের হয়তো মনে হল, সৃঞ্জয়ী পুরোনো হয়ে গেছে। তখন সে কোনও নতুন নারীকে এনে বিছানায় তুলবে। সৃঞ্জয়ীকে অবহেলা করবে। হয়তো ডিভোর্স দিয়ে দিতে চাইবে। তখন সৃঞ্জয়ী কী করবে? আবার ফিরে আসবে এ-দেশে? চাকরি পাবে? কে তাকে চাকরি দেবে? বাবা এবং মাকে এটুকু বোঝাতে পারেনি সৃঞ্জয়ী। এটাই তার অক্ষমতা। ওঁরা শুধু বুঝলেন

BanglaBook.org

যে, সৃঞ্জয়ী নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারল। কিন্তু যাই হোক, সৃঞ্জয়ী না-হয় অপরাধীই হল ওঁদের চোখে? কিন্তু তা বলে ওঁরা মেয়ের খবর নেবেন না? আর সৃঞ্জয়ীরও তো উচিত ওঁদের খোঁজ নেওয়া। কারণ ওঁদেরও তো বয়স হয়েছে। এখন সৃঞ্জয়ীর খুব ইচ্ছে হচ্ছে বাবা এবং মা-র সঙ্গে একটু কথা বলে। সিগারেট শেষ। টিপস্‌টা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে সে মোবাইল টেনে নিল। বাড়ির নাম্বারে রিং করল। ও প্রান্তে ফোন বেজে যাচ্ছে। একসময় রিসিভার উঠল।

অবনীমোহনের গলা—হ্যালো?

—বাবা আমি ঝুম্পা বলছি!

—অ।...তোমার খবর-টবর সব ভালো।

—আমি ভালো আছি। তোমরা কেমন? মা?

—আমরা আছি একরকম।—বেশ কিছুক্ষণ থেমে থাকলেন অবনীমোহন। তারপর বললেন—হীরক আজ স্টেটসে ফিরে গেল।

সৃঞ্জয়ী চুপ।

—ওর বিয়ে সেটলড হয়ে গেছে। চন্দননগরের মেয়ে। খুব বনেদি বংশ। মেয়ে সুন্দরী। এম.এস.সি.। মাঝের ওপর রবীন্দ্রভারতী থেকে একটা কোর্সও করেছে। সামনের মাসে হীরক আসবে। বিয়ে হবে। ওরা দুজনে স্টেটসে চলে যাবে।

—মায়ের সঙ্গে একটু কথা বলা যায় না বাবা? ওঁর বাতের ব্যথাটা কমল কি না...

—তোমার মা এখন ঠাকুরঘরে আছেন। ডিসটার্ব করা যাবে না। এমনি ভালোই আছেন। তবে বাতের ব্যথা কি কোনওদিন

BanglaBook.org

একেবারে সারে? বুড়ো বয়সে ওসব নিয়েই চলতে হয়। আমরা ঠিক আছি। তুমি ঠিক থাকলেই হল। একেবারে নিস্পৃহ স্বরে বাবা কথা বলছে। সৃঞ্জয়ীর প্রায় কান্না পেয়ে যাচ্ছিল। সে নিজে স্বাধীনভাবে নিজের মত প্রকাশ করেছে। যেটা তার বাবা-মায়ের মতের সঙ্গে মেলেনি। নিজের বিয়ে সম্বন্ধে তার মতটাই তো প্রধান। কিন্তু ওঁরা সেটা বুঝছেন না। এখন মনে হচ্ছে সৃঞ্জয়ীর প্রতি সব উষ্ণতা ওঁরা যেন হারিয়ে ফেলেছেন। এটা সাময়িক হতে পারে। তবুও এটা হৃদয়বিদারক। এরপর অবনীমোহন যেটা বললেন সেটা শুনে সৃঞ্জয়ী আরও দুঃখ পেল।

—তুমি শুনে রাখো, আমরা কিংবা আমি তোমার বিয়ের জন্যে কিন্তু আরও কোনও চেষ্টা করব না। তুমি যথেষ্ট সাবালক হয়েছ, স্বাবলম্বী হয়েছ, তুমি বিয়ে করবে কি করবে না, কাকে করবে এসব হবে তোমারই সিদ্ধান্ত। আমরা সে ব্যাপারে নাক গলাতে যাব না। বুঝেছ তো?

—হ্যাঁ বুঝেছি। আর আমি মনে করি যে কোনও প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে বা ছেলের ক্ষেত্রে এটাই হওয়া উচিত। তাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলোতে তারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেবে। বাবা-মার শুভকামনা থাকবে সন্তানদের প্রতি। কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে হবে নিজেদেরকেই।

—ঠিক আছে বুঝেছি। আর কিছু বলবে? —অবনীমোহনের কঠিন গলা।

—বাবা তোমরা মিছিমিছি আমার ওপর রাগ করছ। তোমরা এতদিন আমার কোনও খোঁজ পর্যন্ত নাওনি। আমি আজ নিজে ফোন

BanglaBook.org

করলাম তাই। তাও বুঝতে পারছি মা আমার সঙ্গে রাগ করে কথা বলছে না।—সৃঞ্জয়ীর গলা কান্নায় বুজে আসে। এবার অবনীমোহনের সুর পালটে যায়। তিনি বলেন—ওরে বোকা মেয়ে! তোর ওপর রাগ করে কি আমরা থাকতে পারি? হ্যাঁ তোর মা এখন একটু রেগে আছে এটা সত্যি। তবে দুদিন বাদেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা তোর খোঁজ নেব। তুইও আমাদের খোঁজ নিবি। আর আমাদের ইচ্ছা আছে—

—কী ইচ্ছে বাবা?

—শীতের দিকে আমরা তোর মহকুমা শহরে একটু বেড়াতে যাব। কদিন কাটিয়ে আসব। তাতে একটু চেঞ্জ হবে।

—বাহ, খুব ভালো ভেবেছ বাবা। ঠিক আছে। নভেম্বরেই তোমরা আমার এখানে আসবে। আর আমি ফোন করব। দিন পনেরো বাদেই কলকাতা যাব।

—ঠিক আছে। ভালো থাকিস মা। এই নে তোর মা কথা বলবে।

—হ্যালো মা?

—কীরে তুই নাকি খুব অভিমান করেছিস? আরে পাগল মেয়ে। মা কি রাগ করে থাকতে পারে? যা হয়েছে ঠিক হয়েছে। হয়তো আমার ভগবান আমার রাধামাধব চাননি যে তোর সঙ্গে হীরকের বিয়ে হোক। যা হয় ভালোর জন্যেই হয়। সাবধানে থাকিস মা...।

এতক্ষণ বাদে সৃঞ্জয়ী হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সত্যি তার মনটা বড় খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মা-বাবা তাকে ভুল ভাবছে এটা সে

BanglaBook.org

কোনওমতেই মেনে নিতে পারছিল না। এখন অনেক ভারহীন লাগছে। রিফ্রেশড লাগছে। ঘড়ির দিকে তাকাল। সাতটা বেজে পনেরো মিনিট। দিব্য ঠিক আটটায় আসবেন। আর একটু আগেও তো আসতে পারতেন। কতরকম গল্প করা যেত। এখানে সন্ধের পর সময় কাটানোটাই তো সমস্যা। এজন্যেই তো সৃঞ্জয়ী নিজেকে কাজের মধ্যে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করে। প্রায়ই বিকেলের দিকে সে ট্যুরে বেরিয়ে যায়। নানা ব্লক-অফিসে যায়। বিডিওদের কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করে। মাঠে-ঘাটে পঞ্চায়েতের নানা উন্নয়ন-প্রকল্প দেখতে যায়। কত রকম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। তারপর রাত করে ফিরে আসে সার্কিট হাউসে। ঠান্ডা জলে স্নান সারে। প্রিয় কোনও বই নিয়ে বসে। তারপর ডিনার সেরে শুয়ে পড়া। রোজ একই রুটিন। একঘেঁয়ে। সে কারণেই আজ দিব্য যখন আসবেন বললেন, ইঙ্গিত দিলেন পানভোজনের, তখন স্বাভাবিকভাবেই সৃঞ্জয়ী মনে-মনে খুব উৎসাহিত হয়ে পড়েছে। কী একটা উত্তেজনা কাজ করছে তার মনে। সে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে দিব্যর জন্যে।

কিন্তু দিব্য সময়ের ব্যাপারে ভীষণ ডিসিপ্লিনড্। তিনি আটটায় আসবেন মানে কাঁটায়-কাঁটায় আটটাতেই আসবেন। তার মানে এখনও মিনিট পঁয়তাল্লিশ তাকে অপেক্ষা করে বসে থাকতে হবে। কিন্তু কীভাবে সময়টা কাটানো যায়? টিভি দেখে। ধুর, এখন টিভির যে কোনও চ্যানেলে বড় বোকা-বোকা অনুষ্ঠান হয়। তাহলে কি বই পড়বে? নাহ্, এখন বইয়ে মন বসবে না। তাহলে?...কাউকে ফোন করা যাক। কাকে ফোন করবে? ভাবতে-ভাবতে তার মনে পড়ল আদিত্যর কথা। আদিত্য সেনগুপ্ত। তারই ব্যাচমেট। এখন

BanglaBook.org

বাঁকুড়া জেলায় কাজ করছে।...আদিত্য সম্বন্ধে সামান্য একটু স্মৃতি আছে সৃঞ্জয়ীর মনে। তার জীবনে আদিত্যই প্রথম পুরুষ যে তাকে প্রেম নিবেদন করেছিল। তবে বড় তাড়াহুড়ো করে ফেলেছিল আদিত্য। পরিমিতিবোধের অভাব ছিল তার। সে কারণেই আদিত্যকে সে নিরাশ করেছিল।...তখন সবে বিডিও হয়ে চাকরি শুরু করেছে সৃঞ্জয়ী। একই জেলায় আর একটি ব্লকে আদিত্যও বিডিও। দুজনে একই সঙ্গে একই বছরে চাকরিতে ঢুকেছে। আদিত্যর চেহারাটা বড় সুন্দর। প্রায় ছ'ফুটের মতো লম্বা। মেদহীন, সটান শরীর। একমাথা কোঁকড়া চুল। ফরসা নয়। কালো। সেজন্যেই যেন আদিত্যর কীরকম একটা আলাদা আকর্ষণ ছিল মেয়েদের কাছে। সৃঞ্জয়ী ছাড়া আরও দু-তিনজন মেয়ে-বিডিও ছিল ওই একই জেলায়। আজকাল সিভিল সার্ভিসে মেয়েরা তো প্রচুর পরিমাণে আসছে। সৃঞ্জয়ীর কলিগদের মধ্যে একজন রিমা আদিত্যর প্রেমে গদগদ ছিল। জেলায় মিটিং থাকলে একসঙ্গে গাড়ি থেকে নামত। একসঙ্গে গাড়িতে ফিরে যেত। সবাই ধরেই নিয়েছিল যে, আদিত্য আর রিমা বিয়ে করবে। কিন্তু আসল সত্যটা জানত সৃঞ্জয়ী। রিমা আসলে আদিত্যকে এমনভাবে আগলে রাখত, আদিত্য তাকে কিছু বলতে পারত না। রিমার আবদার অনুযায়ী তার সঙ্গেই মিশতে হত তাকে। কিন্তু আসলে সে চাইত সৃঞ্জয়ীকে প্রেম নিবেদন করতে। প্রায় প্রতিদিন রাত গভীর হলে সৃঞ্জয়ীর মোবাইল বেজে উঠত। আর সে দেখত ফোনের স্ক্রিনে ভেসে উঠেছে আদিত্যর নম্বর। ওহ সেইসব দিন আর রাত্রিগুলো কী রোমাঞ্চকরই না ছিল! ইচ্ছে করে প্রথমে সৃঞ্জয়ী আদিত্যর ফোন কেটে দিত। কিন্তু আদিত্য নাছোড়বান্দা। সে আবার ফোন করত।

BanglaBook.org

তখন সৃঞ্জয়ী ফোন রিসিভ করত। বলত—এত রাতে ডিসটার্ব করছিস কেন?

—কেন? কী রাজকার্যে ব্যস্ত আছিস তুই? অফিসের রিপোর্ট লিখছিস না? গম্ভীর-গম্ভীর সব বই পড়ছিস?

—কিছুই করছি না। ভাবছি এবার ঘুমোতে যাব।

—আর আমি কী করছি বল তো?

—কী?

—তোর স্তব করছি।

—ওসব বিলা অন্য জায়গায় করবি। রিমা থাকতে তুই আমার স্তব করতে যাবি কেন?

—রিমা? ছো...সবটাই অভিনয়।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। শুধু তোকে বলতে পারি না। যা গম্ভীর মুখ করে থাকিস। আমার খুব ইচ্ছে করে তোর সঙ্গে প্রেম করতে, তোর সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে, তোর এত সুপার্ব ব্যক্তিত্ব সৃঞ্জয়ী। তোর এই ব্যক্তিত্ব আমাকে ভীষণ টানে।

—হুঁ বুঝলাম। প্রেম করাটা ছেলেদের একটা জন্মগত অধিকার তাই না? ছেলেরা যাকে ইচ্ছে তাকেই প্রেম করতে পারে। তাই না? মেয়েদের সম্মতির কোনও প্রয়োজন নেই।

—এরকমভাবে বলছিস কেন সৃঞ্জয়ী? তুই শুধু আমাকে একটু প্রশ্রয় দে—। সৃঞ্জয়ী তো পাথর নয়। তার হৃদয় আছে। মনও আছে। মুখে বিরক্তি প্রকাশ করলেও আদিত্যর এই মোবাইল-মাধ্যমে প্রেম-নিবেদন তার ভালোই লাগত। যদিও সে মুখে কিছু জানাত না।

BanglaBook.org

একদিন সকাল থেকে বৃষ্টি পড়ছিল। তার মধ্যে জেলায় ডি. এম. সাহেবের অফিসে সব বিডিওদের উন্নয়ন সংক্রান্ত মিটিং। সকলেই প্রায় হাজির। শুধু রিমা আসতে পারেনি। তার নাকি শরীর খারাপ। সে পঞ্চায়েত অফিসারকে রিপোর্ট-সহ মিটিং-এ পাঠিয়েছে। মিটিং শেষ হতে-হতে বেলা তিনটে। তারপর যে যার ব্লক-অফিসে ফেরার পালা। আদিত্য সেদিন প্রথম থেকেই সৃঞ্জয়ীর সঙ্গে সেঁটে ছিল। হয়তো রিমা নেই বলে সে সেদিন অনেক স্বাধীন। আদিত্যর ব্লক থেকে আরও ৩০ কিলোমিটার দূরে সৃঞ্জয়ীর ব্লক। তাকে যেতে হলে আদিত্যর ব্লকের ওপর দিয়েই যেতে হবে। আদিত্য প্রস্তাব দিল, সেদিন যাওয়ার পথে সৃঞ্জয়ী তার ব্লকে একটু থামুক, তার কোয়ার্টারে বসে একটু চা খেয়ে, গল্প করে যাক। মেঘলা দিন, ঝরোঝরো বৃষ্টি। সৃঞ্জয়ীর মনটাও কীরকম উন্মনা হয়ে ছিল। সেই বা এত তাড়াতাড়ি নিজের কোয়ার্টারে ফিরে কী করবে? একা-একা সময় কাটানো। হয় গান শোনা। নয়তো বই পড়া। সৃঞ্জয়ী রাজি হয়েছিল।

মফস্‌সলের সরকারি কোয়ার্টার যেমন হয়, আদিত্যরও তেমনি। দুটো ঘর, কিচেন, চানঘর, সামনে রোয়াক, চারপাশে একটু জমি, সেখানে নানারকম ফুল ফুটিয়েছে আদিত্যর অফিসের মালিরা। আদিত্য কলকাতার ছেলে। সেও একা থাকত। বাইরের ঘরে ঢুকে সৃঞ্জয়ীর মনে হয়েছিল, ঘরটা বড় অগোছালো। বইয়ের র‍্যাকে অনেক বই। বেশির ভাগই কবিতার। মিউজিক সিস্টেম। সিঙ্গল খাটে চাদরটায় বাটিকের কাজ। কিন্তু চাদরটা বহুদিন যে পালটানো হয়নি দেখে বোঝা যায়। তার ওপর একটা পোড়ামাটির ছাইদানি। সেটি পোড়া সিগারেটের টুকরোয় উপচে পড়ছে। ঘরে কয়েকটা বেতের চেয়ার। কাচের সেন্টার টেবিল।

BanglaBook.org

আদিত্য বলল—বোস সৃঞ্জয়ী। ব্যাচিলরস ডেন বুঝতেই পারছিস। খুব অপরিস্কার।

সৃঞ্জয়ী বলল—এটাই ন্যাচারাল। পরিষ্কার থাকলে তোকে অস্বাভাবিক মনে হত। সৃঞ্জয়ী বইয়ের র‍্যাকের দিকে তাকিয়ে বলল—তোর অনেক বই দেখছি। সব কবিতার বই। তুই খুব কবিতা পড়িস না?

—হ্যাঁ বাংলা কবিতা আমার প্রাণের জিনিস। আর গান। রবীন্দ্রসংগীত। বাউল গান। ক্লাসিক্যাল। সব শুনি। বাড়িতে এক বৃদ্ধা কাজের লোক। সে দিয়ে গিয়েছিল চা, বিস্কুট, ডালমুট।

আদিত্য বলল—কবিতা শুনবি সৃঞ্জয়ী?

—কবিতা? শোনা?

চা চলছে। বিস্কুট, ডালমুট চলছে। আদিত্য চেয়ার থেকে উঠে নিয়ে এল একটা কবিতার বই।

—কার কবিতা রে?

—ভাস্কর চক্রবর্তী।

সৃঞ্জয়ী নাম শোনেনি। চুপ করেছিল।

আদিত্য বলল—কিছুদিন আগে ভদ্রলোক ক্যানসারে মারা গেছেন। আমার খুব প্রিয় কবি। শোন এই কবিতাটা। আদিত্য পড়তে লাগল।—

শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা আমি তিনমাস ঘুমিয়ে থাকব—প্রতি সন্ধ্যায়
কে যেন ইয়ার্কি করে ব্যাঙের রক্ত
ঢুকিয়ে দ্যায় আমার শরীরে—আমি চুপ করে বসে থাকি—অন্ধকারে

BanglaBook.org

নীল ফানুস উড়িয়ে দ্যায় কারা, সারারাত বাজি পোড়ায়
হই হল্লা—তারপর হঠাৎ
সব মোমবাতি ভোজবাজির মতো নিবে যায় একসঙ্গে—উৎসবের দিন
হাওয়ার মতো অন্যদিকে ছুটে যায়, বাঁশির শব্দ
আর কানে আসে না—তখন জল দেখলেই লাফ দিতে ইচ্ছে করে আমার
মনে হয়—জলের ভেতর—শরীর ডুবিয়ে
মুখ উঁচু করে নিশ্বাস নিই সারাক্ষণ—ভালো লাগে না সুপর্ণা, আমি
মানুষের মতো না, আলো না, স্বপ্ন না,—পায়ের পাতা
আমার চওড়া হয়ে আসছে ক্রমশ—...

এটুকু পড়ে থেমে গিয়েছিল আদিত্য। বলেছিল ভালো লাগছে না। না রে?

—খারাপ লাগছে না। একেবারে অন্যরকম ভাষা। আমরা তো রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বড়জোর জীবনানন্দ দাশ পর্যন্ত পড়েছি। তারপর কে কীরকম কবিতা লিখছে ঠিক জানি না। কবিতা তো বেশি পড়ি না।

—আমি পড়ি। একা-একা এই গাঁয়ে পড়ে থাকি আর কবিতা পড়ি, গান শুনি।

—রিমা আসে না এই কোয়ার্টারে?—প্রশ্নটা হঠাৎই ছুড়ে দিয়েছিল সৃঞ্জয়ী।

—রিমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক এখন ভালো যাচ্ছে না।

—কেন?

—রিমাকে যা ভেবেছিলাম সে সেরকম নয়। আই ডোন্ট লাইক হার।

BanglaBook.org

—কীরকম রিমা?

—ভীষণ পজেসিভ। সব সময় সব ব্যাপারে ওর সিদ্ধান্তকেই মেনে চলতে হবে। আমারও যে একটা মতামত থাকতে পারে তার ও কোনও গুরুত্বই দিতে চায় না। আমাদের মেলামেশা এখন কমে গেছে। আদিত্যর গলার স্বরে বিষণ্ণতা ছিল। সৃঞ্জয়ী চুপচাপ বসেছিল। বাইরে অন্ধকারে নেমে এসেছিল প্রায়। তবুও ঘরে আলো জ্বলেনি। আবছা অন্ধকারেই বসে থাকতে কেমন ভালো লাগছিল।

হঠাৎ আদিত্য ফস্ করে বলেছিল—আমাকে বিয়ে করবি সৃঞ্জয়ী?

অপ্রত্যাশিত ছিল এই প্রশ্ন। সৃঞ্জয়ী প্রথমে চমকে উঠেছিল। তারপর খিলখিল করে হেসে বলেছিল—এরকম বোকা-বোকা প্রশ্ন করবি ভাবতেই পারিনি।

—কেন? আমরা যদি বিয়ে করি খারাপ কী? দুজনে একই চাকরি করি। টাকাপয়সার অভাব হবে না কোনওদিন। একই প্রফেশনে থাকার জন্যে দুজনে দুজনকে বুঝব। অসুবিধেটা কোথায়?

—ভাবতে হবে। বিয়ের কথা আমি এখনও কিছু ভাবিনি।

—এবার থেকে ভাবতে শুরু কর।

—এবার যাই রে আদিত্য। এখান থেকে আমাকে কুড়ি মাইল যেতে হবে। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে অনেকটা রাস্তা। বেশি রাত করা ঠিক হবে না।

সৃঞ্জয়ী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। আদিত্য হঠাৎ বলেছিল, দাঁড়া একমিনিট আমি আসছি। আদিত্য ঘর থেকে বেরিয়ে

BanglaBook.org

গিয়েছিল। সৃঞ্জয়ী বইয়ের র‍্যাকের কাছে দাঁড়িয়ে আবছায়া আলো অন্ধকারে আদিত্যর বইয়ের সংগ্রহ দেখছিল। হঠাৎ একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছিল। পেছন থেকে এসে আদিত্য জড়িয়ে ধরেছিল সৃঞ্জয়ীকে। এবং তার ঘাড়ে নিজের ঠোঁট গুঁজে দিয়েছিল। একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিল এই আক্রমণ! হ্যাঁ আক্রমণই তো! এরকম খাপছাড়া ব্যবহার সৃঞ্জয়ী কল্পনাও করেনি আদিত্যর কাছ থেকে।—এ কী করছিস? এ কী অসভ্যতা?—সৃঞ্জয়ী চেঁচাচ্ছিল। আদিত্য ফিসফিস করে বলেছিল—বাড়িতে কেউ নেই। লেট আস এনজয় সৃঞ্জয়ী। আমি তোকে ভালোবাসি। তোর শরীরকে ভালোবাসি। তোর কোনও ভয় নেই। আই অলওয়েজ ক্যারি কনডোমস।

রাগে, দুঃখে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল সৃঞ্জয়ীর। সে প্রাণপণে নিজেকে ছাড়াতে চাইছিল। কিন্তু আদিত্যর শরীরে যেন অসুরের শক্তি! তার সঙ্গে পেরে উঠছিল না সৃঞ্জয়ী। তার শরীরের নানা বিপজ্জনক জায়গায় হাত দিচ্ছিল আদিত্য। সুগোল দুই স্তনে এমনভাবে ছোবল মারছিল যেন বৃন্ত থেকে ফল টেনে ছিঁড়ে নেবে। সৃঞ্জয়ীর ঠোঁটে নিজের ঠোঁট ডুবিয়ে ক্রমশ তাকে বিছানার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। তার সালোয়ারের দড়ির গিঁট খুলতে চাইছিল। দানবের মতো লাগছিল আদিত্যকে। কিন্তু অত সহজে সৃঞ্জয়ীকে কাবু করা সম্ভব নয়। সে তার শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে ঠেলে দিল আদিত্যকে; তারপর ঠাস্-ঠাস্ করে দুটো চড় মেরেছিল তার গালে। এক ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে এসেছিল। নিজের গাড়ি অপেক্ষাতেই ছিল। চালককে বলেছিল জোরে গাড়ি চালাতে।

BanglaBook.org

সেদিন বাড়িতে ফিরে খুব অবসন্ন লাগছিল সৃঞ্জয়ীর। সে চুপচাপ শুয়েছিল। তারপর একা-একা কেঁদে ফেলেছিল। আদিত্যর থেকে এই ব্যবহার সে আশা করেনি। সব পুরুষই কি একইরকম। তারা যে-কোনও ছুতোয় শুধু মেয়েদের শরীরকে ভোগ করতে চায়?

মেয়েদের কি শুধু শরীরই আছে? আর পুরুষের কামনা-বাসনা মেটাতেই কি শুধু তাদের জন্ম হয়েছে? এরপর দু-বছর একই জেলায় চাকরি করতে হয়েছে সৃঞ্জয়ীকে আদিত্যর সঙ্গে। কিন্তু আদিত্যর সঙ্গে সে কোনওদিন বাক্যবিনিময় করেনি। আদিত্য অনেক চেষ্টা করেছে ব্যাপারটা সহজ করে নিতে। কিন্তু সৃঞ্জয়ী তাকে সে সুযোগ আর দেয়নি। আজ অনেকদিন পর এই মহকুমায় বদলি হয়ে এসে এখানকার সার্কিট হাউসে বসে আদিত্যর কথা মনে পড়ল। অনেক দিন হয়ে গেছে সেই ঘটনার পর। এখন আদিত্যর সঙ্গে একটু কথা বলাই যায়। সে কোথায় বদলি হয়েছে তাও সৃঞ্জয়ী জানে না। তবে তার মোবাইল নম্বরটা তার কাছে আছে। সেটা যদি বদলে না গিয়ে থাকে তাহলে এখনই কথা বলা যায়। যাবতীয় ফোন নম্বর লেখা ডায়েরিটা বের করল সৃঞ্জয়ী। খুঁজতে-খুঁজতে আদিত্যর নম্বরটা পেল। একটু ইতস্তত হচ্ছিল। সেই ইতস্ততা ঝেড়ে ফেলে সৃঞ্জয়ী আদিত্যর নাম্বারে ডায়াল করল। ও প্রান্তে রিং হচ্ছে...রিং হচ্ছে। একসময় আদিত্য ফোনটা ধরল।

—হ্যালো?

—কেমন আছিস?

—কে বলছেন?

BanglaBook.org

—গলা শুনে বোঝা যাচ্ছে না?...ও প্রান্তে একটু বিরতি। আদিত্য যেন বোঝার চেষ্টা করছে। সৃঞ্জয়ী শুনতে পাচ্ছে এক মহিলাকণ্ঠ। এক বাচ্চার কান্না।

—কে বলছেন বলুন না প্লিজ? সত্যি বুঝতে পারছি না।

—আমি সৃঞ্জয়ী।

—অ্যাঁ সৃঞ্জয়ী? হোয়াট অ্যা গ্রেট সারপ্রাইজ! তুই কোথায় পোস্টেড এখন? সৃঞ্জয়ী মহকুমার নাম বলল। তারপর জিগ্যেস করল—তুই কোথায় আছিস?

—আমি বোলপুরে। জানিস তো সৃঞ্জয়ী আমি এখন বিবাহিত?

—সে তো ফোনের মধ্যে বাচ্চার ট্যাঁ-ট্যাঁ আওয়াজেই বুঝতে পারছি। কাকে বিয়ে করলি? রিমাকে?

—রিমা? ধুস?...আমার বউ-এর নাম চন্দনা। খুব ঘরোয়া মেয়ে। ভালো গান গাইতে পারে। বিরিয়ানি রাঁধতে পারে দারুণ। একদিন আয় না বোলপুরে। আমার ফ্ল্যাটে ঘুরে যা। আমার বউ তোকে খুব আদর যত্ন করবে। তুই যেখানে আছিস সেখান থেকে ট্রেন ধরে বোলপুর এমন কিছু দূর নয়। একদিন নয় থেকে যাবি।

BanglaBook.org

—আচ্ছা সে দেখা যাবেখন। শুনে ভালো লাগল তুই এখন বেশ সুখী। এখন ছাড়ছি। পরে একদিন ফোন করব।

সৃঞ্জয়ীর খুব হাসি পেল। সেই রোমান্টিক, সেক্সি, অস্থিরমতি আদিত্য বিয়ে করে কত পালটে গেছে। একেবারে আটপৌরে, গেরস্থ মানুষ হয়ে গেছে। মানুষের ভবিতব্যই বোধহয় এই। গেরস্থ জীবনের

কাছে আত্মসমর্পণ করা। খুব একচোট হাসল সৃঞ্জয়ী। কেয়ারটেকার এসে খবর দিল—ম্যাডাম এস.ডি.ও. সাহেব এসে গেছেন।

॥ ১৫ ॥

আজ দিব্যও বেশ মাঞ্জা দিয়ে এসেছেন। সৃঞ্জয়ী তাকিয়ে দেখছিল। তিনি পরেছেন জিনস্ ট্রাউজার এবং গাঢ় নেভি-ব্লু রং-এর পাঁঞ্জাবি। ফরসা দিব্যকে পাঞ্জাবিটাতে বেশ মানিয়েছে। সার্কিট হাউসের বিশাল পার্লারে লম্বা টেবিলের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে দিব্য চেঁচিয়ে বললেন গুড ইভনিং ম্যাডাম—আর ইউ রেডি ফর দ্য সিটিং?

—ইয়েস স্যার। ইউ আর ওয়েলকাম।

টেবিলের দুধারে বসল দুজন। আর কেয়ারটেকার এক এক করে খাবারের পদগুলো টেবিলে রাখছিল। ফিশ ফ্রাই, স্যালাড, চিলি চিকেন, ফিংগার চিপস। দিব্যর সিকিউরিটি কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিল। দিব্য তাকে ইঙ্গিত করলেন। সে দুটো বড় বোতল নিয়ে এল। কাগজে মোড়া দুটো বোতল। তারপর পার্লার ফাঁকা হয়ে গেল। দরজা বন্ধ করে দিয়ে কেয়ারটেকার চলে গেল। দিব্য একটা বোতল খুললেন। ভালো জাতের হুইস্কির বোতল। দুটো গ্লাসে ঢাললেন দিব্য। সোডা মেশালেন। জল মেশালেন। তারপর একটা এগিয়ে দিলেন সৃঞ্জয়ীর দিকে। গেলাস তুলে বললেন—চিয়ার্স। সৃঞ্জয়ী বলল—চিয়ার্স।

অনেকক্ষণ মদ্যপান চলল। দিব্য বেশ ভালোই পান করেন।

BanglaBook.org

ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে পাঁচ পেগ উড়িয়ে দিলেন। সৃঞ্জয়ী কিন্তু দু-পেগের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছে। কথা বলছেন দিব্য। প্রচুর কথা। তাঁর চাকরিজীবনের শুরু থেকে কতরকম অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁকে। ভালো অভিজ্ঞতা। খারাপ অভিজ্ঞতা। হাসির অভিজ্ঞতা। দিব্যকে সাধারণত অফিসে গম্ভীর দেখেছে সৃঞ্জয়ী। পেটে মদ পড়লে তিনি যে গলগল করে এত কথা বলতে পারেন তা না দেখলে সৃঞ্জয়ী বিশ্বাস করত না। সৃঞ্জয়ীর মনে হচ্ছিল, লোকটার বুকে অনেক কথা জমে আছে। সুযোগ পেলে যেসব কথা এভাবে বন্যাস্রোতের মতো বেরিয়ে আসে। প্রায় রাত দশটা বাজে। এবার কি ডিনার করে নেওয়া উচিত?

সৃঞ্জয়ী বলল—স্যার এবার চাপাটিগুলো দিতে বলি? আমরা ডিনার সেরে নিই।

দিব্য বললেন—আলাদা করে আর ডিনার কী করব? বরং এই তো বেশ ভালো লাগছে। ফিশ ফ্রাইগুলো দারুণ বানিয়েছে। আর চিলি চিকেনও সুপার! থ্যাংক ইউ ফর ইওর হসপিটালিটি। আমি বরং আর এক পেগ খাই।

—স্যার আপনি অলরেডি পাঁচ পেগ নিয়েছেন। এত বেশি ড্রিংক করা কি ঠিক? দিব্য হা হা হাসলেন। বললেন—ঘাবড়ে যেয়ো না সৃঞ্জয়ী। তোমার কোনও ভয় নেই। আমি মাতাল হব না। বেসামাল কোনও কাজ করব না। আমি নিজের ব্যাপারে ভীষণ সচেতন। শুধু একটা ব্যাপারে ভীষণ ভুল করে ফেললাম।

—কী ভুল স্যার?

—আমি তোমাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করে ফেললাম।

BanglaBook.org

নর্মালি আমি সাবঅর্ডিনেট অফিসারদের কোনওদিন তুমি বলি না। আপনি বলে থাকি। আই অ্যাম সরি ফর দিস মিসটেক।

সৃঞ্জয়ী তাড়াতাড়ি বলল—স্যার আমি এরকম একটা সুযোগই খুঁজছিলাম। যে আপনাকে অনুরোধ করব 'তুমি' বলতে। আমি আপনার অনেক জুনিয়র। আমাকে আপনি বললে আমি খুব অস্বস্তি বোধ করি।

—ও. কে। ও. কে। তাহলে আজ থেকে তুমি। তাহলে চলো এবার বেরিয়ে পড়ি?

—স্যার এত রাতে কোথায় বেরোবেন?

—আরে চলোই না। নাইট ইজ স্টিল ইয়াং।

Let us go then you and I
for the evening is spread out against the sky
Like a patient etherized upon the table.

জানো কার কবিতার লাইন আবৃত্তি করলাম?

—জানি স্যার।

—কার কবিতা?

—টি. এস. এলিয়ট।

—ভেরি গুড। তুমি তো দেখছি বেশ শিক্ষিত মেয়ে। এই চাকরিতে এলে কেন? তোমার তো কলেজে অধ্যাপনা করা উচিত ছিল।

—অধ্যাপনার চাকরিতে যেতে পারতাম হয়তো। কিন্তু এই চাকরিতে স্বেচ্ছায় এসেছি।

—কারণ?

BanglaBook.org

—কলেজ মাস্টারের চাকরিতে কী বৈচিত্র আছে স্যার? সেই চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থেকে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর একই লেখকদের সম্বন্ধে বাঁধাধরা কিছু কথা বলে যাওয়া। মানে আমি সাহিত্যের অধ্যাপকদের কথা বলছি। তারপর ঘষে-মেজে একটা এম. ফিল। মোটা-মোটা বই পড়া। যেসব পড়ার সঙ্গে বাস্তব জীবনের কোনও মিল নেই। কিন্তু আমাদের এই চাকরিতে ধরুন কত বৈচিত্র্য! কত গ্রাম দেখা যায়, কত জনপদ দেখা যায়, কতরকম মানুষ দেখা যায়, একেবারে গরিব মানুষেরা কীভাবে বেঁচে আছে তার সম্বন্ধে কত অভিজ্ঞতা হয়, এ ছাড়া পাবলিককে আমরা কিছুটা সার্ভিস 'ডেলিভার' করতে পারি। এসব কারণেই এই চাকরি আমার এত প্রিয়।

—বুঝলাম। ইউ লাইক ইওর প্রফেশন। আর সেই কারণেই তুমি কাজেও এত দক্ষ।...যা হোক অনেক তত্ত্বকথা আলোচনা হয়েছে। Now I feel suffocated. চলো এবার বেরিয়ে পড়ি।

—স্যার এত রাতে কোথায় যাবেন?

দিব্য হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন। তাঁর বড়-বড় দুই চোখ রক্তবর্ণ, কপালে ঘামের বিন্দু, ঠোঁট শুকনো, নিশ্বাসে অ্যালকোহলের গন্ধ। তিনি ঈষৎ জড়িয়ে বললেন—তুমি আমাকে বিশ্বাস করো সৃঞ্জয়ী?

সৃঞ্জয়ী হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তাকিয়ে থাকে দিব্যর দিকে।

—আবার বলছি তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করো—সৃঞ্জয়ী?

—করি স্যার।

BanglaBook.org

—তাহলে আর প্রশ্ন নয়। চলো বেড়িয়ে আসি। তোমাকে একটা জায়গায় নিয়ে যাব যেখানকার কথা আমি শুনেছি, যাব ভেবেছি, কিন্তু সঙ্গীর অভাবে যেতে পারিনি। আজ চলো—তুমি আর আমি সেই জায়গাটাতে বেড়িয়ে আসি।

—সেটা কোন জায়গা স্যার?

—এখান থেকে বেশ কিছুদূর গিয়ে একটা নদী। সেই নদীতে খেয়া নৌকো করে অন্যপারে যাওয়া যায়। সেখানে নাকি একটা নীলকুঠি আছে। সেই নীলকুঠিকে ঘিরে অনেক ইতিহাস।

—কী ইতিহাস? শুনি একটু।

—ওই নীলকুঠি জেমস ব্র্যাডলি বলে এক সাহেবের অধীনে ছিল। এটা তো নিশ্চয়ই জানো যে, নীলকুঠিতে সাহেবরা নীলচাষিদের ওপর নানারকম অত্যাচার করত। যা খাটিয়ে নিত, ততটা মজুরি দিত না। প্রতিবাদ করলে কপালে জুটত প্রহার, অপমান, গালাগাল। এই কারণেই তো নীলচাষিরা প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। তাদের সেই প্রতিবাদকেই বলা হয় নীলবিদ্রোহ। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক তো এই নীলবিদ্রোহ নিয়েই। ...তো, আমাদের এখানে যে নীলকুঠিটা আছে, তার কর্তা ব্র্যাডলি সাহেব অন্য ধরনের মানুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন খুব দয়ালু। তাঁর মনটা অনেক বড় ছিল। তাঁর কুঠিতে যেসব চাষিরা কাজ করত, তাদের সঙ্গে তিনি খুব ভালো ব্যবহার করতেন। তাদের ন্যায্য মজুরি দিতেন। ফলে তাঁর কুঠিতে কোনও অশান্তি ছিল না। চাষিরা সাহেবকে খুব শ্রদ্ধা-ভক্তি করত। ব্র্যাডলি সাহেবের এই জনপ্রিয়তা আশেপাশের আরও অনেক নীলকুঠির পছন্দ হত না। তারা অনেকবার সাহেবের কাছে বার্তা

BanglaBook.org

পাঠিয়েছে যে, বেশি মজুরি দিয়ে ব্র্যাডলি ঠিক করছেন না। এতে কোম্পানির ক্ষতি হচ্ছে। সব নীলকুঠিতে যা মজুরি চালু আছে ব্র্যাডলিও সেটাই দিন। তা না হলে ভারসাম্য থাকছে না। অন্যান্য কুঠিতে চাষিরা প্রায়ই গণ্ডগোল পাকাচ্ছে। তারা বেশি মজুরি দাবি করছে। এসব কারণে অন্যান্য কুঠিগুলোতে গণ্ডগোল লেগেই আছে। এবং ইংরেজ কর্তৃপক্ষের ধারণা হল, এইসব অশান্তির কারণ হল ব্র্যাডলির লোক-দেখানো ভালোমানুষি। যখন বারবার বলেও ব্র্যাডলিকে নিজেদের দলে টানা গেল না, তখন কয়েকটা কুঠির গুন্ডাগোছের সাহেব একত্র হয়ে গোপনে ঠিক করল যে ব্র্যাডলি সাহেবকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে। একদিন গভীর রাতে তারা দল বেঁধে ঘোড়ায় চড়ে এল। এবং ব্র্যাডলি এবং তার পরিবারের সকলকে খুন করে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে চলে গেল। নীলকুঠির চাষিরা ব্র্যাডলিকে স্মরণ করে তার একটা শহিদ বেদি তৈরি করেছিল। এখন নীলকুঠি পরিত্যক্ত, ঝোপ-জঙ্গলে ভরা। কিন্তু নীলকুঠির সামনে সেই শহিদ বেদিটা নাকি আজও অক্ষত আছে। আমার অনেকদিনের ইচ্ছে নদী পেরিয়ে ওই নীলকুঠিতে একবার যাব। চলো আজ ঘুরে আসি।

BanglaBook.org

সৃঞ্জয়ী উৎসাহের সঙ্গে বলল—চলুন স্যার। আমিও যাব। আপনার সঙ্গে কোথাও যেতে আমার কোনও অস্বস্তি নেই। let us enjoy the night of full moon.

সার্কিট হাউসের বাইরে বেরিয়ে এসে আকাশের দিকে তাকিয়ে দিব্য বললেন—তাই তো আজ পূর্ণিমা। Great! Great!

॥ ১৬ ॥

গাড়ি চালাচ্ছেন দিব্য। তিনি চালকের থেকে চাবি নিয়ে তাকে এক রাত্রির মতো ছুটি দিয়েছেন। আর সিকিউরিটিকেও ছুটি দিয়েছেন। সিকিউরিটি দেবাশিস অবশ্য সহজে যেতে চায়নি। সে জানে তার ডিউটি হল, সাহেব যতক্ষণ বাইরে থাকবেন তাঁর পাশে-পাশে ছায়ার মতো লেগে থাকা। তাঁর নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করা। দিব্য এত রাতে বাইরে থাকবেন, আর নিরাপত্তারক্ষী থাকবে না তা হয় নাকি? কিন্তু দিব্য তাকে একটা ছোট্ট ধমক দিলেন। বললেন—আমি তো তোমাকে ছুটি দিচ্ছি। তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? তুমি যাও। বাড়ি যাও। এই মহকুমায় আমার কোনও শত্রু নেই। কে আমার ক্ষতি করবে? এরপর দেবাশিস আর আপত্তি করেনি।

নির্জন রাস্তা দিয়ে গাড়ি ছুটছে। চওড়া, চকচকে পিচের রাস্তা। দুপাশে ধানজমি। একটা লম্বা তালগাছের মাথায় সোনার থালা যেন একটা ঘুড়ির মতো আটকে আছে। তার বিভা ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। পৃথিবীকে কী আশ্চর্য সুন্দর লাগছে। যেন এখন রাত নয়। ভোর। দিব্য যে এত ভালো ড্রাইভ করতে পারেন সেটা সৃঞ্জয়ীর জানা ছিল না। তাঁর হাত এতটুকু কাঁপছে না। অথচ তিনি ছ-পেগ মদ্যপান করেছেন। দু-পেগ হুইস্কিতেই সৃঞ্জয়ীর মাথা ঝিমঝিম করছিল। তার চোখ মাঝে-মাঝে বুজে আসেছিল। কিন্তু তার একটুও ভয় করছিল না। অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু কী কথা বলবে সেটাই বুঝতে পারছিল না।

দিব্য হঠাৎ জিগ্যেস করলেন—তুমি গান জানো সৃঞ্জয়ী?

BanglaBook.org

—নাহ্ স্যার। আমি গান জানি না।

—ও—। ডান হাতে স্টিয়ারিং ধরে বাঁ-হাত দিয়ে দিব্য একটা সিগারেট ধরালেন।

—আপনি গান জানেন?

—আমি?...দিব্য হো হো হাসলেন;—আমি গান গাইলে এখনই চারপাশ থেকে ঘুমন্ত কুকুর আর শেয়ালগুলো জেগে উঠবে আর ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ডাকতে শুরু করবে। চারপাশে শান্তি আছে এটা তোমার ভালো লাগছে না বুঝি? সৃঞ্জয়ী হাসছিল। হঠাৎ দিব্য ব্রেক কষে গাড়ি থামালেন।

—সামনে তাকিয়ে দ্যাখো!—তিনি ফিসফিস করে বললেন।

সৃঞ্জয়ী বিস্ফারিত চোখে দেখল। একটা সাপ। চাঁদের আলোয় চকচক করছে। প্রথমে কুণ্ডলী পাকিয়ে রাস্তার মধ্যিখানে শুয়েছিল। এখন ক্রমশ উঁচু হচ্ছে। সাপটা বুঝতে পেরেছে একটু তফাতে অতিকায় কিছু একটা আছে। সে আস্তে-আস্তে ফণা মেলে দাঁড়াল। শিউরে উঠল সৃঞ্জয়ী। মাটি থেকে প্রায় তিন ফুট ফণা তুলেছে সাপটা। আর চাঁদের ঝকঝকে আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সাপটার ফণায় খড়মের চিহ্ন।

—স্যার এ তো কোবরা? সৃঞ্জয়ী ভয়ে দিব্যর হাত চেপে ধরে বলল।

—ইয়েস। Image of Death।—দিব্য বললেন।

—ও যদি এদিকে এগিয়ে আসে?

—আসবে না। আমরা শুধু চাঁদের আলোয় ওর রূপ দেখে নেব। দ্যাখো তো কী সুন্দর লীলায়িত ভঙ্গি! এই মুহূর্তে এর থেকে

BanglaBook.org

সুন্দর পৃথিবীতে আর কিছু আছে?

—কিন্তু আমার খুব ভয় করছে স্যার। ও যদি সত্যিই এদিকে আসে?

—আহ্ সৃঞ্জয়ী ভয় পেয়ো না। আমরা গাড়ির মধ্যে বসে আছি। ভয় কী? বরং আমিই ওকে চাপা দিয়ে চলে যেতে পারি। কিন্তু তা করব না। সৌন্দর্যকে হত্যা করতে আমার প্রাণ চায় না। আমি হেডলাইট নিভিয়ে দিয়েছি। চুপচাপ বসে থাকি। দেখবে কিছুক্ষণ বাদে ও নিজেই বনের মধ্যে ঢুকে যাবে।

দিব্যর কথাই ঠিক হল। সাপটা যখন বুঝল যে তার বিপদের কোনও সম্ভাবনা নেই তখন সে ধীরে-ধীরে ফণা নামিয়ে রাস্তা পেরিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল। দেখে মনে হল, দৈর্ঘ্যে প্রায় ছ'ফুট সাপটা।

আর মিনিট পাঁচ ড্রাইভ করার পর একটা নদীর সামনে এসে পড়ল ওরা। গাড়ি থেকে নামল দিব্য আর সৃঞ্জয়ী। বেশ চওড়া নদী। স্রোত নেই। শান্ত, ঘোলা জল। চাঁদের আলোয় সেই জলও চকচক করছে। এক ঝলক ঠান্ডা বাতাস উঠে এল নদীর বুক থেকে। আরামের অনুভব। নদীর ও-প্রান্তে গাছপালা, ঝোপঝাড়। আর কী আছে বোঝা যাচ্ছে না।

—নদীর নাম কী স্যার?

—এখানকার মানুষজন বলে এই নদীটার নাম—চুল ধোওয়া।

—চুল-ধোওয়া নদী?

—হ্যাঁ। নামটা অন্যরকম নয়?

—তা তো বটেই। কিন্তু এই নামের মানে কী?

BanglaBook.org

—চুল-ধোওয়া।...আমি কল্পনা করি কোনও এক রূপসির কিংবা কেশবতী কন্যার চুল ধোওয়া জল থেকেই এই নদীর উৎপত্তি।

—স্যার আপনার কল্পনাশক্তি তো বেশ! আপনি কি লুকিয়ে-লুকিয়ে কবিতা লেখেন?

—কবিতা?—হা হা করে হাসলেন দিব্য।—আমার কবিতাপাঠ ওই পুরাতন ভৃত্য আর দুই বিঘা জমি পর্যন্ত। তবে হ্যাঁ আমি গানের খুব ভক্ত। আচ্ছা এখন থাক ওসব কথা। আমাদের এখন সেই মাঝিকে খুঁজে বের করতে হবে।

—সেই মাঝির নাম জানি না আমি। তবে সে নাকি সারারাত এই নদীতে খেয়া পারাপার করে।

—এখন তো কোনও যাত্রী নেই?

—তাও নাকি করে। সে নিজের আনন্দে নাকি এই নদীতে খেয়া পারাপার করে বেড়ায় আর প্রাণ খুলে গান গায়। পৃথিবীতে এরকম পাগল অনেক আছে সৃঞ্জয়ী।

হঠাৎ সৃঞ্জয়ী থামিয়ে দেয় দিব্যকে। ফিসফিস করে বলে শুনতে পাচ্ছেন?

—কী?

—অনেক দূরে সত্যিই যেন কে একজন গান গাইছে?

দিব্য কান পেতে শোনেন।...তাই তো। একটা গানের সুর ভেসে আসছে। আর নদীর মাঝখানটিতে একটা ছোট্ট আলো। আলোটি চলমান।

দিব্য বলেন—ওই তো সেই গান-গাওয়া মাঝি। ওকে ডাকো। হাত নেড়ে ডাকো।

BanglaBook.org

...ও মাঝিভাই...দুজনে চেঁচাতে থাকে।...এদিকে এসো।

—আসছি গো আসছি। মাঝি উত্তর দেয়। তারপর আবার গান শুরু করে। এবার সেই গান স্পষ্ট শুনতে পায় ওরা—আমার মনের মানুষ আছে প্রাণে। তাই হেরি তায় সকল খানে। আছে সে নয়ন তারায়...

ক্রমশ ডিঙি নৌকো পাড়ের দিকে এগিয়ে আসে। নদীর পাড়ে কাদা। মাঝি একটা চওড়া পাটাতন নামিয়ে দেয়। সেই পাটাতন বেয়ে দিব্য আর সৃঞ্জয়ী নৌকোয় এসে ওঠে। মাঝি দিব্যর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—পেন্নাম হই এস.ডি.ও. সাহেব...

—তুমি আমাকে চেনো?—দিব্য অবাক হয়ে জিগ্যেস করেন।

—কেন চিনব না। আপনার মতো দয়ালু লোক ক'টা আছে স্যার?

—কেন কী দয়ার কাজ করলাম আমি?

—আমার জন্যেই করেছেন...

—কীরকম?

—আমরা তো মাঝি ছ্যার! তপশিল জাত। তা আমার ছেলের একটা সার্টিফিকেট বের করতে আপনার অফিসে গিয়েছিনু।

—বেশ...তারপর?

—আপনার অফিসের ইনস্পেকটর সাহেব যিনি, মিথ্যে বলবুনি ছ্যার, আমার থেকে একশো টাকা আর মিষ্টি খেতে চেয়েছিলেন। তা আমি দিয়েছিনু।

—কেন দিলে? আমাকে বললে না কেন?

BanglaBook.org

—এত ছোট ব্যাপারে ছ্যার আপনার কাছে যাব? তারপর শুনুন না। যখন কেরানিবাবুর কাছে সার্টিফিকেট চাইতে গেনু, সে বাবু দুশো টাকা চেয়ে বসল।

—সে টাকাও তুমি দিলে?

—দুশো টাকা আমার কাচে ছিল না ছ্যার। আমার খুব রাগ হয়ে গেল। আমি সোজা আপনার ঘরে গিয়ে দিলুম নালিশ ঠুকে। আপনি তখন সেই বাবুটিরে খুব ধমকালেন আর নিজে হাতে সার্টিফিকেট আমার হাতে দিয়েছিলেন। সেদিন আপনাকে দ্যাবতা মনে হয়েছিল ছ্যার।

দিব্য হো হো করে হাসলেন।

তারপর বললেন—কিন্তু মাঝি আজ যে আমাদের একটা উপকার করতে হবে?

—কী উবগার ছ্যার বলুন?

—আমাদের নীলকুঠিতে নিয়ে যেতে হবে।

—ভালো সাহেবের নীলকুঠি?

—ব্র্যাডলি সাহেবকে তাহলে এখানকার লোকে ভালো সাহেব বলে?

—হ্যাঁ ছ্যার।...কিন্তু এত রাত্তে সেখেনে যাবেন? সঙ্গে আবার দিদিমণি।

—কেন কী হয়েছে?

—কিছু না। জায়গাটা বন-জঙ্গলে ভরতি। সাপখোপের আড্ডা।

—কিছু হবে না আমাদের। আমার সঙ্গে রিভলভার আছে।

BanglaBook.org

লাইসেন্সড রিভলভার। কোনও ভয় নেই।

—আপনি রিভলভার ক্যারি করেন স্যার? সৃঞ্জয়ী বলল।

—প্রয়োজন মনে হলে কখনও-কখনও করি বইকি।—দিব্য হাসলেন।

—চলুন ছ্যার। তাহলে নীলকুঠিতেই যাওয়া যাক।

—হ্যাঁ। চালাও তোমার পানসি। মনে হচ্ছিল নদীতে স্রোত নেই। কিন্তু নৌকো একটু ভাসতেই বোঝা গেল নদীতে বিপরীতমুখী চোরা স্রোত। মাঝি প্রাণপণে দাঁড় বাইছিল। চাঁদও যেন তাদের সঙ্গে চলেছে। দিব্য আর সৃঞ্জয়ী নৌকোর গলুইয়ে পাশাপাশি বসেছে। দিব্য সিগারেট ধরালেন। সৃঞ্জয়ীও সিগারেট ধরাল।

—আজ আমার জীবনের একটা অধ্যায় শেষ হল সৃঞ্জয়ী। হঠাৎ বললেন দিব্য।

—মানে?—সৃঞ্জয়ী চমকে উঠল।

—তুমি অনেকবার জিগ্যেস করেছ আমি বিবাহিত কি না। আমি স্পষ্ট করে কোনও উত্তর দিইনি। হ্যাঁ আমি বিবাহিত। তবে সেই বিবাহের অভিজ্ঞতা ভয়ঙ্কর।

সৃঞ্জয়ী মনে-মনে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে অশান্তির আর একটা গল্প শোনার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। কিন্তু দিব্যর কাহিনি তা নয়। দিব্য বললেন—খুব ডিটেলসে কিছু বলার দরকার নেই। শুধু জেনে রাখ বিয়ের কিছুদিন বাদেই আমি বুঝতে পারি যে আমার স্ত্রী স্বাভাবিক নয়।

—উনি কি মেন্টাল পেশেন্ট?

নাহ।...She is a lesbian।

BanglaBook.org

—ওহ্ কী সাংঘাতিক।

—এটা জানার পরই আমি কোর্টে ডিভোর্সের মামলা করি। ও পক্ষ থেকেও কোনও আপত্তি ছিল না। আজ এতদিন পর আমি আদালত থেকে ডিভোর্সের অর্ডার পেলাম। আজ দুপুরে তুমি যখন আমার চেম্বারে গিয়েছিলে, তখন আমি একটা চিঠি পড়ছিলাম সেটা কি লক্ষ করেছিলে?

—হ্যাঁ করেছিলাম।

—ওটাই আদালতের আদেশ। আমার স্বাধীনতার ছাড়পত্র।

সৃঞ্জয়ী চুপ করে থাকে। সে কী বলবে? জলে দাঁড়ের ছপাৎ-ছপাৎ শব্দ। চারপাশ নির্জন। পৃথিবী এবং প্রকৃতি যে এত রহস্যময় মনে হয়নি আগে।

—এতদিন পর স্বাধীনতার স্বাদ পেয়ে বড় ভালো লাগছে। —দিব্য আবার বললেন। সৃঞ্জয়ীর হঠাৎ কী মনে হল। সে দিব্যর হাতে হাত ছোঁয়াল। দিব্য সৃঞ্জয়ীর হাত শক্ত মুঠোয় ধরলেন। সেভাবেই বসে থাকলেন অনেকক্ষণ।

নৌকো কখন পাড়ে ভিড়েছে। মাঝি বলল—ছ্যার আমরা পৌঁছে গেছি। এবার নামতে হবেক। আবার কাঠের পাটাতন। কাদা বাঁচিয়ে ঘাস-জমিতে নামল ওরা। সামনে ঘন অন্ধকার। মাঝি বলল —ওই পাড় ধরে কিছুটা হেঁটে গেলেই নীলকুঠি পাবেন। দেখে আসেন। ভালো সাহেবের কবর আছে ওখেনে। তবে একটু সামলে। রাত-ভিত তো। কতরকম পোকামাকড় সাপখোপ এখন শিকার ধরতে বের হয়।

মাঝির কথা শুনতে-শুনতেই মনে পড়ল দিব্যর। নিজের

BanglaBook.org

রিভলভারটি এনেছেন তিনি। যদি কাজে লাগে। কিন্তু আসল জিনিসটাই তো আনা হয়নি। একটা টর্চ। টর্চের আলো ছাড়া এই অন্ধকার রাস্তায় পথ দেখে যাবেন কীভাবে?

—ও মাঝি তোমার কাছে একটা টর্চ হবে?

—টর্চ?

—হ্যাঁ গো। তাড়াহুড়োতে ওটিই আনতে ভুলে গেছি।

—হবেক ছ্যার। কিন্তুক বেটারি পুরোনো। কত আলো হবে জানি না।

—দেখি তাই দাও।

মাঝি একটা টর্চ বের করে দিল। দিব্য বোতাম টিপে সেটা জ্বাললেন। সত্যিই আলো বড় কম। তবে অনেকসময় ঝাঁকানি দিলে পুরোনো টর্চ একটু জ্বলে ওঠে। দিব্য তাই করলেন। এইতো বেশ আলো হচ্ছে।

টর্চের আলোয় পথ দেখে দুজনে এগোচ্ছে। পূর্ণিমার আলোও তাদের যথেষ্ট সাহায্য করছে। ঝকঝকে চাঁদের আলো। টর্চের আলো অনেকসময় প্রয়োজনই হয় না। মোরামের সরু রাস্তা। গর্ত, খোদল। এ রাস্তা সংস্কার হয়নি বহুকাল। কে সংস্কার করবে? এই নীলকুঠিই তো পরিত্যক্ত। কেউ এখানে তেমন আসে না। দুপাশে ঝোপঝাড়। বুনো ঝোপের একটা গন্ধ আছে। সেই গন্ধ নাকে আসে। ঝিঁঝির ডাক। যেন সমবেত কোরাস। খানিকটা হাঁটতেই একটা বড় চৌবাচ্চা। একটা নয়। অনেকগুলো। বিশাল আকার তাদের। দিব্য বললেন—এই চৌবাচ্চাতেই নীল তৈরি হত। আর ওই দ্যাখো কুঠি। সৃঞ্জয়ী তাকাল। ধ্বংসস্তূপের মতো একটা বাড়ি। চাঁদের আলো পড়েছে

BanglaBook.org

সেই বাড়িতে। কত ইতিহাস গোপনে জেগে আছে ওই বাড়ির কোণায়-কোণায়। বাড়ির সামনে একটা সিমেন্টের কিংবা পাথরের ফলক। ভেঙে চুরে গেছে। টর্চ ফেললেন দিব্য। এখনও লেখা আছে—

Here lies in peace
Sir, James Bradley.
1813-1867.

দিব্য বললেন—এই একজন ইংরেজ যিনি এদেশের চাষিদের দুঃখ দুর্দশা অনুভব করেছিলেন, তাদের পাশে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন। সেজন্যে ইংরেজরাই নৃশংসভাবে তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের হত্যা করেছিল। ইতিহাস এই জনদরদি সাহেবের কোনও খবর রাখে না।

দুজনে অজানা ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। দমকা বাতাস দেয়। আকাশে চাঁদ ঝলমল করে ওঠে। শুকনো পাতারা এলোমেলো উড়ে যায়। মনে হয় পৃথিবীর প্রান্তসীমায় এসে পৌঁছেছে ওরা। হঠাৎ সর সর সর শব্দ। সৃঞ্জয়ী চমকে তাকায়। দিব্য টর্চের আলো ফেলেন। চমকে ওঠে সৃঞ্জয়ী। দিব্যও যে চমকে ওঠেন না তা নয়। দুটো সাপ। একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। চ্যাটালো শরীরের রং বাদামি। তাতে কালো ফুটকি।

—স্যার আমার ভীষণ ভয় করছে। এ তো হাইলি পয়জনাস সাপ! চলুন এখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে যাই। যদি ওরা আমাদের তাড়া করে!

দিব্য হাসেন। বলেন—ওরা এখন শরীরের খেলায় মগ্ন

BanglaBook.org

সৃঞ্জয়ী। ওরা এখন হিংসার কথা ভুলে গেছে। এই হল সর্পমিথুন। এই দৃশ্য চট করে দেখতে পাওয়া যায় না। ইস্ ক্যামেরাটা কেন আনলাম না...।

সৃঞ্জয়ী বুঝল। একটু যেন লজ্জা পেল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল সেদিকে। নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে সাপদুটো। সৃঞ্জয়ী মৃদুস্বরে বলল—স্যার ওদের ডিসটার্ব করার দরকার কী? চলুন আমরা তফাতে যাই।

বেশ খানিকটা সরে এসে একটা চৌকো পাথর। যেন মানুষের বসার জন্যেই রাখা আছে সেখানে। দিব্য বসলেন। সৃঞ্জয়ী বসল। সৃঞ্জয়ী অনুভব করছে তার শরীরে কী এক রোমাঞ্চ কাজ করছে। এরকম হয়নি কখনও। দিব্য এত চুপচাপ কেন? দিব্য কিছু বলছেন না কেন? হঠাৎ দিব্য সৃঞ্জয়ীর মুখটা নিজের দিকে আলতো করে টেনে আনলেন। কোনও বাধা দিল না সৃঞ্জয়ী। চমকেও উঠল না। দিব্য ফিসফিস করে বললেন—এই মুহূর্তে আমি যদি বলি আমি তোমাকে ভালোবাসি, তাহলে তুমি কি তা বিশ্বাস করবে সৃঞ্জয়ী?

সৃঞ্জয়ী মুখে কিছু বলল না। শুধু নিজের ঠোঁট দুটো দিব্যর ঠোঁটে ডুবিয়ে দিল। কোনওদিন সে কোনও পুরুষকে চুম্বন করেনি। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, দিব্যই তার চুম্বনের যোগ্য। দিব্য বুঝতে পারছেন সৃঞ্জয়ী ভীষণ কামাতুর হয়ে উঠেছে। তিনি একটু অবাকও হয়ে যাচ্ছেন। তিনি বুঝতে পারেননি, ব্যক্তিত্বময়ী, আপাতগম্ভীর এই মেয়েটির সেক্স এত প্রবল। সৃঞ্জয়ী তার জিভ দিয়ে দিব্যর কপাল স্পর্শ করছিল, তারপর দিব্যর কানের লতি, তাঁর চিবুক, অবশেষে তার জিভ সে ঢুকিয়ে দিল দিব্যর হাঁ-এর মধ্যে। সৃঞ্জয়ীর জিভে

BanglaBook.org

বিষ আছে—আগুন! দিব্য এতদিন যেন কুঁকড়ে ছিলেন। এবার তিনিও জেগে উঠছেন। তাঁর শরীর, শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জেগে উঠছে। দিব্য মৃদু এবং কোমলভাবে সৃঞ্জয়ীর টপ খুলে ফেললেন। সৃঞ্জয়ী বাধা দিল না। সে আরও নিবিড়ভাবে দিব্যকে জড়িয়ে ধরল। সৃঞ্জয়ীর ব্রা-এর ফিতে খুলে দিলেন দিব্য। আহ, কী সুন্দর দুটো স্তন সৃঞ্জয়ীর! অজন্তা, ইলোরা বা কোনারকের গায়ে আঁকা পাথরের নর্তকীর স্তন তো এরকমই সুডৌল, কঠিন, পুরুষ্ট রসালো। দুটো বৃন্ত যেন রসালো লিচুর দুটো বিচি। সৃঞ্জয়ী তার দু-হাত ওপরে তুলল। দিব্য ইঙ্গিত বুঝলেন। তিনি সৃঞ্জয়ীর বগলে নিজের মুখ ডুবিয়ে দিলেন। অদ্ভুত সোঁদা গন্ধ নাকে এল। কোমল রোমের স্পর্শ নাকে। আহ, মেয়েদের বগলেও এত কাম সুপ্ত থাকে। এরপর দিব্যকে যেন কিছু করতে হচ্ছে না। সৃঞ্জয়ীই তাঁকে পরিচালিত করছে। দিব্যর মাথাটা ধরে সে নিজের দুই উত্তুঙ্গ স্তনের দিকে নিয়ে এল। দিব্য স্তনবৃন্তে ঠোঁট ছোঁয়ালেন। শিশু যেমন মায়ের স্তনবৃন্ত কামড়ে ধরে সেভাবে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরলেন। সৃঞ্জয়ী শিউরে-শিউরে উঠছিল আর তার মুখ দিয়ে আশ্লেষের, আরামের আওয়াজ বের হচ্ছিল। দিব্যর ঠোঁট স্তন থেকে নাভিতে এল, তারপর তলপেট। আহ, সৃঞ্জয়ীর তলপেট যেন কোনও মহাসাগরের মসৃণ বেলাভূমি। কী কোমল, কী তপ্ত, কামজ্বরে পুড়ে যাচ্ছে! এরপর? এরপর দিব্য সৃঞ্জয়ীর ট্রাউজার খুললেন, গোলাপি রং-এর প্যান্টি খুললেন। সৃঞ্জয়ী বসে নেই। সে পাথর থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে। চাঁদের আলো পড়েছে তার চুলে, তার পিঠে, তার স্তনচূড়ায়। যেন অজস্র কালো পিঁপড়ে দিয়ে তৈরি ত্রিভুজাকৃতি যোনিদেশ। যা হয়তো পৃথিবীর নবম

BanglaBook.org

আশ্চর্য! তাই কী? হয়তো তাই। যে-কোনও যুবতী নারীর যোনিপ্রদেশে লুকোনো থাকে পৃথিবীর নবম আশ্চর্য! দিব্য এখন সিংহের মতো বলশালী। তিনি দণ্ডায়মাণ সৃঞ্জয়ীর যোনিদেশে নিজের মাথা ডুবিয়ে দিলেন। যেন কোনও এক অজানা অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করেছেন তিনি। যেখানে কোনওদিন রোদ ঢোকে না। তাই এত তীব্র বনজ গন্ধ, শ্যাওলার গন্ধ, যোনিমুখ সজল; ও কি গোপন ঝরনার চুঁইয়ে পড়া জল? দিব্য জিভ দিয়ে চাটতে লাগলেন। পৃথিবীর আদিম নারী ইভের মতো লাগছে এখন সৃঞ্জয়ীকে। সে মুখ দিয়ে অস্ফুট সব আর্তনাদ করছে আর দিব্যর মাথার চুল দুই হাতে প্রাণপণে টেনে ধরেছে। যেন দিব্যর মাথার সব চুল সে উপড়ে নেবে। দিব্য কিন্তু কোনও যন্ত্রণা অনুভব করছেন না। তিনি ক্রমশ সেঁদিয়ে যাচ্ছেন অরণ্যের অন্দরে, আরও অন্দরে। হঠাৎ সৃঞ্জয়ী যেন হিংস্র হয়ে উঠল। সে দিব্যকে দুই হাতে টেনে তুলে দাঁড় করাল। টান মেরে দিব্যর বেল্টের ফাঁস খুলে দিল। দিব্যর ট্রাউজার খসে পড়ল মাটিতে। দিব্যর অন্তর্বাস টান মেরে নামিয়ে দিল সৃঞ্জয়ী। দিব্যর প্রকৃত পুরুষালি লিঙ্গ, লোহার মতো শক্ত এবং দীর্ঘ, হঠাৎ যেন তীক্ষ্ণ ভোজালির মতো লকলক করে উঠল সৃঞ্জয়ীর চোখের সামনে। দুই হাত দিয়ে পাগলের মতো সেই গোপন অঙ্গকে আদর করতে লাগল সৃঞ্জয়ী। তারপর নির্দ্বিধায় মুখে পুরে দিল। দিব্য দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলেন না। মনে হচ্ছিল পড়ে যাবেন। তাঁর শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। অভূতপূর্ব শারীরিক আনন্দে কেঁপে-কেঁপে উঠছেন তিনি। তারপর একসময় প্রবল ঢেউয়ের মতো ফুলে উঠলেন এবং ঢেউয়ের মতোই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ভেঙে পড়লেন। তারপর দুজনে ঘাসজমিতেই নগ্ন

BanglaBook.org

হয়ে বহুক্ষণ শুয়ে রইলেন। চাঁদের আলো দুটো ভাস্কর্যের মতো শরীরের ওপর স্থির হয়ে রইল। প্রকৃতি মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল সেই অপরূপ নগ্নতার দিকে। একসময় সংবিৎ ফিরল দিব্যর। তিনি পোশাক পরে নিলেন।

—সৃঞ্জয়ী? ও সৃঞ্জয়ী?—মৃদু স্বরে ডাকলেন।

—উঁ?

—এবার যেতে হবে।

—তুমি অন্যদিকে চোখ ফেরাও দিব্য। এবার আমার লজ্জা করছে। আমি পোশাক পরে নিই।

দিব্য অন্যদিকে তাকিয়ে থাকলেন। সৃঞ্জয়ী পোশাক পরে নিল। তারপর খেয়া বেয়ে আবার এপারে আসা। গাড়িতে সার্কিট হাউসে পৌঁছনো। গাড়ি থেকে নামার সময় সৃঞ্জয়ী দিব্যকে বলল—এই রাতটা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ রাত। আমাকে একটা চুমু দাও দিব্য।

দিব্য গভীর আবেগে সৃঞ্জয়ীকে চুমু খেলেন। তারপর বললেন —আজ থেকে আমি আর একা নয় এটা ভেবে আবার প্রবলভাবে বাঁচতে ইচ্ছে করছে।

BanglaBook.org

॥ ১৭ ॥

আজ সৃঞ্জয়ী রীতিমতো প্রস্তুত হয়েই চলেছে ধরমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ইনস্পেকশনের কাজে। সাতদিন আগে চিঠি পাঠানো হয়েছে প্রধানের

অফিসে। সেই চিঠিতে সই ছিল স্বয়ং মহকুমা শাসকের। তাতে বলা ছিল যে, আজকের তারিখে তার অফিসে ইনস্পেকশন হবে। এবং সেই ইনস্পেকশনের দায়িত্বে থাকবেন মহকুমা শাসকের পক্ষে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সৃঞ্জয়ী সেন। প্রধান যেন তাঁর অফিসের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র, মিটিং-এর বই, ক্যাশবই, ভাউচার এবং ব্যাংকের পাশবই সবকিছু অফিসারের প্রয়োজনমতো তাঁর কাছে হাজির করেন।

আজ সৃঞ্জয়ী রীতিমতো একটা গাড়ির 'কনভয়' নিয়ে চলেছে। তার গাড়িতে চালক ছাড়া আছে মহকুমা অডিট অফিসার। তাঁকেও সঙ্গে নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে হয়েছে সৃঞ্জয়ীর। এ ছাড়া পেছনের গাড়িতে আছে বিডিও প্রসূন এবং তার অভিজ্ঞ পঞ্চায়েত অফিসার। তার পেছনে একটা জিপে ছ-জন সশস্ত্র পুলিশ। দিব্য এবং এস.ডি.পি.ও. সুখেন দুজনে আলোচনা করে এই ব্যবস্থা করেছেন। সৃঞ্জয়ীকে একা ছাড়া ঠিক হবে না। প্রধান বৈকুণ্ঠ মণ্ডল একজন দুষ্কৃতী হিসেবে পরিচিত। তার ক্রিমিন্যাল রেকর্ড ভালো না। যে-কোনও সময় সে সৃঞ্জয়ীকে বিপদে ফেলতে পারে। সে কারণেই সৃঞ্জয়ীর সাহায্যে সশস্ত্র পুলিশের ব্যবস্থা করেছে সুখেন।

সৃঞ্জয়ী উত্তেজনায় টগবগ করছে। চাকরিতে ঢোকার পর এভাবে এতবড় অপারেশন সে আগে কখনও করেনি। এই প্রথম। এবং এই প্রথম সুযোগটাকেই সে কাজে লাগাতে চায় দারুণভাবে। বৈকুণ্ঠ মণ্ডলকে অনেকেই ভয় করে। বিডিও প্রসূন ভয়ে তার অফিসে ভিজিটই করে না। লোকটার এত সাহস যে দিনের পর দিন সে লাখ-লাখ সরকারি টাকা নিয়ে বসে আছে; এলাকার উন্নয়নের কাজ

BanglaBook.org

কী করছে না করছে তার কোনও হিসাব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করে না। বি.ডি.ও. কিংবা এস.ডি.ও. অফিসে কোনও মিটিং অ্যাটেন্ড করে না। কোনও রিপোর্ট পাঠায় না। টাকা-পয়সা খরচের কোনও হিসেব দেয় না। এরকম চলতে পারে না। বৈকুণ্ঠ দেশের প্রশাসনকে পরোয়া করবে না, পঞ্চায়েত আইনকে পরোয়া করবে না, সংবিধানকে পরোয়া করবে না—এসব দিনের পর দিন চলতে পারে না। আজ সৃঞ্জয়ী তাকে দেখে নিতে চায়। তাকে উচিত শিক্ষা দিতে চায়। প্রমাণ করতে চায় যে, এই মহকুমায় প্রশাসন এখনও সদাজাগ্রত; কোনওরকম অন্যায়কে এখানে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। বৈকুণ্ঠর একটা চাল আছে। ইনস্পেকশনের খবর পেলেই কোনও না কোনও ছুতোয় পালিয়ে যাওয়া। আজ যদি সেরকম হয় তাহলেও সৃঞ্জয়ী ফিরে আসবে না। সে কী করবে মনে-মনে ঠিক করে রেখেছে।

প্রায় ৪৫ মিনিট জার্নির পর ধরমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সামনে হুড়মুড় করে তিনটে জিপ এসে দাঁড়াল। গ্রাম-পঞ্চায়েত অফিসের সামনে সবসময়েই লোকজনের ভিড় থাকে। এখানে যেন তার ব্যতিক্রম। শুধু অদূরে টিউবওয়েল থেকে একটা বাচ্চামেয়ে কলশিতে জল ভরছে। সৃঞ্জয়ী, বি.ডি.ও এবং অডিট-অফিসার তিনজনে পঞ্চায়েত অফিসে ঢুকল। পুলিশ-ফোর্স বাইরে অপেক্ষায় রইল। অফিসে একটা ঘরে সেক্রেটারি এবং জব-অ্যাসিস্ট্যান্ট বসে আছে। তাদের মুখ শুকনো।

সৃঞ্জয়ী জিগ্যেস করল—বৈকুণ্ঠবাবু কোথায়?

—উনি তো ভোরবেলা বেরিয়ে গেছেন।—সেক্রেটারি জানাল।

BanglaBook.org

—কোথায় বেরিয়েছেন? —কড়া গলায় সৃঞ্জয়ী জিগ্যেস করল।

—ওঁর শ্বশুরের খুব অসুখ। বাড়াবাড়ি। সেই খবর পেয়ে উনি বেরিয়ে গেছেন।

—ও। তা শ্বশুরবাড়ি কতদূর?

—সে তো রাজপুর গ্রাম। এখান থেকে প্রায় ৪০ মাইল।

—হুঁ। ইনস্পেকশনের দিনই ওঁর শ্বশুর অসুস্থ হয়ে পড়লেন?

—কার কখন অসুখ হবে সেটা কি বলা যায় ম্যাডাম?—এই কথাটা বলল জব-অ্যাসিস্ট্যান্ট। ফুল-প্যান্ট আর হাফ-সার্ট পরনে। চোখ-মুখ দেখলেই বোঝা যায় মহা বিচ্ছু।

—চুপ করুন আপনি? বদমাইশের দল সব!—সৃঞ্জয়ী চেঁচিয়ে উঠল। তারপর বি.ডি.ও.-র দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল—কী প্রসুন? তোমার কী মত?

—সেক্রেটারির কাছেই তো সব কাগজপত্র থাকে। বিশেষত ক্যাশবুক, ব্যাংকের পাশবই এসব সেক্রেটারির হেফাজতে থাকারই কথা। অতএব প্রধানের অনুপস্থিতিতেই আমরা ইনস্পেকশন শুরু করে দিতে পারি।

—রাইট ইউ আর। সেক্রেটারি আপনার নাম কী?

—মুকুন্দ পাত্র ম্যাডাম।

—মুকুন্দবাবু আপনি সব কাগজপত্র, রেজোলিউশন বই, ক্যাশবই, ব্যাংকের পাশবই সব আমাদের কাছে হাজির করুন। আমরা পরীক্ষা করব।

মুকুন্দ মুখ শুকিয়ে বলে—আমার কাছে কিছুই তো নেই স্যার।

BanglaBook.org

—কেন? আপনার কাছেই তো এসব থাকার কথা? —প্রসূন বলল।

—প্রধান আমাকে কিছু দেন না। সব নিজের লকারে চাবি দিয়ে রাখেন।

—সে বললে তো হবে না। সেই লকারের চাবি কার কাছে থাকে?

—প্রধানের কাছে।

—হুঁ। তাহলে তো লকার ভাঙতে হবে। সৃঞ্জয়ী বলল। চিন্তার ভাঁজ তার কপালে। সে একবার ঘরের বাইরে এল। তারপর মোবাইলে দিব্যকে ধরল। দিব্য তখন একগাদা ফাইলে সই করছিলেন। মোবাইলের স্ক্রিনে সৃঞ্জয়ীর নম্বর দেখে সঙ্গে-সঙ্গে ধরলেন— হ্যালো?

—স্যার—দ্য সেম স্টোরি এগেইন।

—পাখি পালিয়েছে?

—ইয়েস স্যার।...এখন কী করব?

—হোয়াট ডু ইউ সাজেস্ট?

—সেক্রেটারি আর জব-অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে। তারা বলছে তাদের কাছে কোনও কাগজপত্র নেই। প্রধান সব লকারে পুরে চাবি দিয়ে রেখে গেছে। আমি এসব কথায় আর ভুলতে চাই না। I have decided to break open the locker।

—কোনও লোকজন জমায়েত হয়েছে? তেমন কোনও অপোজিসন?

—নাহ স্যার। সব শুনশান।

BanglaBook.org

—তাহলে তুমি যা ভেবেছ তাই করো।

—এতে আপনার সমর্থন আছে তো?

—দিস ইজ মাই অর্ডার।

সৃঞ্জয়ী ঘরের ভেতরে এল আবার। মুকুন্দ এবং জব-অ্যাসিস্ট্যান্ট, যার নাম নিমাই, তাদের দুজনের মুখই কাগজের মতো সাদা। সৃঞ্জয়ী বিডিওকে বলল—প্রসূন তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।

—বলুন ম্যাডাম।

—এই নিমাইকে তোমার গাড়িতে তুলে গ্রামের দিকে যাও। গ্রামে অনেক লোক থাকে যারা লকারের চাবি খোলা আর বন্ধ করার কৌশল জানে। এরকম একজন লোককে তুলে নিয়ে এসো।

নিমাই বলল—এরকম কোনও লোককে আমি জানি না ম্যাডাম।

সৃঞ্জয়ী বলল—তুমি সব জানো। এটুকু জেনে রাখো আমার কথামতো কাজ না করলে সরকারি কাজে বাধা সৃষ্টি করার জন্যে তোমাকে আমি অ্যারেস্ট করব।

এটুকু শুনেই নিমাই ভেঙে পড়ল।—আমাকে অ্যারেস্ট করবেন না ম্যাডাম। আমার বাড়িতে বউ, ছেলে আছে।

—তাহলে যাও। বিডিও সাহেবের সঙ্গে গাড়িতে গিয়ে একজন এক্সপার্ট লোককে তুলে আনো। তাড়াতাড়ি।

পনেরো মিনিটের মধ্যে প্রসূন আর নিমাই ফিরে এল। সঙ্গে একজন লোক। ভীষণ রোগা আর লম্বা। সারা মুখে বসন্তের দাগ। মাথায় টাক। পরনে লুঙ্গি আর ফতুয়া।

BanglaBook.org

—আমাকে কী করতে হবে আজ্ঞা?—লোকটি জিগ্যেস করল।

—আপনাকে এই লকারটা খুলতে হবে।—সৃঞ্জয়ী জানাল। লোকটা একবার সৃঞ্জয়ীর দিকে, একবার বিডিওর দিকে, একবার বাইরে ঘোরাঘুরি করতে থাকা পুলিশগুলোর দিকে তাকাল।

তারপর বলল—টাকা-পয়সা লাগবে ছ্যার...

—কত? বিডিও জানতে চাইল।

—দুইশত টাকা।

—কাজ হলে তাই পাবে। প্রসূন জানাল। মুকুন্দ মিনমিন করে বলার চেষ্টা করল—ম্যাডাম এটা কি ঠিক কাজ হচ্ছে? প্রধান সাহেব নেই। তাঁর লকার ভাঙা হচ্ছে?

—চোপ্ —সৃঞ্জয়ী ধমকে উঠল;—তোমার প্রধানসাহেবকে এবার কোমরে দড়ি দিয়ে হাজতে নিয়ে যাব।

লোকটা লকারের সামনে উবু হয়ে বসেছে। তারপর ফতুয়ার পকেট থেকে কয়েকটা চুলের কাঁটার মতো বস্তু বের করে লকারের গর্তে ঢুকিয়ে খুটখাট নাড়ছে। পাঁচ মিনিট সময় লাগল লকারের দরজা চিচিং-ফাঁক হতে। কাজটা করেই লোকটা প্রসূনের কাছে হাত পাতল—আমার ট্যাকাটা দিয়ে দিন ছ্যার। অন্য ঝামেলায় আমি থাকতে চাই না।

প্রসূন তাকে দুটো একশো টাকার নোট ধরিয়ে দিতেই সে একছুটে পগার পার।

মুকুন্দকে সৃঞ্জয়ী কঠিন গলায় বলল—লকারের মধ্যে যা আছে সব বের করুন।

BanglaBook.org

মুকুন্দর হাত কাঁপছিল। সে বলল—ম্যাডাম প্রধানের অনুপস্থিতিতে এভাবে লকার ভাঙা কি ঠিক হচ্ছে? আমার চাকরি চলে যাবে। আমাদের প্রধান খুব মামলাবাজ। ব্যাপারটা আদালত পর্যন্ত গড়াবে। তার থেকে—সৃঞ্জয়ীর মুখ রাগে লাল। সে কঠিন স্বরে বলল—লকারে কী লুকিয়ে রেখেছেন দেখি। সেক্রেটারি হিসেবে আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করেননি। চাকরি আপনার এমনিতেই যাবে। আর প্রধান কত মামলাবাজ সেটা আমি বুঝে নেব।...বের করুন লকারে কী আছে! মুকুন্দ যা একের পর এক বের করে আনছিল, তা শুধু টাকার বান্ডিল। একশো টাকার নোটের বান্ডিল। পঞ্চাশ টাকার নোটের বান্ডিল।

বিডিও প্রসূন বলল—বাব্বা! এত প্যান্ডোরাস বক্স!

টেবিলে শুধু নোটের বান্ডিল। সৃঞ্জয়ীরও যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। এত টাকা ক্যাশ তুলে রাখা হয়েছে কেন? মুকুন্দকে জিগ্যেস করতে সে বলল—অনেকগুলো স্কিমের কাজ হবে তাই টাকা তুলে রাখা হয়েছে।

সৃঞ্জয়ী অডিট-অফিসারকে বলল—পাস বইটা দেখো তো ভাই। কবে টাকা তোলা হয়েছে?

—আজ থেকে চার মাস আগে দুটো কিস্তিতে ছয় লাখ টাকা তোলা হয়েছে।—অডিট-অফিসার জানাল।

—চার মাস আগে টাকা তোলা হয়েছে অথচ কোনও কাজ হয়নি? আশ্চর্য! এতদিন ধরে ক্যাশ টাকা তুলে রাখার তো নিয়ম নেই? আচ্ছা এগজ্যাক্টলি কত টাকা তোলা হয়েছে?

—পাস বই থেকে যা জানা যাচ্ছে তা হল ছ'লাখ দশ হাজার

BanglaBook.org

দুশো বাহান্ন টাকা।

—বেশ। এবার একটা কাজ করা যাক। প্রসূন তুমি বাইরের সিপাইদের দুজনকে ডাকো।

—আচ্ছা ম্যাডাম।

দুজন বন্দুকধারী সেপাই এসে সৃঞ্জয়ীকে স্যালুট দিল। সৃঞ্জয়ী আদেশের গলায় বলল—আপনারা দুজন এই ঘরের দরজা আগলে দাঁড়ান। আমরা এখানে সরকারি টাকা গোনার কাজ করব।

—ঠিক আছে ম্যাডাম।

—কাউকে আমার অনুমতি ছাড়া ঢুকতে দেবেন না।

—ঠিক আছে ম্যাডাম।

মুকুন্দ এবং নিমাই একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দেখে মনে হচ্ছে বলির পাঁঠা। প্রসূন এবং অডিট-অফিসার টাকা গোনা শুরু করেছে। সৃঞ্জয়ী তাকিয়ে আছে। প্রায় ঘণ্টা খানেক লাগল টাকার বান্ডিল গুনতে। লকারে যা টাকা ছিল তার পরিমাণ দাঁড়াল, তিন লাখ দশ হাজার টাকা। তাহলে বাকি তিন লাখ দুশো বাহান্ন টাকা কোথায় গেল?

সৃঞ্জয়ী মুকুন্দকে জিগ্যেস করল—আপনি তো সেক্রেটারি। আপনি বলুন বাকি টাকা কোথায় গেল?

—নিশ্চয়ই কোনও স্কিমে খরচ হয়েছে।—মুকুন্দ শুকনো মুখে বলল।

—সেই স্কিমের কাগজপত্র কোথায়, মাস্টার রোল কোথায় সব বের করুন। মুকুন্দ নিমাইয়ের দিকে তাকাচ্ছে। নিমাই মুকুন্দর

BanglaBook.org

দিকে। কেউ কোনও কথা বলছে না। কেউ কোনও কাগজপত্রও দেখাতে পারল না। সুতরাং আইনত যা-যা করার তাই করতে হল সৃঞ্জয়ীকে। বিডিও প্রসূন এফ.আই.আর করল স্থানীয় থানায়। সেক্রেটারি মুকুন্দকে গ্রেপ্তার করা হল। টাকাগুলো সৃঞ্জয়ীর আদেশে পুলিশ সিজ্ করল। এগুলো সবই প্রধানের বিপক্ষে মামলায় একজিবিট (exhibit) হিসেবে পুলিশ পেশ করবে আদালতে। দিব্যর সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ রেখে চলেছে সৃঞ্জয়ী। দিব্যর নির্দেশমতোই সে কাজ করছে। এদিকে এস.ডি.পি.ও. থানার বড়বাবুকে নির্দেশ পাঠিয়েছে প্রধানের বাড়িতে সার্চ করতে এবং যেখান থেকে পারা যায় প্রধানকে গ্রেপ্তার করতে। প্রধানের বাড়িতে সার্চ করে তাকে পাওয়া গেল না, কিন্তু সরকারি টাকার অনেকটাই উদ্ধার হল। একটা আলমারির লকারে টাকা লুকিয়ে রাখা ছিল। পুলিশ তা যথারীতি সিজ করল। এখন প্রধান বৈকুণ্ঠ মণ্ডলকে পাওয়া যাচ্ছে না। সে ফেরার। তার নামে হুলিয়া জারি হয়েছে।

পরদিন সকালবেলা দিব্য নিজের অফিস চেম্বারে সৃঞ্জয়ীকে ডেকে পাঠালেন। সৃঞ্জয়ী সেখানে গিয়ে দেখল, চেম্বারে বেশ ভিড়। সাংবাদিকরা সেখানে বসে আছে। কলকাতা থেকে জনপ্রিয় টিভি চ্যানেলের প্রতিনিধিরাও ক্যামেরা আর স্পিকার নিয়ে যথেষ্ট সংখ্যায় হাজির।

দিব্য সৃঞ্জয়ীকে বললেন—গতকাল ধরমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে যে অপারেশান হয়েছে তাতে প্রশাসনের ভাবমূর্তি খুব উজ্জ্বল হয়েছে। জেলা শাসক সকালে আমাকে ফোন করেছিলেন। তোমার খুব উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছিলেন। উনিই আমাকে নির্দেশ দিলেন এ

BanglaBook.org

ব্যাপারে একটা সাংবাদিক সম্মেলন ডাকতে। কলকাতার নিউজ চ্যানেলগুলোতে উনি মানে জেলা শাসক নিজেই খবর পাঠিয়েছেন। তাঁরাও কেউ-কেউ এসেছেন। এখন সাংবাদিক সম্মেলন শুরু হবে। কিন্তু আমি মনে করি এই সম্মেলনের মুখ্য আকর্ষণ তুমি। তোমার সাহস, তোমার বুদ্ধিমত্তা, তোমার সংকল্প না থাকলে আজ আমরা পঞ্চায়েত প্রধান সেজে বসে থাকা ওই ক্রিমিন্যালটা যে অসামাজিক কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে তার হদিশ পেতাম না। সুতরাং আমি চুপ করে বসে থাকব। প্রেস কনফারেন্স করবেন সৃঞ্জয়ী সেন।

সৃঞ্জয়ী বলল—স্যার তা কি হয়? আপনি হেড অব দ্য অফিস। এই মহকুমার কর্তা। আপনি সাহস না দিলে আমি কি খুব বেশি এগোতে পারতাম?

—সেটা হতে পারে। কিন্তু এবার প্রশাসন যে ভালো কাজটা করেছে সে ব্যাপারে all credit goes to you। সুতরাং প্রেস তোমাকেই প্রশ্ন করবে। তুমি উত্তর দেবে। I'll be a mere onlooker।

তারপর প্রেস কনফারেন্স শুরু হল। নানা ধরনের প্রশ্ন করা হল সৃঞ্জয়ীকে। অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে কম কথায় সৃঞ্জয়ী সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল। একজন সাংবাদিকের কাছ থেকে এরকম একটা প্রশ্ন ভেসে এল—আচ্ছা ধরমপুরের পঞ্চায়েত প্রধান তো বহুদিন থেকেই নানা অপকর্ম চালিয়ে আসছে, সরকারি টাকা নয়ছয় করছে। এসব খবর লোকমুখে আমরা শুনতে পাই। প্রশাসনের কাছেও নিশ্চয়ই এসব খবর ছিল। তাহলে এরকম একজন দোষী ব্যক্তির

BanglaBook.org

বিরুদ্ধে অ্যাকশান নিতে প্রশাসনের এত দেরি হল কেন? প্রশাসন কি জেগে ঘুমোচ্ছিল? এই প্রশ্নে সৃঞ্জয়ী একটু থমকে গেল। দিব্যর মুখও থমথমে। ঘরে পিন-পতনের স্তব্ধতা। কী উত্তর দেওয়া যায়? সৃঞ্জয়ী কী বলবে! সৃঞ্জয়ী শুধু বলল—বেটার লেট দ্যান নেভার। দিব্য যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। সত্যি মেয়েটার উপস্থিত-বুদ্ধির তারিফ করতে হয়।

স্থানীয় সংবাদপত্রের একজন বৃদ্ধ সাংবাদিক হঠাৎ যেন একটু চটুল হয়ে উঠলেন। বললেন—মিস সেন-এর মতো দক্ষ অফিসার আর কতকাল একা থাকবেন? তিনি কি সংসারধর্ম করবেন না? ঘরে হাসির হুল্লোড় উঠল।

সৃঞ্জয়ী বলল—সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রশ্ন। তাই কোনও উত্তর দিচ্ছি না।

এরপর সাংবাদিকদের একটু জলযোগ, নিউজ চ্যানেলের ক্যামেরায় সৃঞ্জয়ীর নানা ভঙ্গির দাবি। খানিক বাদে ঘর ফাঁকা হয়ে গেল। সৃঞ্জয়ী উঠতে যাচ্ছে ঠিক সেই সময় দিব্যর ফোন বেজে উঠল। দিব্য ফোন ধরলেন।

বললেন—হ্যাঁ সুখেন বলুন?—অর্থাৎ এস.ডি.পি.ও-র ফোন।

—বাহ! দারুণ খবর! একেবারে কোর্টে প্রোডিউস করেছেন? ম্যাজিস্ট্রেট কী অর্ডার দিয়েছেন? সাতদিন জেল কাস্টডি? বাহ বাহ গুড নিউজ? থ্যাংকস টু ইউ।

ফোন নামিয়ে রাখলেন দিব্য। তারপর উজ্জ্বলমুখে সৃঞ্জয়ীর দিকে তাকিয়ে বললেন—বৈকুণ্ঠ মণ্ডল গত রাতে ধরা পড়েছে। পুলিশ তাকে আজ সকালে আদালতে হাজির করেছিল। পুলিশ

BanglaBook.org

ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আবেদন করেছিল যে নানা জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বৈকুণ্ঠকে জেল-হাজতে রাখার দরকার। ম্যাজিস্ট্রেট সেটা মঞ্জুর করেছেন।

—গুড নিউজ স্যার। এখন পুলিশ কেস সাজাক। কয়েক বছরের জেল তো এখন বৈকুণ্ঠর হবে।—সৃঞ্জয়ী বলল।

দিব্য বললেন—কিন্তু আমাদের লিগাল প্রোসেস তো আমাদের ইচ্ছেমতো ফাংশান করে না। সে চলে তার নিজের গতিতে। এখন পুলিশ অনেকদিন ধরে ইনভেস্টিগেট করবে, তারপর চার্জ-শিট দেবে। ততদিন কি বৈকুণ্ঠকে জেলখানায় আটকে রাখা যাবে? তার পক্ষের উকিল তো প্রতিদিন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সওয়াল করে যাবে যাতে সে জামিন পায়। হয়তো বৈকুণ্ঠ জামিনও পেয়ে যাবে।

—সে পাক না স্যার। আমাদের তাতে কী? আমরা আমাদের কাজ করেছি। এবার পুলিশ তাদের কাজ করবে।

—হ্যাঁ। কিন্তু মনে রাখতে হবে বৈকুণ্ঠ গুলি খাওয়া বাঘ। —দিব্য চিন্তিতভাবে বললেন। তারপর মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে চিন্তাটাকে যেন হাত দিয়ে দূরে সরিয়ে দিতে চাইলেন। বললেন—এসব নিয়ে আর বদার করব না। আজ সন্ধের পর আমার বাংলোয় চলে এসো।

—আপনার বাংলোয়?

—হ্যাঁ। আমার বাংলোয়। আমি নিজে আজ তোমার জন্যে চিকেন বিরিয়ানি রাঁধব। তুমি তো এখনও জানো না—হাউ গ্রেট এ কুক আই অ্যাম...। হো হো হাসলেন দিব্য।

BanglaBook.org

—স্যার একটা কথা বলব?

—কী?

—আমরা এরকমভাবে মেলামশা করছি। ছোট মফস্‌সল শহর। যদি কিছু বদনাম রটে যায় তাহলে লোকাল সাংবাদিকরা তো তাদের কাগজে যা-তা লিখতে শুরু করবে।

—এসবে তুমি ভয় পাও নাকি? আমাদের সম্পর্ক তো ভালোবাসার?

—তা তো জানি। কিন্তু...

—কোনও কিন্তু নয়। আজ রাত আটটা। আমার বাংলো। গল্প, ডিনার এবং তুমুল ভালোবাসা।

—আহ্ স্যার! এটা অফিস!—সৃঞ্জয়ী কপট রাগ দেখাল। তারপর হাসতে-হাসতে বেরিয়ে গেল।

॥ ১৮ ॥

অফিসে বসে কাজ করতে-করতে হঠাৎ সৃঞ্জয়ীর মোবাইল বেজে উঠল। সে উত্তর দিল। এক মহিলা-কণ্ঠ খুব উদ্বেগের স্বরে কথা বলছে।

—মিস সেন বলছেন?

—হ্যাঁ বলছি।

—আমি বিনায়কবাবুর স্ত্রী কথা বলছি।

এক মুহূর্তে সতর্ক হয়ে গেল সৃঞ্জয়ী। এই সেই মহিলা যে

BanglaBook.org

একদিন বিনায়ক তার ঘরে বসে গল্প করছিলেন বলে রীতিমতো সিন ক্রিয়েট করেছিল। খুব খারাপ লেগেছিল সেদিন সৃঞ্জয়ীর। তারপর থেকে সে বিনায়ককে এড়িয়ে চলে। বিনায়কও তার ঘরে আসেন না। যদি কোনও কাজের কথা বলতে হয় সেটা ইনটারকম-ফোনেই সারেন। বিনায়কের স্ত্রী একজন বাতিকগ্রস্ত মহিলা। অসুস্থ, নিরীহ, বয়স্ক স্বামীকে নিয়েও তার সন্দেহবাতিক। কিন্তু এখন মহিলার গলা শুনে মনে হচ্ছে তিনি কোনও বিপদে পড়েছেন। আজ বিনায়কদা তো অফিসেও আসেনি—এটা মনে পড়ল সৃঞ্জয়ীর।

—হ্যাঁ বলুন ম্যাডাম কী বলবেন?

—দেখুন আমার স্বামী ভীষণ অসুস্থ।

—অসুস্থ? তাই নাকি? কী হয়েছে ওঁর?

—সুগারটা অত্যন্ত বেড়েছে। আর তার সঙ্গে অ্যাশমা—ভীষণ ব্রিদিং ট্রাবল হচ্ছে। আমি বাড়িতে যা ওষুধ ছিল দিয়েছি, ইনহেলারও নিচ্ছে, কিন্তু কোনও কাজ হচ্ছে না। ওঁকে যে ডাক্তার দেখেন তাঁকে ফোন করেছিলাম, তিনি এই মুহূর্তে এই শহরে নেই। কেরালা না কোথায় কনফারেন্সে গেছেন। আমি আর কোনও ডাক্তারকে চিনি না। কী করব বুঝতে পারছি না। আপনি অফিস থেকে একটু কাউকে পাঠাবেন?

সৃঞ্জয়ী তাড়াতাড়ি বলল—আপনি একটুও চিন্তা করবেন না। ঘাবড়াবেন না। আমি এখনই ব্যাপারটা দেখছি। ডোন্ট ওরি বউদি। এখুনি একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

—ধন্যবাদ ভাই। আমি যে ওর কষ্ট আর দেখতে পাচ্ছি না।

BanglaBook.org

ফোন রেখে দিল সৃঞ্জয়ী। অফিসের করিতকর্মা কর্মচারী বিজনবাবুকে ডাকল। যতটা সংক্ষেপে পারা যায় ব্যাপারটা বলল। বিজনবাবু পরামর্শ দিলেন এখনই গাড়ি নিয়ে বিনায়কের কোয়ার্টারে যাওয়া উচিত। তবে তার আগে—। হ্যাঁ, তার আগে সৃঞ্জয়ীর একবার মহকুমা শাসককে সব জানানো উচিত। দিব্য সব শুনে বললেন—এখনই বিনায়কবাবুর বাড়ি তোমাদের যাওয়া উচিত। যদি তার শ্বাসকষ্ট খুব বেশি হয় তাহলে হসপিটালাইজড করতে হবে। আমাদের মহকুমা হাসপাতালে ডঃ কৃষ্ণেন্দু বড়ুয়া জয়েন করার পর থেকে ওখানকার সুনাম হয়েছে। সুতরাং কোনও নার্সিংহোমে যাওয়ার দরকার নেই। মহকুমা হাসপাতালে পাঠালেই হবে। ইতিমধ্যে আমি ডঃ বড়ুয়ার সঙ্গে কথাও বলে রাখছি।

গাড়িতে সৃঞ্জয়ী, বিজনবাবু এবং আর একজন কর্মচারী উঠল। মিনিট পাঁচের মধ্যেই পৌঁছে গেল বিনায়কের সরকারি বাড়িতে।

একতলার ঘর পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে গেল ওরা। শোওয়ার ঘর। বেশ বড়। খাটে বিনায়ক শুয়ে আছেন। তাঁর মাথার কাছে স্ত্রী। আলুথালু বেশ। গালে কান্নার শুকিয়ে যাওয়া দাগ। মাথার চুল কাকের বাসা। আর একটি মেয়ে। ম্যাক্সি-পরনে। রোগা, কালো, মোটামুটি সুশ্রী মুখ। সে বাবার পায়ের কাছে বসে আছে।

বিনায়ক সৃঞ্জয়ী, বিজনবাবু সবাইকেই চিনতে পারলেন। তিনি জেগেই ছিলেন। কিন্তু নিশ্বাস নিচ্ছেন খুব কষ্ট করে। নিশ্বাস নেওয়ার সময় চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে। বুকটা দ্রুত ওঠানামা করছে। সেই অবস্থাতেই তিনি সৃঞ্জয়ীকে বলতে চাইলেন বড় কষ্ট! বড় কষ্ট!

BanglaBook.org

সৃঞ্জয়ী বিনায়কের কাছে এগিয়ে গিয়ে কপালে হাত রাখল। তারপর বলল—দাদা-আমি বুঝেছি আপনার কষ্ট। ভয় পাবেন না। আমরা এখুনি ব্যবস্থা করছি।

বিনায়ক ঘড়ঘড়ে স্বরে বললেন—জল! জল! তাঁর স্ত্রী কাপ থেকে চামচ করে জল দিলেন মুখে। বেশ কয়েকবার। কিছুটা খেলেন। কিছুটা গড়িয়ে পড়ল মুখের পাশ দিয়ে।

সৃঞ্জয়ী বিজনবাবুকে নিয়ে ঘর থেকে বারান্দায় এল। বলল—বিনায়কদাকে বাড়িতে রাখা ঠিক হবে না। ওঁকে এখুনি হসপিটালাইজড করতে হবে। তাড়াতাড়ি ঠিকঠাক ট্রিটমেন্ট হওয়া দরকার। আপনার কাছে ডঃ বড়ুয়ার ফোন নাম্বার আছে?

—আছে ম্যাডাম।—বিজনবাবু তাঁর পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা ছোট নোটবই বের করলেন। কয়েকটা পাতা উলটে বললেন—এই যে পেয়েছি। সৃঞ্জয়ী নিজের মোবাইল থেকে ফোন করল। সাড়া মিলল।

—ডঃ বড়ুয়া বলছেন?

—বলছি।

—আমি মহকুমা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সৃঞ্জয়ী সেন বলছি...

—হ্যাঁ হ্যাঁ মিস সেন বলুন? ওই বিনায়কবাবুর ব্যাপারটা তো?

—আপনি কীভাবে অনুমান করলেন?

—এইমাত্র এস.ডি.ও. সাহেব ফোন করে আমাকে সব বলেছেন। আমি ওঁর জন্যে একটা স্পেশ্যাল বেড রেডি করে রেখেছি। আপনি পেশেন্টকে নিয়ে আসতে পারেন।

BanglaBook.org

—অনেক ধন্যবাদ। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই পেশেন্টকে নিয়ে যেতে পারি। আপনি কি একটা অ্যাম্বুলেন্স পাঠাতে পারেন?

—হ্যাঁ। অ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়ে দিচ্ছি। কোথায় পাঠাব বলুন?

—আমি আমার গাড়ি হাসপাতালে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ড্রাইভার গিয়ে আপনার কাছে রিপোর্ট করবে। আমার ড্রাইভারই অ্যাম্বুলেন্সকে গাইড করে নিয়ে আসবে।

—ও.কে.। ওয়েলকাম।

আধঘণ্টার মধ্যে অ্যাম্বুলেন্স এসে হাজির। বিনায়ককে স্ট্রেচারে সাবধানে তোলা হল। বিনায়কের স্ত্রী হঠাৎ কাঁদতে শুরু করলেন। এগুলো স্বাভাবিক ব্যাপার। আবেগের বহিঃপ্রকাশ তো ঘটবেই। সৃঞ্জয়ী তাকে সান্ত্বনা দিতে চাইল। বলল—আমার ধারণা বিনায়কদা দুদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসবেন। বিনায়ক, প্রবল শারীরিক কষ্টের মধ্যেও, দুটো আঙুল দেখালেন। তাঁর যন্ত্রণাকাতর মুখে তির্যক হাসি। অর্থাৎ তিনিও সৃঞ্জয়ীর সঙ্গে একমত।

মহকুমা হাসপাতালে এই প্রথম পা দিল সৃঞ্জয়ী। যথেষ্ট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। দোতলায় একটা ক্যাবিনে বেড রাখাছিল। বিনায়ক ভরতি হয়ে গেলেন। প্রাথমিক পরীক্ষার পর ডঃ বড়ুয়া বললেন—নট অ্যা ভেরি ক্রিটিক্যাল কেস। সুগারটা নামাতে হবে আর অক্সিজেন স্টার্ট করে দিচ্ছি। বিনায়কের স্ত্রী এবং মেয়ে হাসপাতালে থেকে গেল। শিবেনবাবুদের নিয়ে সৃঞ্জয়ী ফিরে এল অফিসে। ঘড়িতে প্রায় পাঁচটা বাজে। বেশ ক্লান্ত লাগছে। একটা চা নিল সে। তারপর একটা সিগারেট। টেবিলে যে কটা ফাইল ছিল,

BanglaBook.org

সেগুলো ক্লিয়ার করে উঠে পড়ল। প্রতিদিন অফিস ছাড়ার আগে সৃঞ্জয়ী লক্ষ রাখে তার টেবিলে যেন একটা ফাইল আনঅ্যাটেনডেড পড়ে না থাকে। সে যখন বাড়ি যাবে তখন তার টেবিল ফুটবল মাঠের মতো পরিষ্কার থাকা চাই।

ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে গাড়িতে উঠল সৃঞ্জয়ী। গন্তব্য সার্কিট হাউস। আজ আবার দিব্যর বাংলোয় নিমন্ত্রণ। মুখ টিপে হাসল সৃঞ্জয়ী। দিব্য পাগল হয়ে গেছে। আর নিজেকে সামলাতে পারছে না। সৃঞ্জয়ীও মনে-মনে প্রস্তুত। দিব্য 'প্রোপোজ' করলে আজ সে সম্মতি দেবে।

ঘরে ঢুকে পাখার নীচে, সোফায় সবে হাত-পা মেলে বসেছে, মোবাইল বেজে উঠল। সৃঞ্জয়ী দেখল স্ক্রিনে বাড়ির নম্বর। কে ফোন করছে? বাবা?

—হ্যালো?

—কেমন আছিস রে মা?—হ্যাঁ, এ তো বাবারই গলা।

—ভালো আছি বাবা। তোমরা কেমন আছ?

—আমরা একরকম। আজ তোকে টিভিতে দেখলাম। তোর মা একটু কথা বলবে।

—হ্যাঁ দাও...

—কীরে ঝুম্পা? তুই নাকি ওখানে দারুণ সব কাজ করেছিস! কে এক গ্রাম-পঞ্চায়েত প্রধান অনেক টাকা পয়সা চুরি করেছিল তাকে হাতেনাতে ধরেছিস। তোর প্রশংসায় তো মিডিয়ার সবাই পঞ্চমুখ। এই তো অনেকক্ষণ ধরে তোকে স্টার আনন্দ আর আকাশ বাংলায় দেখাল। তুই কত কথা বললি আমরা শুনলাম। আমাদের

BanglaBook.org

খুব ভালো লাগছে রে খুকি! আমরা খুব গর্বিত। তুই খুব ভালো কাজ করছিস।

—মা তোমরা আমার এখানে কয়েকদিন বেড়িয়ে যাবে? তোমাদের ভালো লাগবে।

—হুঁ তা যেতে পারি।...এদিকে খবর জানিস কিছু?

—কীসের খবর মা?

—হীরকের বিয়ে নিয়ে তো এক কেলেঙ্কারি হয়েছে। ...এখন ভাবছি তোর ডিসিশানই ঠিক। হীরক ছেলেটা ভালো নয়। মহা বজ্জাত।

—কেন কী হল আবার?

—আমরা ওর বাবা-মাকে জবাব দিয়ে দেওয়ার পর শ্রীরামপুরে কোনও একটা মেয়ের খোঁজ পেয়েছিল ওরা। মেয়েটা এম.এস.সি. পাশ। একটা স্কুলে চাকরি করে। দেখতে শুনতে ভালো। হীরকদের পছন্দ হয়েছিল। মেয়েটা হীরকের সঙ্গে ঘোরাঘুরিও শুরু করে। তারপর যখন বিয়ের আসল কথাবার্তা শুরু হয়, হীরকের বাবা মেয়ে-পক্ষের থেকে পাঁচ লাখ টাকা দাবি করে।

—অ্যাঁ? বলছ কী? পাঁচ লক্ষ টাকা? এভাবে তো ওরা দাবি করতে পারে না।

—মেয়ের বাবা পিছিয়ে যান। বিয়ের প্রস্তাব ভেঙে যায়। কিন্তু এদিকে আর এক বিপত্তি।

—বিপত্তি মানে?

—সে এক মহাবিপত্তি।...মা হয়ে সে ব্যাপার কীভাবে মুখে আনব? তবুও তুই বড় হয়েছিস। বলছি। মেয়েটি তার বাবা-

BanglaBook.org

মাকে জানাতে বাধ্য হয় যে সে অন্তঃসত্ত্বা। এবং তার জন্যে হীরকই দায়ী।

—সর্বনাশ? তারপর? হীরকের বিরুদ্ধে ওরা পুলিশে গিয়েছিল?

—গিয়ে আর কী হবে? হীরক তো তার আগেই দেশ ছেড়েছে।

—সর্বনাশ! এখন মেয়েটির কী হবে বলো তো?...আমি হীরককে ঠিকই চিনেছিলাম মা। মার্কিন সংস্কৃতির খারাপ দিকটা ওকে পুরোপুরি গ্রাস করেছে। সে কারণেই আমি ওকে রিফিউজ করেছিলাম।

—ভালো করেছিস মা। এখন আর তোর ওপর আমাদের কোনও রাগ নেই।

—তাহলে তোমরা এখানে কবে আসছ মা?

—দিনক্ষণ তো তোমার বাবা বলবে মা? ওঁকে রাজি করাও।

—হ্যালো বাবা?

—বলো মা?

—আমি চাই তোমরা এ মাসেই আমার এখানে বেড়াতে এসো। জুন মাস পড়ে গেছে। বর্ষাও নেমে যাবে মনে হচ্ছে। সার্কিট হাউসের ঠিক গায়েই একটা ছোট্ট নদী। সার্কিট হাউসের বারান্দায় বসে সেই নদীতে বৃষ্টিপাত দেখবে, ভালোমন্দ খাবে আর গল্পগুজব করবে। আরও ছোটখাটো কিছু বেড়াবার জায়গা আছে এখানে। সে সব জায়গাতেও নিয়ে যাব।

—ঠিক আছে তাহলে এই শুক্রবারের পরের শুক্রবার আমরা

BanglaBook.org

দুজনে যাচ্ছি।

—বাহ্, খুব মজা হবে। তোমরা সকালবেলা বাসে এসো। বিকেলে পৌঁছে যাবে।

ঠিক আটটার সময় মহকুমা শাসকের বাংলোয় এসে হাজির হল সৃঞ্জয়ী। দিব্য যেন অপেক্ষা করেই ছিলেন। এই বাংলোতে যে এত বড় একটা টেরাস আছে এবং সেখানে দিব্য নানা ধরনের ফুলের মেলা বসিয়েছেন তা সৃঞ্জয়ী জানত না। দিব্য তাকে সরাসরি টেরাসে নিয়ে গেলেন। একেবারে বিদেশি গল্প-উপন্যাসে যেমন পড়া যায় তেমন। বিশাল ছাদ। আলিসা দিয়ে ঘেরা। ফুলের গন্ধ। চারপাশ নির্জন। শুধু কিছু-কিছু বাড়ির আবছায়া অবয়ব। ছাদের মাঝখানে বেতের সেন্টার টেবিল। দু-পাশে দুটো বেতের চেয়ার। মোটা এবং আরামদায়ক কুশন। কোনও বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে না। কারণ ছাদে মাথাভাঙা চাঁদ ঝুলে আছে। সেই চাঁদের আলোয় কিছুটা হলেও দেখা যায়। দিব্যর পাঞ্জাবির পকেটে রিমোট কলিং-বেল ছিল। তিনি তাতে ডাক দিলেন। দুজন আর্দালি উঠে এল। একজনের হাতে ট্রে। তাতে মদের বোতল, সোডা, জলের জাগ এবং দুটো গেলাস। আর একজনের হাতের ট্রেতে কয়েকটা প্লেটে খাবার। আয়োজন বিপুল। মাটন-সিঙাড়া, ফিশ-ফিংগার, বোনলেস চিলি চিকেন, স্যালাড।

সৃঞ্জয়ী বলল—এ তো যাকে বলে sumptuous ব্যবস্থা। এত খাওয়া যায়?

—তোমার জন্যে আজকে সিবাস রিগাল-এর বোতল ওপেন করব। এসো। চিয়ার্স।

—চিয়ার্স।

BanglaBook.org

কয়েক চুমুক খাওয়ার পর সৃঞ্জয়ী বলল—স্যার আমার বাবা-মা আসছেন এখানে বেড়াতে।

—ভেরি গুড নিউজ। কবে আসছেন?

—দশদিনের মধ্যে।

—খুব ভালো। সার্কিট হাউসেই ওঁরা থাকবেন। তোমার ঘরের পাশের ঘরটি ওঁদের থাকার জন্যে ভেবে রাখো। যা-যা ব্যবস্থা করার নাজিরবাবুকে বলে করে নেবে।...আর একটা ভালো খবর আছে। হাসপাতাল থেকে ডঃ বড়ুয়া ফোন করেছিলেন। বিনায়ক ওষুধে রেসপন্ড করেছেন। ওঁর অক্সিজেন মাস্ক খুলে নেওয়া হয়েছে। এখন ব্রিদিং ট্রাবল নেই। কাল সকালে রিলিজ করে দেবে। তবে বিনায়কের এখন একটু বিশ্রাম দরকার। কয়েকদিন ছুটিতে থাকতে হবে। তার মানে হল...

—আদালতের কাজটাও আমাকে করতে হবে।

হো হো হাসলেন দিব্য।

বললেন—সেটাই হওয়া উচিত। কারণ আরবার সরকারি স্তরে লিখেও তো অফিসার পাচ্ছি না। এখন প্র্যাকটিক্যালি আমি আর তুমি এতবড় সাব-ডিভিসান চালাচ্ছি। তাই আমি ঠিক করেছি...

—কী ঠিক করেছেন?

—আগামী কাল থেকে আদালতে আমি নিজেই বসব। ওটা তো আমারই কোর্ট। আমি যদি নিজে বসে বিচার করি তাতে দোষের কিছু নয়; বরং উকিলরা উৎসাহিত হবে।

—কেন? আপনি কি আমার ওপর কনফিডেন্স রাখতে পারছেন না? —সৃঞ্জয়ীর গলায় অভিমান।

BanglaBook.org

দিব্য নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে এলেন। মদের গেলাস রাখলেন সেন্টার টেবিলে। তারপর চেয়ারে বসে থাকা সৃঞ্জয়ীর কপালে একটি চুমু খেয়ে তার কানে-কানে বললেন—আমি চাই না কাজ করে-করে আমার রাধার সোনার অঙ্গ কালি হয়ে যাক।

সৃঞ্জয়ী ফিসফিস করে বলল—একটা চুমুতে হবে না। আমাকে আরও আদর করো দিব্য। আমাকে তোমার কোলে বসতে দেবে?

এখন দিব্য চেয়ারে বসেছেন। আর তাঁর দুই সবল জানুর ওপর চেপে বসেছে সৃঞ্জয়ী। সে আজ শাড়ি-জামা পরে এসেছে। তিন পেগ মদ পরপর খেয়ে তার মাথা ঝিমঝিম করছে। সে নিজের হাতে পটপট করে ব্লাউজের বোতাম খুলল। পিঠের পেছনে হাত দিয়ে গিয়ে ব্রেসিয়ারের ফিতে আলগা করল। তারপর নিজেই পাগলের মতো এক হাত দিয়ে একটা বাতাবি লেবুর মতো গোল এবং নিটোল স্তন টেনে হিঁচড়ে বের করে এনে দিব্যর মুখটা টেনে নামিয়ে বলল—খাও-খাও, আমার জ্বালা মেটাও। শরীরের আগুনে আমি দিনরাত ছটফট করি। দিব্য দাঁত দিয়ে স্তনবৃন্তে মৃদু কামড় দিচ্ছিলেন। আর সৃঞ্জয়ী শিউরে-শিউরে উঠছিল। সে জিভ দিয়ে দিব্যর ঘাড় চাটতে লাগল, তাঁর চওড়া বুকের রোমরাজিতে মাথা ডুবিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে চাইল। দিব্যর মনে হচ্ছিল, তিনি সৃঞ্জয়ীকে ছাদে শুইয়ে দেন, তাকে ধীরে-ধীরে নগ্ন করেন, তারপর তাঁর লৌহদন্ডের মতো বিশাল লিঙ্গ নিয়ে সৃঞ্জয়ীর শরীরের পিচ্ছিল সুড়ঙ্গে প্রবেশ করেন। কিন্তু নাহ, শরীর নয়, দিব্য ভালোবাসাকেই প্রাধান্য দিতে চান। তিনি সৃঞ্জয়ীর কানে-কানে বললেন—শান্ত হও, শান্ত হও! তোমার সঙ্গে আমরা জরুরি কিছু কথা আছে সৃঞ্জয়ী।

BanglaBook.org

—কী জরুরি কথা দিব্য?

—আমি ভাবছি রেজিস্টার অফিসারের অফিসে আমরা একটা নোটিশ পাঠাই। আমাদের বিয়ের নোটিশ। তোমার মতামত তো জানা প্রয়োজন?

—আমার পুরোপুরি মত আছে। আগামীকালই আমরা তাহলে নোটিশ দিই।

—তোমার বাবা-মায়ের মত নেবে না?

—দরকার নেই। আমি আমার জীবনের ব্যাপারে যা সিদ্ধান্ত নেব তা বাবা-মা মেনে নেবেন এই বিশ্বাস আমার আছে। ভালোই হল। বাবা-মা তো আসছেনই। রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করতে হলে তো দু-একজন উইটনেসের দরকার হয়। আমার উইটনেস হবেন আমার বাবা-মা। তোমার পক্ষে কে উইটনেস হবেন দিব্য?

—যে হোক হলেই হল। ও তো শুধু ফর্মালিটি। ধরো একজন উইটনেস হল সুখেন ভদ্র—এস.ডি.পি.ও.। আর একজন কে হবে সে দেখা যাবে।

সৃঞ্জয়ী নিজের শাড়ি-ব্লাউজ ঠিকঠাক করে নিয়েছে। আর হুইস্কি সে নিল না। নান-রুটির ব্যবস্থা ছিল। সে ডিনার সেরে নিল। দিব্যও ডিনার সেরে নিলেন। এবার সেই রাতের মতো বিদায়ের পালা। দিব্য আবার বুকে টেনে নিলেন সৃঞ্জয়ীকে। চুমোতে-চুমোতে ভরিয়ে দিলেন প্রেয়সীকে। তারপর সৃঞ্জয়ী গাড়িতে উঠল। ফিরে গেল সার্কিট হাউসে।

দিব্য বাংলোর অফিস ঘরে বসে একটা সিগারেট ধরিয়েছেন। ফোন বেজে উঠল।

BanglaBook.org

—হ্যালো?

—দাদা সুখেন বলছি।

—হ্যাঁ কী খবর?

—একটু খারাপ খবর।

—কীরকম?

—ধরমপুর পঞ্চায়েত প্রধান বৈকুণ্ঠ মণ্ডল আজ কোর্ট থেকে জামিন পেয়ে গেছে।

—তাই নাকি? আবার কোনও চার্জে ওকে ধরার চেষ্টা করো। লোকটা মহা পাজি। ওর কাস্টডিতে থাকা উচিত। বাইরে থাকলেই ও সব এভিডেন্স নষ্ট করার চেষ্টা করবে।

—হ্যাঁ। সেটাই চেষ্টা করছি। গুড নাইট দাদা...।

॥ ১৯ ॥

ছুটির দিনের এক সকালে সৃঞ্জয়ীর বাবা-মা এসে পৌঁছলেন ছোট্ট মহকুমা শহরে। অবনীমোহন এবং রুমা দুজনেই বরাবর উত্তর কলকাতার বাসিন্দা। তাঁদের খুব একটা গ্রামে-যাওয়ার অভিজ্ঞতা নেই। সৃঞ্জয়ী যে এর আগে পাঁচ-ছ-বছর অন্য জেলায় একেবারে প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় বিডিও-র কাজ করেছে তখন রুমা একটিবারের জন্যেও মেয়ের কাছে গিয়ে থাকতে পারেননি। অবনীমোহন অবশ্য দিন সাতের জন্য একবার গিয়েছিলেন মেয়ের

BanglaBook.org

কাছে। ব্লকের ছোট্ট কোয়ার্টারে কাটিয়ে এসেছিলেন। খারাপ লাগেনি। অন্যরকম অভিজ্ঞতা। তবে বড্ড গ্রীষ্মের তাপ অনুভব করেছিলেন। সৃঞ্জয়ীর ব্লক এমনিতেই ছিল খরা-প্রবণ এলাকা আর সেবার সত্যিই বৃষ্টিপাত তেমন হয়নি। বিদ্যুৎ চলে যেত ঘনঘন। ফলে গরমে হাঁসফাঁস করতে হত। আর সব থেকে খারাপ লাগত সন্ধ্যাগুলো। অবনীমোহন বরাবরের হুল্লোড়ে মানুষ। অবসরপ্রাপ্তির পর, বয়স হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তিনি প্রায় প্রতি সন্ধেবেলা বাগবাজারের গলিতে বন্ধুর বাড়িতে তাসের আড্ডায় গিয়ে বসেন। কিন্তু মেয়ের কাছে, ব্লকে থাকাকালীন সন্ধেগুলো যেন কাটতেই চাইত না। কাঁহাতক আর বই পড়বেন। মেয়ে তো তার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকত। অফিস থেকে ফিরে একথা-সেকথার পর একগাদা ফাইল নিয়ে বসে কাজ করত। অবনীমোহন আর কী করেন। তিনি কোয়ার্টারের ছাদে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে আকাশের তারা গুনতেন। তারপর একসময় কখন তন্দ্রা এসে যেত।

দুজনেই আপাদমস্তক কলকাতার মানুষ। মহকুমা, মহকুমা শাসকের অফিস এসব সম্বন্ধে তাঁদের কোনও ধারণাই ছিল না। এখানে এসে সব দেখে-টেখে অন্যরকম অভিজ্ঞতা হল। প্রথমে সৃঞ্জয়ী তাঁদের নিয়ে গেল দিব্যজ্যোতির বাংলোয়। এত বিশাল বাংলো দেখে তা দুজনের চক্ষুস্থির। কত লোকলস্কর। সবাই তটস্থ হয়ে আছে সাহেব কখন কী হুকুম করেন। দিব্য খুব ভালো ব্যবহার করলেন। অবনীমোহন এবং রুমা বিগলিত হয়ে গেলেন যখন দিব্য নিজের চেয়ার থেকে উঠে এসে দুজনকেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। এতটা আশা করেননি অবনীমোহনরা। একজন সাব-ডিভিশনাল

BanglaBook.org

ম্যাজিস্ট্রেট। কত তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা, কত তার ক্ষমতা-প্রতিপত্তি। অথচ লোকটার সঙ্গে কথা বলে ওঁদের একবারও মনে হল না, তেমন কোনও অহংকার আছে। দিব্যর আপ্যায়নের সারল্য এবং উষ্ণতা ওঁরা সত্যিই মনে-মনে অনুভব করলেন। নানারকম কথা হচ্ছিল। দিব্য হঠাৎ সৃঞ্জয়ীকে বললেন—এখানে ছোটখাটো অনেক দেখার জায়গা আছে। তোমার বাবা-মাকে দেখিয়ে আনো। তোমার গাড়িতে ওঁদের নিয়ে সকালবেলা বেরিয়ে যাবে। ঘোরাঘুরি করে বিকেলবেলা ফিরে আসবে। ভালো লাগবে ওঁদের।

—কী-কী দেখার জায়গা আছে স্যার! আমি তো নিজেই ভালো জানি না।

—তুই এতদিন আছিস, তুই নিজেই সেসব জায়গা দেখিসনি এখনও? অবনীমোহন মেয়েকে বললেন।

—আপনার মেয়ের ওসব দেখার সময় কোথায়? —দিব্য বললেন, —ও তো কাজ-পাগল। সবসময় কাজ করছে। কাজ ছেড়ে ও বেড়াতে যাবে? স্বপ্নেও ভাবা যায় না।

এটা দিব্যর প্রশংসা। সৃঞ্জয়ীর মুখ আরক্ত হল।

অবনীমোহন হাসলেন। বললেন—তা যা বলেছেন। মেয়ে আমার কাজের ব্যাপারে ভীষণ সিরিয়াস।

সাব-ডিভিশনাল ইনফরমেশন অফিসার বা মহকুমা তথ্য অফিসারকে ডাকলেন দিব্য। তার থেকে জানা গেল, এখানে কী—কী দ্রষ্টব্য আছে। একটু দূরে বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির আছে। খুবই জাগ্রত দেবী নাকি, লোকের মুখে শোনা যায়। বনদপ্তরের তৈরি একটা ছোট চিড়িয়াখানা আছে। সেখানে নাকি লুপ্ত প্রজাতির কিছু

BanglaBook.org

ভাল্লুক এবং ভোঁদড় আছে। এক বিশাল সরোবর আছে। এই সরোবরের ধারে একটা প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। সরোবরের টলটলে জল। সারা বছর বৃষ্টি না হলেও শুকোয় না। এই সরোবর নিয়ে এক বিশেষ গল্পকথা প্রচলিত আছে। শোনা যায় কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে হেরে দুর্যোধন পালিয়ে গিয়ে নাকি এই সরোবরের জলের নীচে লুকিয়ে ছিলেন। তারপর কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন—সবাই তাঁকে খুঁজে বের করেন এবং যুদ্ধে আহ্বান করেন। এই সরোবরের ধারেই নাকি ভীম এবং দুর্যোধনের সেই বিষম গদাযুদ্ধ হয়েছিল। এসব শুনে অবনীমোহন মুখ টিপে হাসলেন। বললেন—কোথায় হরিয়ানার কুরুক্ষেত্র আর কোথায় পশ্চিমবাংলার প্রত্যন্ত মহকুমায় এই সরোবর। এসব গল্পকথা ছাড়া কিছুই নয়।

রুমা বললেন—তবুও এসব কল্পনা করতেও তো ভালো লাগে।

কয়েকদিন ধরে অনেক ট্যুরিজম হল অবনীমোহনদের। বেশ ভালো লাগছিল। গ্রামবাংলায় তো কোনওকালে ঘোরেননি। শুধু শহরেই কেটেছে। প্রখর গ্রীষ্মেও গ্রামবাংলার একটা শোভা আছে। রিক্ততার শোভা। দ্রষ্টব্য স্থানগুলি যেমন ওঁরা দেখলেন, তেমনই দেখলেন কোনও-কোনও গ্রামে কী নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে মানুষ বেঁচে আছে। উন্নয়নের সুফল তো সব জায়গায় পৌঁছয়নি। এখনও উন্নয়নের অনেক কাজ বাকি। সেটাই যেন উপলব্ধি করছিলেন অবনীমোহন, রুমা।

এখানকার খাওয়াদাওয়া বেশ ভালো। ছানার মুড়কি বিখ্যাত। এ ছাড়া পোস্তর বড়া তেলেভাজার দোকানে কিনতে পাওয়া যায়।

BanglaBook.org

খুবই সুস্বাদু। একদিন সন্ধে থেকে ঝমঝম বৃষ্টি শুরু হল। সেদিন সৃঞ্জয়ী অফিস থেকে ফিরে বাবা-মায়ের সঙ্গে আড্ডা দিতে বসল। উপাদেয় খাবার না হলে আড্ডা জমে না। তা খাদ্যবস্তুর সমাহার ভালোই। মুড়ি, বিখ্যাত তেলেভাজার দোকান থেকে বিশেষ অর্ডার দিয়ে ভেজে আনা পোস্ত-বড়া, ছানার মুড়কি, বাদাম, কাঁচালংকা। ঘরের দরজা বন্ধ। শুধু সৃঞ্জয়ীর আদেশ মতো কেয়ারটেকার চা পাঠিয়ে দিচ্ছে তাদের জন্যে। অবনীমোহন, রুমা, সৃঞ্জয়ী সকলেরই মুখ চলছে। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে অবনীমোহন বললেন—ঝুম্পা এবার তোমার সঙ্গে একটা সিরিয়াস কথা বলতে চাই।

—কী সিরিয়াস কথা বাবা?

—দেখো, তোমার মা এবং আমার দুজনেরই বয়স হচ্ছে। আমরা চলে গেলে তুমি একেবারে একা।

—বাবা এরকম সুন্দর আড্ডার দিনে তুমি আবার এসব কী শুরু করলে? রুমা বললেন—না ঝুম্পা, আমরা সত্যিই কথাটা বলতে চাই তোমার সঙ্গে। হীরককে আমাদের মনে হয়েছিল ভালো পাত্র। কিন্তু তুমি হীরককে পছন্দ করোনি। পরে দেখা গেল, তোমার ডিসিশান ঠিক ছিল। হীরক মোটেও ভালো চরিত্রের ছেলে নয়। কিন্তু সে যাই হোক। তোমাকে তো এবার ডিসিশান নিতে হবে। তোমাকে বিয়ে করতে হবে। তোমার যদি কাউকে পছন্দ থাকে বলো? আমরা হয়তো সেটা মেনে নেব। আর যদি সেরকম কেউ না থাকে তাহলে আমাদের ওপরই ভার দাও তোমার পাত্র খোঁজার। সৃঞ্জয়ী চুপ করে আছে। বাইরে একটানা বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে। খুব জোরে নয়। আবার খুব আস্তেও নয়। যেন আমজাদ আলির সরোদে মেঘ মল্লার

BanglaBook.org

বাজছে।

—কী হল ঝুম্পা? কিছু একটা বলো?—অবনীমোহন।

—আচ্ছা বাবা—বিয়ে করতেই হবে এরকম কোনও বাধ্যবাধকতা আছে? যদি বিয়ে না করি?

অবনীমোহন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—সেটা অবশ্য তোমার সিদ্ধান্ত। তবে সারা জীবন একা থাকাও খুব কষ্টকর।

রুমা বললেন—কেন বিয়ে করবে না কেন? চাকরি তো আজকাল প্রায় সব মেয়েই করে। তারা কি বিয়ে করে না? বিয়ে করাটা তো জীবনের একটা স্বাভাবিক কাজ। বিয়ে জীবনকে পরিপূর্ণতা দেয়। সন্তানসন্ততি হবে। তাদের তুমি পালন করবে। এভাবেই তো জীবনের প্রবাহ সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

—আমি ঠিক করেছি আমি কাকে বিয়ে করব।

—কাকে? অবনীমোহন এবং রুমা দুজনেই উৎকর্ণ।

—এখানকার মহকুমা শাসক দিব্যজ্যোতি দত্তকে।

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন।

রুমা বললেন—দিব্যজ্যোতি তোমার থেকে বয়সে বেশ বড় না?

—হ্যাঁ। হয়তো একটু বড়। তাতে কী হয়েছে মা? তা ছাড়া তোমাদের সব কথা খুলে বলাই দরকার। দিব্যজ্যোতির একবার বিয়ে হয়েছিল। সেই বিয়ে টেঁকেনি। তিনি ডিভোর্স পেয়ে গেছেন। আমরা এখানকার রেজিস্টার অফিসে নোটিশ দিয়েছি। একমাসের মধ্যে তোমরা থাকতে থাকতেই আমরা রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করব। তারপর ছোটখাটো একটা গেট-টুগেদার। কেমন হবে বাবা?

BanglaBook.org

অবনীমোহন চুপ করে ছিলেন। রুমা চুপ করে ছিলেন।

—কী হল? তোমরা কোনও উত্তর দিচ্ছ না কেন?

—তুমি যখন নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়েছ আমাদের কিছু বলার নেই। অবনীমোহন বললেন।

—তুমি—তোমরা সুখী হলেই আমরা নিশ্চিন্ত।—রুমা বললেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজাতে নক্।—কে?—সৃঞ্জয়ী বলল।

—আমি মাডাম—কেয়ারটেকার মুখ বাড়াল।

—কী ব্যাপার?

—মাডাম আপনার একটা ফোন আছে।

—আমার ফোন? কে করছে?

—ঠিক চিনতে পারছি না। একটা লোক মনে হচ্ছে। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে।

সৃঞ্জয়ী ঘরের বাইরে গেল। পারলারের এককোণে ফোনটা আছে। রিসিভার তুলে বলল—হ্যালো?...

—ম্যাডাম বলছেন?—খুব চাপা গলায় কে যেন কথা বলছে। গলাটা অচেনা।

—হ্যাঁ বলছি। আপনি?

—আমি ধরমপুর থেকে বলচি।...দিদি আমার খুব বিপদ... বাঁচান!

—বিপদ? কী বিপদ?

—আমার মেয়েকে ওরা তুলে নিয়ে গেছে।

—কারা?

BanglaBook.org

—বৈকুণ্ঠ মণ্ডল আর তার দলবল। মেয়েটাকে যে এতক্ষণ ওরা কী করল! ফোনের ওপ্রান্তে লোকটা কাঁদছে বোঝা যাচ্ছে।

—বৈকুণ্ঠ মণ্ডল কোথা থেকে আসবে? সে তো হাজতে।

—নাহ্ দিদি, সে জামিনে ছাড়া আচে। ফিরে এসেই আবার নিজের রূপ ধরেচে।

—হ্যাঁ। কিন্তু আমি এ ব্যাপারে কী করব? আপনি পুলিশকে জানান।

—থানায় ফোন করেছিলুম। থানায় অফিসার কেউ নেই। সবাই নাকি এস.পি. সাহেবের মিটিং-এ গেচে। শুধু এক হাবিলদার আর কয়েকজন কনেস্টবল আছে। তারা যাচ্চি-যাব করেই সময় কাটিয়ে দিচ্ছে। এদিকে অনেকক্ষণ ওরা আমার মেয়েটারে—

—আচ্ছা কোথায় নিয়ে গেছে জানেন?

—ধরমপুর গ্রামে ঢুকে একটা কালীমন্দির আচে, ওই কালীমন্দিরের পেছনে একটা বাড়ি সেই বাড়িতে কেউ থাকে না...।

—বুঝেছি। বুঝেছি। ঠিক আছে রাখছি। ভয় পাবেন না। আমি দেখছি কী করা যায়।

রিসিভার নামিয়ে রেখে সৃঞ্জয়ী এক মুহূর্ত ভাবল। তাকাল বাইরের দিকে। বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছে। তবে খুব জোরে নয়। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। বৈকুণ্ঠ মণ্ডল জামিন পেল কবে? দিব্য নিশ্চয়ই জানেন। কিন্তু বলেননি তো? কিন্তু এখন কী করা যায়? এই ফোনটাকে তো সে অগ্রাহ্য করতে পারে না। কিন্তু সে একা এই রাতে কোথায় যাবে? কীভাবে উদ্ধার করবে বৈকুণ্ঠ মণ্ডলের কবল থেকে ওই মেয়েটিকে? যদি অকুস্থলে যেতেই হয়, তাহলে তো পুলিশ-ফোর্স

BanglaBook.org

নিয়ে যেতে হবে। সেই ফোর্স এখন পাওয়া যাবে কোথায়? দিব্যকে ফোন করবে? সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ল, দিব্য তো জেলায় গেছেন, জেলাশাসক মিটিং ডেকেছেন; তাঁকে এখন ডিসটার্ব করা যাবে না। তখন সে এস.ডি.পি.ও.-কে ফোন করল। জানা গেল, তিনিও জেলা হেডকোয়ার্টার্সে মিটিং-এ গেছেন। তাহলে? তাহলে কী করা যায়? সে সেই অসহায়া মেয়েটির কথা ভাবছিল যাকে বৈকুণ্ঠ মণ্ডল এবং তার দলবল তুলে নিয়ে গেছে। খুব তাড়াতাড়ি ধরমপুরে প্রসিড করা দরকার। এতক্ষণে কি মেয়েটাকে অক্ষত রেখেছে বৈকুণ্ঠ? তবুও একটা চেষ্টা করা তো দরকার। এরকম একটা খবর পেয়ে সে চুপ করে বসে থাকবে কীভাবে? অন্তত যদি একটা আর্মড সিকিউরিটিও পাওয়া যেত! দরকার হলে আজ ফায়ার ওপেন করবে সৃঞ্জয়ী। হাতেনাতে ধরতে চাইবে বৈকুণ্ঠকে। কী করা যায়? ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছে সৃঞ্জয়ী। সে তারপর লোকাল থানাকে ফোন করল।

—হ্যালো?—কোনও একজন ফোন ধরেছে।

—বড়বাবু আছেন?

—কে বলছেন?

—আমি ম্যাজিস্ট্রেট সৃঞ্জয়ী সেন বলছি...

—হ্যাঁ। নমস্কার ম্যাডাম। কিন্তু বড়বাবু তো নেই। মেজবাবুও নেই। সবাই এস.পি. সাহেবের কনফারেন্সে গেছেন।

—কোনও অফিসার নেই?

—হ্যাঁ একজন আছেন। মলয়বাবু। দেব ওঁকে?

—দিন তাড়াতাড়ি।

BanglaBook.org

—হ্যালো—এ.এস.আই. মলয় দাস বলছি।

—আমি ম্যাজিস্ট্রেট সৃঞ্জয়ী...

—হ্যাঁ নমস্কার ম্যাডাম বলুন?

—আচ্ছা আমাকে একজন সিকিউরিটি দিতে পারেন?

—সিকিউরিটি? কেন ম্যাডাম জানতে পারি কি?

—আমি একটু ধরমপুর যাব। ওখানে একটা গণ্ডগোল হয়েছে।

—হ্যাঁ পাঠিয়ে দিচ্ছি মাডাম।

—আচ্ছা দেবাশিস বলে ছেলেটিকে পাঠিয়ে দিতে পারেন? ও আমার সঙ্গে আগেও ডিউটি করেছে।

—দেবাশিস সরখেল? হ্যাঁ ম্যাডাম ওকেই পাঠিয়ে দিচ্ছি।

—একটু কুইক পাঠাবেন প্লিজ।

রিসিভার নামিয়ে সৃঞ্জয়ী দেখল অবনীবাবু আর রুমা এসে দাঁড়িয়েছেন।

—কী ব্যাপার? কোনও গণ্ডগোলের খবর? অবনীবাবু জিগ্যেস করলেন।

—আমাকে এখনই একটু বেরোতে হবে বোধহয়...

—এত রাতে কোথায় যাবি?—রুমা জিগ্যেস করলেন।

—আমাদের চাকরিতে দিন-রাত বলে তো কিছু নেই মা। যে-কোনও সময়েই আমাদের ডিউটি পড়তে পারে।

—কিন্তু কী এমন হল যে, তোকে এখুনি বেরোতে হবে? —অবনীমোহন জিগ্যেস করলেন।

—সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে গেছে বাবা! একজন মেয়েকে

BanglaBook.org

কয়েকজন গুন্ডা তুলে নিয়ে গেছে। এই খবর জানার পর আর চুপ বসে থাকা যায়? আমাকে মেয়েটাকে উদ্ধারের জন্যে কিছু একটা করতেই হবে।

—কিন্তু এটা তো পুলিশের কাজ? তুই নিজে একজন মেয়ে হয়ে...

—আজকের দিনটাই খারাপ বাবা। এস.ডি.ও., এস.ডি.পি.ও., সব থানার ও.সি. এবং অন্যান্য অফিসাররা জেলায় মিটিং করতে গেছে। এখন তারা কখন ফেরে তার জন্যে বসে থাকলে তো আর মেয়েটিকে উদ্ধার করা যাবে না? আমি যাচ্ছি। কিন্তু একেবারে একা নয়। সঙ্গে একজন আর্মড সিকিউরিটি যাচ্ছে। সে খুব চৌকশ ছেলে। তেমন কিছু হলে গুলি চালাতে দ্বিধা করবে না।

রুমা বললেন—কখন ফিরবি? রাতের খাওয়াদাওয়ার কী হবে?

—এই তো সবে সাড়ে সাতটা বেজেছে মা। ঝামেলা মিটিয়ে আমি রাত নটার মধ্যে ফিরে আসব।

পনেরো মিনিটের মধ্যে গাড়ি এবং পুলিশের পোশাকে, কোমরের খাপে রিভলভার নিয়ে দেবাশিস হাজির। সৃঞ্জয়ীকে স্যালুট দিল। সৃঞ্জয়ী ট্রাউজার এবং টপ পরে নিল। কোমরে চওড়া কোমরবন্ধ। গাড়িতে ওঠার সময় অবনীমোহন বললেন খুকি আমি যদি তোর সঙ্গে যাই আপত্তি আছে?

—তুমি কি পাগল হয়েছ বাবা? আমাকে আমার ডিউটি করতে দাও। আমি খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসছি। বেশি দেরি হলে তোমরা ডিনার সেরে নিও। গুড নাইট।

BanglaBook.org

ফাঁকা হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি খুব দ্রুতগতিতে ছুটছে। যেতে-যেতে সৃঞ্জয়ী সংক্ষেপে ঘটনাটা বলল দেবাশিসকে। সব শুনে দেবাশিস বলল—আপনি একেবারে ঘাবড়াবেন না মাডাম। আমার সঙ্গে লোডেড রিভলভার আছে। আজ ওই শালা বৈকুণ্ঠ মণ্ডলকে হাতেনাতে ধরব। এবার আর ও জামিন পাবে না।

মাথার ওপর তারাভরা আকাশ। কী শান্ত আর নির্জনতা ছড়িয়ে আছে প্রকৃতিতে। সৃঞ্জয়ীর মনে হল, পৃথিবী কত ভালো, মায়াময় ও বাসযোগ্য হতে পারত যদি পৃথিবীতে হিংসা না থাকত, লালসা না থাকত, অসূয়া না থাকত। তার মনে হল, একবার মোবাইলে দিব্যর সঙ্গে কথা বলে। চেষ্টা করে দেখল। কিন্তু দিব্যর ফোনের সুইচ অফ।...একবার যদি দিব্যকে খবরটা জানিয়ে দেওয়া যেত; কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই, ভয়ে পিছিয়ে আসবার কোনও সুযোগ নেই। এখন সৃঞ্জয়ীকে তার কর্তব্য করতেই হবে। বৈকুণ্ঠ মণ্ডলের মতো মানুষেরা পৃথিবীতে যতদিন অবাধে বিচরণ করবে, ততদিন সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের অন্ত নেই। একবার জেল খেটেও তার শিক্ষা হয়নি, জামিনে ছাড়া পেয়েই সে কুকর্ম শুরু করেছে। কিন্তু সৃঞ্জয়ী এসব বরদাস্ত করবে না। সে ওই শয়তান লোকটাকে হাতেনাতে ধরতে চায়। শাস্তি দিতে চায়।

চালক জানাল যে, গাড়ি ধরমপুর গ্রামে ঢুকে পড়েছে। চারদিক নিশুতি। এ গাঁয়ে এখনও বিদ্যুৎ আসেনি। সারিসারি খড়ে ছাওয়া, মাটির বাড়ির দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। টেমি জ্বালতে কেরোসিন খরচ হবে বলে সন্ধে শুরু হলেই মানুষ অন্ধকার ঘরে ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে যায়। একটা তেমাথার মোড়ে এসে গাড়ি

BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে পড়ল।

চালক জিগ্যেস করল—এবার কোনওদিকে যাব ম্যাডাম?

—কোনদিকে যাবেন?...যে ফোন করেছিল সে কী যেন বলেছিল? ভাবতে লাগল সৃঞ্জয়ী।...হ্যাঁ এবার মনে পড়েছে। বলেছিল, ধরমপুর গ্রামে একটা কালিমন্দির আছে। সেই কালিমন্দিরের পেছনে একটা ফাঁকা বাড়িতে...।

—আচ্ছা এই গ্রামে কোনও কালিমন্দির আছে?

—কালিমন্দির?...হ্যাঁ। আছে তো।—দেবাশিস বলল।

—কোনদিকে?

—এই তো ডানদিকে কিছুটা গিয়েই...

গাড়ি ডানদিকে চলতে লাগল। রাস্তায় আলো না থাকলেও অল্প চাঁদের আলোয় কিছুটা দেখা যাচ্ছে। ওই তো একটা মন্দিরের মতো। ঝোপঝাড়ে ভরা। ওই কালিমন্দিরের দিকে যেতে হবে।

মন্দিরের সামনে এসে গাড়ি দাঁড়াল। সঙ্গে-সঙ্গে মাটি ফুঁড়ে ছ-সাত জন লোকের আবির্ভাব হল। তারা ঘিরে ধরল গাড়িকে। দেবাশিস গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে। কয়েকজন জিগ্যেস করল—ম্যাডাম এসেছে? ম্যাডাম?

—হ্যাঁ। এই তো আমি।—সৃঞ্জয়ী গাড়ি থেমে নেমে বলল।

ইতিমধ্যে অদ্ভুত কাণ্ড শুরু হয়েছে। কেউ কিছু বুঝে উঠবার আগেই দেবাশিসকে তিন-চারজন ঘিরে ধরেছে, একজন তার রিভলভার ছিনিয়ে নিয়েছে এবং বাকিরা মারতে-মারতে তাকে মাটিতে ফেলে দিয়েছে। প্রতিরোধ করার কোনও সুযোগই পাচ্ছে না দেবাশিস। একজন একটা বাঁশ দিয়ে তাকে মারছে। দেবাশিসের

BanglaBook.org

শরীরটা কুঁকড়ে গেল। ও কি অজ্ঞান হয়ে গেল? চালককে দুজন একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে ফেলেছে। সৃঞ্জয়ী যেন কিছু বুঝে উঠবার আগেই এসব চকিতে ঘটে যাচ্ছিল। সৃঞ্জয়ী চিৎকার করছিল। চিৎকার নয়। তাকে আর্তনাদ বলাই ঠিক।

—এ কী এ কী? এসব কী করছেন আপনারা? কে আপনারা?

—আমরা বৈকুণ্ঠ মণ্ডলের লোক। সে তোকে রিসিভ করার জন্যে বসে আছে। চল শালী!

চেষ্টা ব্যর্থ জেনেও সৃঞ্জয়ী ছুটে পালাতে চাইল সামনের দিকে। কিন্তু একসঙ্গে পাঁচ-ছজন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাকে কাঁধের ওপর তুলে নিল। একজন তার একটা স্তন খামচে ধরে বলল—আহ্ মালটা একবারে ডাঁশা মাইরি!

সৃঞ্জয়ী ছটফট করে নিজেকে ছাড়াতে চাইছিল। তার হাতদুটো একজন চেপে ধরে থাকল। তার পা দুটোও চেপে ধরে রেখেছে কেউ। দুজনের কাঁধে চেপে সে কোথায় যাচ্ছে জানে না। এতক্ষণে সে বুঝতে পারল সে ফাঁদে পড়েছে। তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। এরা তাকে নিয়ে কী করবে? একেবারে মেরে ফেলবে? হ্যাঁ, একেবারেই মেরে ফেলুক। কারণ বৈকুণ্ঠ মণ্ডলের কাছ থেকে অশুচি শরীর নিয়ে ফিরে গিয়ে সে আর বাবা-মা এবং দিব্যর কাছে মুখ দেখাতে পারবে না।

বেশ কিছুক্ষণ কাঁধে-কাঁধে আসার পর একটা বাড়ির সামনে পৌঁছল। সৃঞ্জয়ীকে দাঁড় করাল ওরা। দুজন ষণ্ডা লোক এত জোরে তার দু-হাত চেপে আছে যে, সৃঞ্জয়ীর মনে হচ্ছিল তার হাত দুটোই

BanglaBook.org

ভেঙে যাবে। তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। বাড়ির দরজা ঠেলতেই একটা বড় ঘর। সেই ঘরে একটা খাটিয়ায় বসে আছে বৈকুণ্ঠ। তার পরনে সিল্কের লুঙ্গি আর ফতুয়া। সামনে ছোট টেবিলে মদের বোতল, গ্লাস আর প্লেটে ডালমুট। সৃঞ্জয়ীকে দেখে নমস্কারের ভঙ্গিতে বৈকুণ্ঠ বলল—আসেন-আসেন ম্যাডাম। আসতে আজ্ঞা হোক।

—বৈকুণ্ঠ তুমি কিন্তু বাড়াবাড়ি করছ! আমি সরকারি অফিসার। আমাকে এভাবে তুমি ধরে আনতে পারো না।

—আপনি সরকারি অফিসার তো আছেন, তারও আগে আপনি একজন সুন্দরী আছেন। আপনি আমাকে জেলে পাঠিয়েছেন। আমার প্রধান পদ গেছে। আপনাকে আমি একটু দেখব না? একটু মাল নেবেন? অনেক ধকল গেছে আপনার ওপর?

সৃঞ্জয়ী রাগে দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে থুতু ছিটোল। সেই থুতু গিয়ে পড়ল বৈকুণ্ঠর মুখে। আর তাতেই রাগে সে যেন খ্যাপা ষাঁড় হয়ে গেল।

সে তার শাগরেদদের বলল—এই শালীর হাত দুটো পিছমোড়া করে বেঁধে দে।

মুহূর্তে তারা তার আদেশ পালন করল।

তারপর সে আবার হুকুম করল—ওর জামা-প্যান্ট সব এক এক করে খুলে নে। নাঙা করে দে ওকে! তারপর ওকে আমি....এতে সৃঞ্জয়ী আর্তনাদ করে উঠল। বারবার অনুরোধ করতে লাগল বৈকুণ্ঠকে। নারীত্বের এত বড় অপমান সে যেন না করে। কিন্তু বৈকুণ্ঠর কানে তখন কোনও কথাই যাচ্ছে না। সে বাঘের মতো

BanglaBook.org

হিংস্র হয়ে উঠেছে। পেগের পর পেগ মদ খেয়ে যাচ্ছে। তার চোখদুটো ঘোর লাল। ঘন-ঘন শ্বাস পড়ছে।

তার শাগরেদরা এক-এক করে সৃঞ্জয়ীকে নিরাবরণ করছে। প্রথমে সেই সাদা টপ, তারপর স্তনের ওপর এঁটে বসে থাকা ব্রা খুলে নিল তারা। সৃঞ্জয়ী লজ্জায়, হতাশায় চোখ বুজিয়ে ফেলল। তারপর ট্রাউজার টেনে হিঁচড়ে খুলে নিল তারা। এরপর প্যান্টি। সম্পূর্ণ নগ্ন সৃঞ্জয়ীকে দেখে বৈকুণ্ঠ যেন অসুরের মতো ভীষণ হয়ে উঠল। সে তার লুঙ্গি টেনে খুলে ফেলল। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সৃঞ্জয়ীর শরীরের ওপর। সৃঞ্জয়ী আবার একদলা থুতু ছিটোল বৈকুণ্ঠের চোখে আর মুখে। এতে বৈকুণ্ঠ মেঘের মতো গর্জন করে উঠল। এবং সৃঞ্জয়ীর মাথাটা জোরে ঠুকে দিল সিমেন্টের মেঝেতে। প্রবল যন্ত্রণায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলল সৃঞ্জয়ী। তারপর আর কিছু মনে নেই তার।

মাথায় ইট দিয়ে মেরেছে ওরা, কপাল রক্তে ভেসে যাচ্ছে, সারা শরীরে ভীষণ যন্ত্রণা, তবুও অনেক কষ্টে চোখ মেলল দেবাশিস। এভাবে শুয়ে থাকলে তো চলবে না। তার সার্ভিস-রিভলভার চুরি হয়ে গেছে। ম্যাডামকে ওরা তুলে নিয়ে চলে গেছে। এখনই এ জায়গা ছেড়ে পালাতে হবে। হেডকোয়ার্টার্স-এ রিপোর্ট করতে হবে সবকিছু। শরীরের সব শক্তি সংহত করে দেবাশিস উঠে দাঁড়াল। টলতে-টলতে গেল গাছের গুঁড়ির দিকে; যেখানে চালককে বেঁধে রেখেছে ওরা। বাঁধনমুক্ত করল চালককে। তারপর গাড়ি তীরবেগে ছুটতে শুরু করল।

বাংলোর পাহারাদার বলল—সাহেব ঘুমোচ্ছেন। দেবাশিস

BanglaBook.org

বলল—সাহেবকে খবর দাও। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাডামকে তুলে নিয়ে গেছে বৈকুণ্ঠ মণ্ডল। আমরা কোনওরকমে বেঁচে ফিরেছি।

সুখেন (এস.ডি.পি.ও.) পাজামা-পাঞ্জাবি পরনে, নীচের ঘরে নেমে এল। দেবাশিসের রক্তাক্ত চেহারা দেখে আঁতকে উঠল।

—কী হয়েছে দেবাশিস?

যতটা সংক্ষেপে পারে দেবাশিস সব বলল সুখেনকে।

গম্ভীর মুখে সুখেন ডায়াল করল মহকুমা শাসকের বাংলোয়। দিব্য ঘুমোননি। তিনি ফোনের সামনেই বসে ছিলেন। সার্কিট হাউস থেকে বারবার অবনীবাবু ফোন করে তাঁকে জানাচ্ছিলেন যে, তাঁর মেয়ে তখনও ফেরেনি।

দিব্য নিজেই ফোন ধরলেন—কী খবর সুখেন?

—খবর খুব সাংঘাতিক দাদা।

—সব শুনে দিব্য ঘামছিলেন। তাঁর হাত কাঁপছিল। এত নার্ভাস তিনি জীবনে হননি।

—দাদা আমাদের এখুনি বেরোতে হবে। সঙ্গে আমি ও.সি. কে নিচ্ছি, সার্কেল ইনস্পেকটরকে নিচ্ছি আর এক সেকশান আর্মড ফোর্সকে নিচ্ছি। আপনিও যাবেন তো?

—নিশ্চয়ই। আজ সারারাত রেইড করে দরকার হলে পাতাল ফুঁড়ে বৈকুণ্ঠ মণ্ডলকে তুলে আনতে হবে।...তোমার কি মনে হয় সুখেন? সৃঞ্জয়ী বেঁচে আছে তো?

দিব্যর গলা কেঁপে গেল।

—আহ দাদা! আপনি কেন দুশ্চিন্তা করছেন? লেট আস হোপ ফর দ্য বেস্ট। আমাদের একজন কনেস্টবলের সার্ভিস

BanglaBook.org

রিভলভার লুঠ হয়েছে এটাও বড় কম কথা নয়। We must recover it and arrest the guilty persons। বৈকুণ্ঠ মণ্ডল প্রশাসনের রক্তচোখ এখনও দেখেনি। চলুন দাদা, আর দেরি না করে আমরা বেরিয়ে পড়ি।...

॥ ২০ ॥

—সিস্টার আমার ভীষণ জল-পিপাসা পাচ্ছে! আমাকে একটু জল দেবেন?

—হ্যাঁ। ম্যাডাম। দিচ্ছি।—নীল স্কার্টে সিস্টার মেয়েটি সৃঞ্জয়ীরই বয়সি। বেশ সুশ্রী চেহারা। মাথায় বয়কাট চুল। সে তাড়াতাড়ি এক গেলাস জল নিয়ে আসে। পেশেন্টের মাথার দিকটা উঁচু করে দেয়।

—আমি কি আপনাকে জলটা খাইয়ে দেব? নাকি আপনি নিজেই পারবেন?

—আমি নিজেই পারব।—মাথাটা ধীরে-ধীরে তোলে সৃঞ্জয়ী। পিঠে ঈষৎ চাড় দিয়ে উঠে বসে। তাতে মুহূর্তের জন্যে তার মুখে যন্ত্রণার অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে। গেলাস একহাতে ধরে সে দ্রুত জলটুকু শেষ করে দেয়।

—আর জল দেব?

—নাহ্ ধন্যবাদ।...আচ্ছা সিস্টার...

—বলুন ম্যাডাম?

BanglaBook.org

—আমি কতদিন এখানে আছি?

—আজ নিয়ে তিনদিন...।

—এটা তো একটা নার্সিংহোম না?

—হ্যাঁ। এই শহরের বেস্ট নার্সিংহোম এটা। আপনাকে যিনি দেখছেন ডঃ মনিকা সান্ন্যাল—তিনিও এখানকার বেস্ট গাইনোকলজিস্ট। সৃঞ্জয়ী চুপচাপ শুয়ে থাকে। সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে। একটা সাদা চাদরে তার গলা পর্যন্ত ঢাকা। এই শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ক্যাবিনে একমাত্র সৃঞ্জয়ী শুয়ে আছে। আর কোনও পেশেন্ট নেই।

সিস্টার জিগ্যেস করল; এখন আপনার কী কষ্ট ম্যাডাম?

সৃঞ্জয়ী সিলিং-এর দিকে তাকিয়েই আছে। যেন কথাটা তার কানে গেল না। আবার জিগ্যেস করল সিস্টার—ম্যাডাম আপনার কী কষ্ট?

—অ্যাঁ? কিছু বলছেন?

—এখন আপনার শরীরে কোনও কষ্ট আছে?

—ভীষণ ব্যথা...সিস্টার...সারা শরীরে ব্যথা...হাত নাড়াতে পারছি না...পা নাড়াতে পারছি না...আর মাঝে-মাঝে মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে খুব।

—তা তো হবেই ম্যাডাম। আপনার শরীরের ওপর ধকল তো কম যায়নি। তবে ডঃ সান্ন্যাল বলছেন আপনি খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠছেন...।

—উঃ মাথা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে! মনে হচ্ছে বমি হবে...

—নাহ্ বমি হবে না। আসলে এখন একটা ইনজেকশন

BanglaBook.org

দেওয়ার সময় হয়ে গেছে। ইনজেকশনটা দিলেই আপনি ঘুমিয়ে পড়বেন...।

—আর কত ইনজেকশন নেব সিস্টার? আমার সারা গায়ে ব্যথা।

—সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনি একটু স্থির রাখুন হাতটা। ইনজেকশনটা দিয়ে দি...।

সিস্টার সন্তর্পণে ইনজেকশন পুশ্ করে। ক্রমশ কীরকম নিস্তেজ হয়ে পড়ে সৃঞ্জয়ী। তারপর একসময় তার চোখদুটো জড়িয়ে আসে। সে ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যায়।

এই নার্সিংহোম দোতলা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। এই মহকুমা শহরের অভিজাত মানুষেরাই সাধারণত এখানে রোগের চিকিৎসা করাতে আসে। দিব্যজ্যোতির বিশেষ তত্ত্বাবধানে এখানে সৃঞ্জয়ীকে ভরতি করানো হয়েছে।

নীচে গাড়ি এসে দাঁড়ানোর শব্দ। খানিক বাদে দিব্যজ্যোতি প্রবেশ করে এই ঘরে। যেহেতু মহকুমা শাসক নিজে এসেছেন নার্সিংহোমে তাই এখানকার ম্যানেজারও তাঁর সঙ্গে আছেন। দিব্যজ্যোতির মুখে উদ্বেগের ছাপ। এই কদিনেই তিনি বেশ কিছুটা রোগা হয়ে গেছেন। সিস্টার ঘুমন্ত সৃঞ্জয়ীর মাথার কাছে একটা চেয়ারে বসেছিল। দিব্যজ্যোতিকে দেখে উঠে দাঁড়াল।

—এখন উনি কেমন আছেন সিস্টার?

—ভালো আছেন। একটু শরীরে এবং মাথায় যন্ত্রণার কথা বলছিলেন। তবে এটা স্যার ডঃ সান্ন্যাল বলেছেন—ট্রমা এফেক্ট। উনি সকালের এই সময়ে একটা ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে

BanglaBook.org

রাখতে বলেছেন পেশেন্টকে। আমি এইমাত্র ইনজেকশনটা দিলাম।

—হুঁ। আচ্ছা ডঃ মনিকা সান্ন্যালের সঙ্গে কি একটু কথা বলা যায়?

—এখন তো ওঁকে পাবেন না স্যার।—ম্যানেজার জানাল। তবে ওঁর মোবাইলে কথা বলতে পারেন।

—এখন উনি কোথায় আছেন?

—এখন উনি নিজের চেম্বারে। ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার্সে। ঠিক বিকেল চারটের সময় উনি আমাদের নার্সিংহোমে আসবেন। ঘণ্টা দুই থাকবেন।

—মোবাইলে সবকথা বলা যায় না। তাহলে বিকেলেই আমি আসব ওঁর সঙ্গে কথা বলতে। পেশেন্ট কবে রিলিজ পাবে সেটা জানা দরকার।

দিব্য সৃঞ্জয়ীর বিছানার পাশে এসে দাঁড়ান। খুব কষ্ট পেয়েছে মেয়েটা। অত সুন্দর ফরসা মুখে একটা কালো ছোপ পড়ে গেছে। কপালে গভীর ক্ষত ছিল। সেখানে এখন প্লাস্টার। সৃঞ্জয়ীর দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে দিব্যর বুকটা হু-হু করে ওঠে। একটা কান্নার ঢেউ গলা পর্যন্ত উঠে আসে। সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকে সামলে নেন দিব্য। এখানে হঠাৎ ভেঙে পড়া ঠিক হবে না। নিজের দুঃখ নিজের মনের মধ্যেই লুকিয়ে রাখতে হবে। তাকে প্রকাশ করা পুরুষের কাজ নয়। কোথা থেকে কী হয়ে গেল! সব তছনছ হয়ে গেল! কেন হবে? মানুষের কি স্বপ্ন দেখার শেষ আছে? আবার স্বপ্ন দেখতে হবে। হ্যাঁ সৃঞ্জয়ীকে পাশে নিয়েই।

সৃঞ্জয়ী এত বুদ্ধিমতী। কিন্তু সেদিন কেন বুঝতে পারল না

BanglaBook.org

যে, তাকে ফাঁদে ফেলার জন্যে ফোনটা করা হয়েছিল? এমন একটা দিনে ফোন করা হল, যখন সবাই—মহকুমা শাসক, মহকুমা পুলিশ অফিসার, থানার অন্যান্য অফিসার সবাই জেলায় মিটিং করতে চলে গেছে। কিন্তু অত রাতে শুধুমাত্র একজন কনেস্টবলকে সঙ্গে করে বৈকুণ্ঠ মণ্ডলের ডেরায় চলে যাওয়া কি ঠিক হয়েছিল সৃঞ্জয়ীর? কিন্তু এখন ঠিক বেঠিকের বিচার করে কী লাভ? সৃঞ্জয়ী তো ওরকম স্বভাবেরই। অন্যায় দেখলে সে একমুহূর্ত চুপ থাকতে পারে না। নিজের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবে না।

মাত্র কয়েকদিন আগের সেই ভয়ানক রাতটার কথা দিব্য বোধহয় কোনওদিনই ভুলতে পারবেন না। আহত দেবাশিসকে নিজের গাড়িতে তুলে নিয়ে এস.ডি.পি.ও. এবং এক গাড়ি সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে দিব্য ছুটেছিলেন বৈকুণ্ঠ মণ্ডলের ডেরায়। কালীমন্দিরের পেছনে সেই বাড়িটা পুলিশ ঘিরে ফেলেছিল। দরজা ভেঙে দিব্য ও অন্যান্যরা ঢুকেছিলেন সেই ঘরে। সেই রাতেই পুলিশ এসে পড়বে এটা বোধহয় বৈকুণ্ঠ আন্দাজ করতে পারেনি। সে মদে চুর হয়ে, একপাশে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। তার সাঙ্গোপাঙ্গোরাও এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ঘুমোচ্ছিল। প্রতিরোধ করার কোনও সুযোগই তারা পায়নি। পুলিশ সবাইকে হাতেনাতে ধরেছিল।

দিব্যর অন্তরাত্মা কেঁপে উঠেছিল যখন তিনি দেখেছিলেন সংজ্ঞাহীন সৃঞ্জয়ী পড়ে আছে চাতালে। তার কপাল কেটে রক্তের ধারা। সে সম্পূর্ণ নগ্ন। দিব্য তাড়াতাড়ি সৃঞ্জয়ীর ট্রাউজার আর টপ দিয়ে তার শরীরটা ঢাকা দিয়েছিলেন। শব্দ করে কেঁদে উঠেছিলেন। কোলে তুলে নিয়েছিলেন সৃঞ্জয়ীকে। এস.ডি.পি.ও.—সুখেন দিব্যর

BanglaBook.org

পিঠে হাত রেখেছিল—দাদা-প্লিজ-কিপ ইওর কুল। উই হ্যাভ অ্যারেসটেড দ্য কালপ্রিটস। ইতিমধ্যে সুখেন অদ্ভুত তৎপরতায় সৃঞ্জয়ীকে ট্রাউজার ও টপ পরিয়ে দেয়। তারপর নিজের জিপের পেছনের আসনে শুইয়ে দেয়। সুখেন দিব্যর কানে কানে বলে—দাদা-শি হ্যাজ বিন টরচারড। শি ইজ টু বি ইমিডিয়েটলি হসপিটালাইজড।

—কিন্তু সেই কালপ্রিটটা কোথায় গেল?—দিব্য গর্জে ওঠেন। তারপর এগিয়ে গিয়ে বৈকুণ্ঠর চুলের ঝুঁটি ধরে তাকে দুটো লাথি কষান। আরও মারতে যাচ্ছিলেন। সুখেন বাধা দেয়। বলে-দাদা-প্লিজ—আপনি গায়ে হাত দেবেন না। এরা খুব চালাক। মামলাবাজ। হিউম্যান রাইটস-এ .চলে যাবে।

বৈকুণ্ঠ মণ্ডল ও তার সঙ্গীরা জামিন পায়নি। ডাক্তারি পরীক্ষায় প্রমাণিত যে সৃঞ্জয়ীর ওপর একবার নয়, পরপর দুবার বলাৎকার হয়েছে। এখন পুলিশ অপেক্ষা করছে টি. আই. প্যারেডের জন্যে। সৃঞ্জয়ী সুস্থ হলেই তাকে টি. আই. প্যারেডে উপস্থিত করানো হবে। সেখানে তার সামনে পরপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে বৈকুণ্ঠ মণ্ডল ও তার সঙ্গীদের। সৃঞ্জয়ী যদি তাদের অপরাধী হিসেবে আইডেন্টিফাই করে তাহলে কেসটা আরও জোরদার হবে।

দিব্য নার্সিংহোম-এর ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছিল। দেখল অবনীবাবু ও রুমা উঠে আসছেন।

—মেয়েকে দেখবেন?

—হ্যাঁ বাবা।—অবনীমোহন বললেন।

—ও কেমন আছে বাবা?—রুমা জিগ্যেস করলেন।

BanglaBook.org

—ক্রমশ সেরে উঠছে। আর কয়েকদিনের মধ্যেই রিলিজ করে দেবে। যান দেখে আসুন। আমি অপেক্ষা করছি নীচে। আমার গাড়িতে ফিরবেন।

—ঠিক আছে বাবা।—দুজনে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেন।

মেয়েকে দেখে দিব্যর গাড়িতেই ওঁরা ফিরলেন। দিব্য তাঁদের নিজের বাংলোয় নিয়ে এলেন। গাড়ি থেকে নামতেই একজন হোমগার্ড খবর দিল—স্যার, মোহিতবাবু অপেক্ষা করছেন অফিস ঘরে।

—তাই নাকি? আচ্ছা অপেক্ষা করতে বলো আমি যাচ্ছি।

অবনীবাবু ও রুমাকে দিব্য ভেতরের ঘরে বসালেন। কাজের লোককে ডেকে বললেন শরবত দিতে। বললেন—আপনারা দয়া করে একটু বসুন। আমি আসছি।

অফিস ঘরে এলেন দিব্য। দেখলেন মোহিতবাবু একা নয়। আরও একজন ব্যক্তি আছেন। বেশ বয়স্ক। সৌম্য চেহারা। একমাথা পাকা চুল। ধুতি-পাঞ্জাবি। দেখেই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বলে মনে হয়।

মোহিতবাবু হলেন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির লোকাল সেক্রেটারি। কিন্তু এই ভদ্রলোক কে?

—আরে মোহিতবাবু যে? নমস্কার। কী ব্যাপার?—দিব্য চেয়ার টেনে বসলেন।

—নমস্কার। এস.ডি.ও. সাহেব। আমরা জানি আপনি খুব খারাপ সময়ের মধ্যে যাচ্ছেন, তবুও এলাম কয়েকটা জরুরি কথা বলতে। তার আগে আলাপ করিয়ে দি। ইনি আমাদের পার্টির জেলা সেক্রেটারি বিমল দত্ত।

BanglaBook.org

বিমল দত্ত হাত তুলে নমস্কার করলেন।

—ও হ্যাঁ-হ্যাঁ।—দিব্য বলল,—নামে উনি তো খুবই পরিচিত। এতদিন আলাপ হয়নি।

—আপনাকে জরুরি কথাটা বলতে বিমলদাকেও নিয়ে আসতে হল।

দিব্য বললেন—দাঁড়ান সব শুনব। তার আগে একটু চা বলি? একজন হোম-গার্ডকে ডেকে দিব্য চা-এর কথা বললেন। তারপর মোহিতবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন—হ্যাঁ বলুন কী বলবেন?

মোহিত বলবেন—আজ আমি বলব না। বিমলদাই বলবেন।

—বেশ।—দিব্য বিমলবাবুর দিকে তাকালেন। একটু গলা ঝেড়ে নিয়ে বিমলবাবু শুরু করলেন—প্রথমেই আমরা সমবেদনা জানাতে এসেছি আপনার অফিসের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সৃঞ্জয়ী সেনের ব্যাপারে। আমাদের কাছে খবর ছিল যে, উনি এখানে জয়েন করার পর খুব ভালো কাজ করছিলেন। খুবই দক্ষ প্রশাসক উনি। এবং প্রশাসনের কাজ করতে গিয়েই যে উনি এত ভয়ংকর একটা বিপর্যয়ে জড়িয়ে পড়লেন, তার জন্যে আমরা আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে খুবই ব্যথিত এবং মর্মাহত। আচ্ছা এখন ওঁর অবস্থা কেমন? উনি কি সুস্থ হয়ে উঠেছেন?

BanglaBook.org

—হ্যাঁ। ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছেন। এখনও নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন আছেন। তবে আশা করি দু-তিন দিনের মধ্যে ছেড়ে দেবে।

—ওঁর প্রতি আমাদের শুভেচ্ছা রইল।—বিমলবাবু আন্তরিকভাবে বললেন।

—ধন্যবাদ। আমি এটা ওকে কমিউনিকেট করে দেব। —দিব্য বললেন।

বিমলবাবু একটু থেমেছেন। যেন কিছু ভেবে নিচ্ছেন। একমাথা পাকা চুলে একটু আঙুল চালিয়ে নিলেন। মোহিত চুপচাপ। এবার বিমলবাবু বলতে শুরু করলেন—এস.ডি.ও. সাহেব, এবার মূল কথাটা আমি বলতে চাই। আমরা চাই অপরাধী কিংবা অপরাধীদের যারা ইতিমধ্যেই ধরা পড়েছে, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক। আমি স্বয়ং জেলা থেকে ছুটে এসেছি এই কারণে যে, যা ঘটেছে সে ব্যাপারে আমাদের পার্টির দৃষ্টিভঙ্গিটা আমি আপনার কাছে পরিষ্কার করতে চাই। আমি জেলাশাসকের সঙ্গেও কথা বলেছি। জেলাশাসকই পরামর্শ দিলেন আপনার সঙ্গে কথা বলতে। ...বিমলবাবু একটু থামলেন। একটা সিগারেট ধরালেন। ইতিমধ্যে তিন কাপ চা এল।

চায়ের কাপে ঘন-ঘন কয়েকটা চুমুক দিয়ে বিমলবাবু আবার বলতে শুরু করলেন—ধরমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বৈকুণ্ঠ মণ্ডল একসময় আমাদের পার্টির সদস্য ছিল। এমনকী পঞ্চায়েত নির্বাচনেও ও আমাদের পার্টির সিম্বল নিয়েই জিতেছিল। কিন্তু প্রধান হওয়ার পরই দেখলাম ও পালটে গেল। এবং আমাদের পার্টির নির্দেশ অগ্রাহ্য করে নানারকম অসামাজিক কাজকর্ম শুরু করল। গ্রাম-পঞ্চায়েত সদস্য যারা তাদের ও টাকা-পয়সা দিয়ে হাত করে নিল এবং পঞ্চায়েতের টাকা নয়ছয় করতে লাগল। আমাদের পার্টি অফিসে প্রচুর অভিযোগ আসতে লাগল। আমরা ওকে ডেকে পাঠালাম। ও সব অভিযোগ অস্বীকার করল। কিন্তু আমরা নিজেরা তদন্ত করে

BanglaBook.org

দেখলাম ওর বিরুদ্ধে প্রতিটি অভিযোগই ঠিক। তখন আমরা ওকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করলাম।

—তাই নাকি? বৈকুণ্ঠ মণ্ডল কি আপনাদের পার্টি থেকে এক্সপেলড?...এটা আমার জানা ছিল না।

—হ্যাঁ এক্সপেলড। সে কারণেই যখন পঞ্চায়েতের টাকা তছরুপের দায়ে সৃঞ্জয়ী ম্যাডাম ওকে অ্যারেস্ট করেন তখন আমরা এই কাজকে খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট-করেছি। কিন্তু তারপর বৈকুণ্ঠ জামিনে ছাড়া পেয়ে প্রতিশোধস্পৃহায় যে নোংরা কাজটা করল তা আমরা প্রথমে বিশ্বাস করিনি। এত নীচে মানুষ নামতে পারে? তাই আমরা বলতে এসেছি এস.ডি.ও. সাহেব বৈকুণ্ঠ আর তার সঙ্গীরা যেন কোনও অবস্থাতেই ছাড়া না পায়। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া দরকার ওদের। আমি জেলার এস. পি-সাহেবের সঙ্গেও কথা বলেছি। উনিও বলেছেন পুলিশ খুব মনোযোগ দিয়ে কেসটা দেখছে। এবং খুব তাড়াতাড়ি চার্জশিট দেবে।

—হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন।—দিব্য বললেন।

—আমাদের যা বলার ছিল বললাম। এবার তাহলে আসি। নমস্কার। বিমলবাবু উঠে দাঁড়ালেন। মোহিতবাবুও উঠে দাঁড়ালেন। দিব্যও ওদের দুজনকে নমস্কার জানালেন।

ওঁরা চলে যাওয়ার পর দিব্য ভেতরের ঘরে এসে দেখলেন রুমা দু-হাতের চেটোয় মুখ চাপা দিয়ে নিঃশব্দে কাঁদছেন। আর অবনীমোহন নীচু স্বরে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। দিব্য একটু অস্বস্তিতে পড়লেন।

অবনীমোহন অসহায়ের মতো বললেন—ওই তো উনি এসে

BanglaBook.org

গেছেন। তুমি আর কেঁদো না।

রুমা মুখ থেকে হাত সরালেন। রুমাল দিয়ে চোখ মুছলেন। কেঁদে তাঁর চোখ লাল।

দিব্যর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—বাবা, সরকারি চাকরি করতে এসে আমার মেয়েটার জীবন নষ্ট হয়ে গেল। খবরের কাগজ আর টিভিতে বারবার বলেছে এখানে কী ঘটেছে। কারোর আর জানতে বাকি নেই আমার মেয়ে...বলতে পারলেন না রুমা। আবার কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তারপর কিছুক্ষণ পর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বললেন—বাকি জীবনটা মেয়েটা কাটাবে কীভাবে? আমাদের সমাজে তো অশুচি মেয়েদের কোনও সম্মান নেই, জায়গাও নেই? এবার অবনীবাবু বললেন—নিজের দোষে নিজের জীবনটা নষ্ট করল। বরাবরই একেবারে চাকরি অন্ত প্রাণ। নিজের কথা কোনওদিন ভাবেনি। তার শাস্তি ঈশ্বর ওকে এভাবে দিলেন? আমাদের শেষ জীবনটা আমরা কাটাব কীভাবে? চেয়ে-চেয়ে দেখতে হবে মেয়েটার অপমান, কষ্ট, যন্ত্রণা...। আর আমরা যখন থাকব না তখন ওর কী হবে?

অবনীমোহন মুখ নীচু করলেন। বোধহয় প্রাণপণে কান্না সামলাচ্ছিলেন। বেশ কিছুক্ষণ অস্বস্তিকর নীরবতা।

তারপর দিব্য বললেন—আচ্ছা একটা কথা জিগ্যেস করব?

—কী কথা?—অবনীমোহন বললেন, রুমা মুখ তুলে তাকালেন।

—আপনাদের মেয়ে কি আপনাদের জানিয়েছিল যে, আমরা দুজনে ম্যারেজ রেজিস্টারের কাছে নোটিশ দিয়েছি?

BanglaBook.org

—হ্যাঁ। জানি।—অবনী বললেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমরা তো অনেক আগেই ডিসিশান নিয়েছিলাম যে আমরা বিয়ে করব।

—এখন যা ঘটেছে তারপরও আপনি আমার মেয়েকে বিয়ে করবেন? রুমা জিগ্যেস করলেন।

—কেন করব না? আর ঠিক সাত দিনের মধ্যে আমরা রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করব। আশা করি এতে আপনাদের আপত্তি নেই? সাতদিনের মধ্যে সৃঞ্জয়ী সুস্থ হয়ে উঠবে।

—বাবা তুমি মানুষ নও—ভগবান! অবনীমোহন দিব্যর হাতদুটো ধরে বললেন। রুমা আবার কাঁদছেন। তবে এ কান্না—আনন্দের, আশ্বাসের, আশার, নতুন উদ্যমে বেঁচে থাকার আবেগের।

তিনদিন পর।

সৃঞ্জয়ী নার্সিংহোম থেকে ছাড়া পেয়েছে।

এখন সে প্রায় সুস্থ। তবে কিছু ওষুধ খেয়ে যেতে হবে। শারীরিক দুর্বলতা আছেই। সার্কিট-হাউসে নিজের ঘরে সৃঞ্জয়ী চুপচাপ শুয়েই কাটায়। কী যেন ভাবে সারাদিন। বাবা-মা-এর সঙ্গেও তেমন কথা বলে না। প্রায় প্রতি সন্ধ্যাবেলাতেই দিব্য এসেছিলেন। কিন্তু সৃঞ্জয়ী বিশেষ কথা বলেনি। কীরকম চুপচাপ হয়ে গেছে সে। এই বিষণ্ণতা, এরকম নৈঃশব্দ্য নিয়ে কীভাবে আবার জীবনের বৃত্তে ফিরে আসবে সৃঞ্জয়ী? তাকে তো কাজ করতে হবে, ঘুরে দাঁড়াতে হবে, নিজের জীবনকে গুছিয়ে নিতে হবে আবার।

আজ সকালে টি. আই. প্যারেড ছিল। টি. আই. প্যারেড-এর ব্যবস্থা করা হয় আদালতের নির্দেশে পুলিশের অফিসে।

BanglaBook.org

অপরাধীদের সকলকে সারি দিয়ে দাঁড় করানো হয়। তারপর যার ওপর অপরাধ সংগঠিত হয়েছে তাকে এনে (পুলিশ প্রহরায়) হাজির করা হয় অপরাধীদের সামনে। অপরাধীদের চিহ্নিত করতে হয়। তারপর আদালত তাদের শাস্তি বিবেচনা করে।

সকাল এগারোটা নাগাদ টি. আই. প্যারেড। সকাল দশটার সময় দিব্য এবং এস.ডি.পি.ও. সুখেন সার্কিট হাউসে হাজির। অবনীমোহন এবং রুমাও ছিলেন।

দিব্য বললেন—টি.আই. প্যারেডে অপরাধীদের আইডেন্টিফাই করার ওপর কেসটার মেরিট অনেকটাই নির্ভর করছে এটা নিশ্চয়ই তোমাকে বলতে হবে না সৃঞ্জয়ী। আশা করি নার্ভ ঠিক রেখে তুমি তোমার কাজটা করবে।

সৃঞ্জয়ী চুপ। কোনও উত্তর দিল না।

ওরা রওনা হয়ে গেল। পরপর দাঁড়িয়ে আছে বৈকুণ্ঠ এবং তার সঙ্গীরা। তাদের দিকে তাকিয়ে সৃঞ্জয়ীর চোখে আগুন জ্বলে উঠল। সে এক-এক করে প্রত্যেককে চিনিয়ে দিল।

তারপর সার্কিট হাউসে ফিরে একটু চিকেন সুপ খেয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল সৃঞ্জয়ী। গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ দিব্য এলেন। অবনীমোহন এবং রুমা নেই। কিছুটা দূরে বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরে নাকি তাঁরা পুজো দিতে গেছেন। দিব্য পার্লারে এসে বসলেন। ডাকলেন কেয়ারটেকারকে।

—স্যার?

—ম্যাডাম কোথায়?

—ম্যাডাম ওঁর ঘরে...বোধহয় রেস্ট নিচ্ছেন।

BanglaBook.org

—ওঁকে বলো আমি এসেছি।

কেয়ারটেকার চলে গেল। খানিক বাদে ফিরে এল।

—স্যার মাডাম একটা বই পড়ছেন। আপনাকে আসতে বললেন।

—বেশ।

দিব্য উঠলেন। হাতে সিগারেট ছিল। তখনও পুরোটা শেষ হয়নি। তবুও টেবিলের অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিলেন। তারপর এগিয়ে গেলেন সৃঞ্জয়ীর ঘরের দিকে। ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। সন্তর্পণে দরজা খুলে দিব্য ঘরের মধ্যে ঢুকে এলেন। সৃঞ্জয়ী একটা সিঙ্গল সোফায় বসে আছে। তার পরনে ম্যাক্সি। বোধহয় ঘরে বাতানুকূল যন্ত্র চলছে বলে একটা পাতলা চাদর রয়েছে গায়ে। কোলের ওপর একটা বই। সৃঞ্জয়ী মুখ তুলে তাকাল। ইস্ কী শীর্ণ এবং দুর্বল দেখাচ্ছে তাকে! দুই চোখের নীচে গাঢ় কালি।

—কী বই পড়ছ?

—এই...পড়ছি।

দিব্য এগিয়ে গিয়ে বইটা সৃঞ্জয়ীর কোলের ওপর থেকে তুলে নিল। গল্পসংগ্রহ। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

—বাহ, আমার একজন প্রিয় লেখককে পড়ছ।—দিব্য হেসে বললেন।

—হ্যাঁ। পড়তে খুব ভালো লাগছে। ওঁর লেখা পড়লেই মনে হয় মানুষটি খুব ভালো ছিলেন। প্রতিটি গল্প পড়লেই কীরকম চোখে জল এসে যায়।

—সৃঞ্জয়ী এখন তুমি শারীরিকভাবে সুস্থ হয়ে উঠছ তো?

BanglaBook.org

—হ্যাঁ। ওষুধগুলো খুব কাজ দিচ্ছে। মনে হচ্ছে এক সপ্তাহের মধ্যে আমি অফিসে জয়েন করতে পারব।

—অফিসে জয়েন করার কথা এখন থাক। কিন্তু আগামী জুন মাসের চার তারিখে অর্থাৎ এক সপ্তাহ বাদে আমাদের রেজিস্ট্রি ম্যারেজের ব্যাপারটা আছে...

—ও বিয়ে তো হবে না দিব্য?

—হবে না? কী বলছ তুমি?

—হ্যাঁ। ঠিকই বলছি। তুমি আমাকে করুণা করতে চাইছ দিব্য। আমি তো করুণা চাই না। বাকি জীবনটা আমি নিজের মতো করে ঠিক চালিয়ে নেব।

—কেন? করুণার কথা বলছ কেন? আমি তো তোমাকে ভালোবাসি। ভালোবাসার শর্তে তো করুণার কথা আসে না?

সৃঞ্জয়ী ধীরে-ধীরে উঠে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। পরদা সরিয়ে তাকাল বাইরের দিকে। এখান থেকে নদীর কিছুটা অংশ দেখা যায়। আকাশ। চকচকে নীল। মেঘের নানা আকৃতির দুর্গ।

—আমার শরীর অশুচি হয়ে গেছে দিব্য। সেদিন শিয়াল-কুকুরের মতো ওরা আমার শরীরে দাঁত-নখ বসিয়েছে। এই অশুচি শরীর নিয়ে আমি তো তোমার কাছে আর যেতে পারি না দিব্য। কখনওই না। আমি তোমার জীবনকে আর কলুষিত করতে চাই না।

দিব্য এগিয়ে এলেন সৃঞ্জয়ীর দিকে। তার দু-কাঁধে হাত রাখলেন। কেঁপে উঠল সৃঞ্জয়ী। তার দু-চোখ ফেটে নিঃশব্দে জল গড়িয়ে এল।

BanglaBook.org

দিব্য বললেন—ভালোবাসা আর শরীরকে এক কোরো না সৃঞ্জয়ী। শরীরকে কজন মানুষ ঠিকমতো ভালোবাসতে পারে? আমার সেই অহংকার আছে। আমি নিজের স্বার্থ ভুলে তোমাকে ভালোবাসতে পেরেছি। এটা আমার মুখের কথা নয়। এটা আমার একটা আশ্চর্য অনুভূতি।...কে বলল তোমার শরীর অশুচি হয়ে গেছে? যে যাই ভাবুক তোমার এই শরীর এখনও আমার কাছে পবিত্র; কারণ তুমি পরিস্থিতির শিকার। যা ঘটেছে তাতে তোমার কিছু করার ছিল না। তুমি ছিলে অসহায়। এসো, তোমার ওই শুকনো ঠোঁটে আমি কতদিন চুমু খাইনি। তৃষ্ণায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছে সৃঞ্জয়ী। তুমি আমার তৃষ্ণা মেটাও।—এই বলে দিব্য নিজের বুকে টেনে নিলেন সৃঞ্জয়ীকে। অসহায়, ছোট্ট শিশুর মতো সৃঞ্জয়ী মুখ লুকোলো দিব্যর বিশাল বুকের আশ্রয়ে। ফোঁপাতে-ফোঁপাতে সৃঞ্জয়ী বলছিল—সত্যিই তুমি আমাকে এত ভালোবাসো দিব্য? এত ভালোবাসো...

দিব্য পাগলের মতো প্রবল সংরাগে নিজের ঠোঁট সৃঞ্জয়ীর ঠোঁটে চেপে ধরে ফিসফিসিয়ে বললেন—একমাত্র ভালোবাসাই মানুষের জীবনকে সুন্দর করে তুলতে পারে সৃঞ্জয়ী...একমাত্র ভালোবাসাই...

BanglaBook.org